শ্রী হরি গীতা

শ্রী হরি গীতা: পণ্ডিত দীননাথ ভার্গব দীনেশ-এর কাব্যিক ভাষ্য

পণ্ডিত দীননাথ ভার্গব ‘দীনেশ’-এর রচিত ‘শ্রী হরি গীতা’ হলো শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক মনোজ্ঞ কাব্যিক হিন্দী অনুবাদ। মূল গ্রন্থটির সারমর্ম এবং সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রেখে, তিনি হিন্দী ভাষাভাষী পাঠকের কাছে এটিকে একটি শ্রুতিমধুর ও সহজলভ্য রূপে উপস্থাপনের লক্ষ্য নিয়েছিলেন।

মনে রাখা প্রয়োজন, ‘শ্রী হরি গীতা’ মূল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নয়, বরং এটি হলো মূলের উপর ভিত্তি করে রচিত একটি কাব্যিক ভাষ্য ও অনুবাদ। সংস্কৃত মূলের আধ্যাত্মিক ভাবকে প্রতিফলিত করে, এটি এক গীতময় ও সহজবোধ্য হিন্দী কাব্যশৈলীতে লেখা হয়েছে।

এই কাজের স্রষ্টা পণ্ডিত দীননাথ ভার্গব ‘দীনেশ’ একজন নিবিড় শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, যিনি গীতার উপর বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কেবল অনুবাদ করাই নয়, বরং গীতার মূল দর্শনকে জ্ঞান (জ্ঞান যোগ), কর্ম (কর্ম যোগ) এবং ভক্তি (ভক্তি যোগ)—এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ধারার সুষম সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা। ফলে, তাঁর এই সৃষ্টি হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের এক সুন্দর সাহিত্যিক উপস্থাপনা হিসেবে বিবেচিত হয়। এই কাজটি ইংরেজিতেও অনুবাদ করেছেন শ্রীমতি অন্নদা রাঠি এবং শ্রী দীনেশ রাঠি।

মূল শ্রী হরি গীতা হিন্দী (বাংলা অক্ষর)

হরিগীতা অধ্যায় ১

পহলা অধ্যায়

রাজা ধৃতরাষ্ট্র নে কহা -
রণ- লালসা সে ধর্ম- ভূ, কুরুক্ষেত্র মেং একত্র হো।
মেরে সুতোং নে, পাণ্ডবোং নে ক্যা কিয়া সঞ্জয় কহো ॥ ১। ১॥

সঞ্জয় নে কহা -
তব দেখকর পাণ্ডব- কটক কো ব্যূহ- রচনা সাজ সে।
ইস ভাঁতি দুর্যোধন বচন কহনে লগে গুরুরাজ সে ॥ ১। ২॥

আচার্য মহতী সৈন্য সারী, পাণ্ডবোং কী দেখিয়ে।
তব শিষ্য বুধবর দ্রুপদ- সুত নে দল সভী ব্যূহিত কিয়ে ॥ ১। ৩॥

ভট ভীম অর্জুন সে অনেকোং শূর শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধরে ।
সাত্যিক দ্রুপদ যোদ্ধা বিরাট মহারথী রণবাঙ্কুরে ॥ ১। ৪॥

কাশী নৃপতি ভট ধৃষ্টকেতু ব চেকিতান নরেশ হৈং ।
শ্রী কুন্তিভোজ মহান পুরুজিত শৈব্য বীর বিশেষ হৈং ॥ ১। ৫॥

শ্রী উত্তমৌজা যুধামন্যু, পরাক্রমী বরবীর হৈং ।
সৌভদ্র, সারে দ্রৌপদেয়, মহারথী রণধীর হৈং ॥ ১। ৬॥

দ্বিজরাজ! জো অপনে কটক কে শ্রেষ্ঠ সেনাপতি সভী ।
সুন লীজিয়ে মৈং নাম উনকে ভী সুনাতা হূঁ অভী ॥ ১। ৭॥

হৈং আপ ফির শ্রীভীষ্ম, কর্ণ, অজেয় কৃপ রণধীর হৈং ।
ভূরিশ্রবা গুরুপুত্র ঔর বিকর্ণ সে বলবীর হৈং ॥ ১। ৮॥

রণ সাজ সারে নিপুণ শূর অনেক ঐসে বল ভরে ।
মেরে লিয়ে তয়্যার হৈং, জীবন হথেলী পর ধরে ॥ ১। ৯॥

শ্রী ভীষ্ম- রক্ষিত হৈ নহীং, পর্যাপ্ত অপনা দল বড়া ।
পর ভীম- রক্ষা মেং উধর, পর্যাপ্ত উনকা দল খড়া ॥ ১। ১০॥

ইস হেতু নিজ- নিজ মোরচোং পর, বীর পূরা বল ধরেং ।
সব ওর চারোং ছোর সে, রক্ষা পিতামহ কী করেং ॥ ১। ১১॥

কুরুকুল- পিতামহ তব নৃপতি- মন মোদ সে ভরনে লগে ।
কর বিকট গর্জন সিংহ- সী, নিজ শঙ্খ- ধ্বনি করনে লগে ॥ ১। ১২॥

ফির শঙ্খ ভেরী ঢোল আনক গোমুখে চহুঁ ওর সে ।
সব যুদ্ধ বাজে এক দম বজনে লগে ধ্বনি ঘোর সে ॥ ১। ১৩॥

তব কৃষ্ণ অর্জুন শ্বেত ঘোড়োং সে সজে রথ পর চঢ়ে ।
নিজ দিব্য শঙ্খোং কো বজাতে বীরবর আগে বঢ়ে ॥ ১। ১৪॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন ' পাঞ্চজন্য' ব ' দেবদত্ত' গুঞ্জা উঠে ।
ফির ভীমকর্মা ভীম ' পৌণ্ড্র' নিনাদ করনে মেং জুটে ॥ ১। ১৫॥

করনে লগে ধ্বনি নৃপ যুধিষ্ঠির, নিজ ' অনন্তবিজয়' লিয়ে ।
গুঞ্জিত নকুল সহদেব নে সু- ' সুঘোষ' ' মণিপুষ্পক' কিয়ে ॥ ১। ১৬॥

কাশীনরেশ বিশাল ধনুধারী, শিখণ্ডী বীর ভী ।
ভট ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, সাত্যকি, শ্রেষ্ঠ যোধাগণ সভী । ১। ১৭॥

সব দ্রৌপদী কে সুত, দ্রুপদ, সৌভদ্র বল ভরনে লগে ।
চহুঁ ওর রাজন্! বীর নিজ- নিজ শঙ্খ- ধ্বনি করনে লগে ॥ ১। ১৮॥

বহ ঘোর শব্দ বিদীর্ণ সব কৌরব- হৃদয় করনে লগা ।
চহুঁ ওর গূঞ্জ বসুন্ধরা আকাশ মেং ভরনে লগা ॥ ১। ১৯॥

সব কৌরবোং কো দেখ রণ কা সাজ সব পূরা কিয়ে ।
শস্ত্রাদি চলনে কে সময় অর্জুন কপিধ্বজ ধনু লিয়ে ॥ ১। ২০॥

শ্রীকৃষ্ণ সে কহনে লগে আগে বঢ়া রথ লীজিয়ে ।
দোনোং দলোং কে বীচ মেং অচ্যুত! খড়া কর দীজিয়ে ॥ ১। ২১॥

করলূং নিরীক্ষণ যুদ্ধ মেং জো জো জুড়ে রণধীর হৈং ।
ইস যুদ্ধ মেং মাধব! মুঝে জিন পর চলনে তীর হৈং ॥ ১। ২২॥

মৈং দেখ লূং রণ হেতু জো আয়ে যহাঁ বলবান্ হৈং ।
জো চাহতে দুর্বুদ্ধি দুর্যোধন- কুমতি- কল্যাণ হৈং ॥ ১। ২৩॥

সঞ্জয় নে কহা - -
শ্রীকৃষ্ণ নে জব গুডাকেশ- বিচার, ভারত! সুন লিয়া ।
দোনোং দলোং কে বীচ মেং জাকর খড়া রথ কো কিয়া ॥ ১। ২৪॥

রাজা, রথী, শ্রীভীষ্ম, দ্রোণাচার্য কে জা সামনে ।
লো দেখলো! কৌরব কটক, অর্জুন! কহা ভগবান্ নে ॥ ১। ২৫॥

তব পার্থ নে দেখা বহাঁ, সব হৈং স্বজন বূঢ়ে বড়ে ।
আচার্য ভাঈ পুত্র মামা, পৌত্র প্রিয়জন হৈং খড়ে ॥ ১। ২৬॥

স্নেহী সসুর দেখে খড়ে, কৌন্তেয় নে দেখা জহাঁ ।
দোনোং দলোং মেং দেখকর, প্রিয় বন্ধু বান্ধব হো বহাঁ ॥ ১। ২৭॥

কহনে লগে ইস ভাঁতি তব, হোকর কৃপাযুত খিন্ন সে ।
হে কৃষ্ণ! রণ মেং দেখকর, একত্র মিত্র অভিন্ন- সে ॥ ১। ২৮॥

হোতে শিথিল হৈং অঙ্গ সারে, সূখ মেরা মুখ রহা ।
তন কাঁপতা থর- থর তথা রোমাঞ্চ হোতা হৈ মহা ॥ ১। ২৯॥

গাণ্ডীব গিরতা হাথ সে, জলতা সমস্ত শরীর হৈ ।
মৈং রহ নহীং পাতা খড়া, মন ভ্রমিত ঔর অধীর হৈ ॥ ১। ৩০॥

কেশব! সভী বিপরীত লক্ষণ দিখ রহে, মন ম্লান হৈ ।
রণ মেং স্বজন সব মারকর, দিখতা নহীং কল্যাণ হৈ ॥ ১। ৩১॥

ইচ্ছা নহীং জয় রাজ্য কী হৈ, ব্যর্থ হী সুখ ভোগ হৈ ।
গোবিন্দ! জীবন রাজ্য- সুখ কা ক্যা হমেং উপয়োগ হৈ ॥ ১। ৩২॥

জিনকে লিয়ে সুখ- ভোগ সম্পতি রাজ্য কী ইচ্ছা রহী ।
লড়নে খড়ে হৈং আশ তজ ধন ঔর জীবন কী বহী ॥ ১। ৩৩॥

আচার্যগণ, মামা, পিতামহ, সুত, সভী বূঢ়ে বড়ে ।
সালে, সসুর, স্নেহী, সভী প্রিয় পৌত্র সম্বন্ধী খড়ে ॥ ১। ৩৪॥

ক্যা ভূমি, মধুসূদন! মিলে ত্রৈলোক্য কা যদি রাজ্য ভী ।
বে মারলেং পর শস্ত্র মৈং উন পর ন ছোড়ূঁগা কভী ॥ ১। ৩৫॥

ইনকো জনার্দন মারকর হোগা হমেং সন্তাপ হী ।
হৈং আততায়ী মারনে সে পর লগেগা পাপ হী ॥ ১। ৩৬॥

মাধব! উচিত বধ হৈ ন ইনকা বন্ধু হৈং অপনে সভী ।
নিজ বন্ধুওং কো মারকর ক্যা হম সুখী হোঙ্গে কভী ॥ ১। ৩৭॥

মতি মন্দ উনকী লোভ সে, দিখতা ন উনকো আপ হৈ ।
কুল- নাশ সে ক্যা দোষ, প্রিয়- জন- দ্রোহ সে ক্যা পাপ হৈ ॥ ১। ৩৮॥

কুল- নাশ দোষোং কা জনার্দন! জব হমেং সব জ্ঞান হৈ ।
ফির ক্যোং ন ঐসে পাপ সে বচনা ভলা ভগবান হৈ ॥ ১। ৩৯॥

কুল নষ্ট হোতে ভ্রষ্ট হোতা কুল- সনাতন- ধর্ম হৈ ।
জব ধর্ম জাতা আ দবাতা পাপ ঔর অধর্ম হৈ ॥ ১। ৪০॥

জব বৃদ্ধি হোতী পাপ কী কুল কী বিগড়তী নারিয়াঁ ।
হে কৃষ্ণ! ফলতী ফূলতী তব বর্ণসঙ্কর ক্যারিয়াঁ ॥ ১। ৪১॥

কুলঘাতকী কো ঔর কুল কো যে গিরাতে পাপ মেং ।
হোতা ন তর্পণ পিণ্ড যোং পড়তে পিতর সন্তাপ মেং ॥ ১। ৪২॥

কুলঘাতকোং কে বর্ণসঙ্কর- কারকী ইস পাপ সে ।
সারে সনাতন, জাতি, কুল কে ধর্ম মিটতে আপ সে ॥ ১। ৪৩॥

ইস ভাঁতি সে কুল- ধর্ম জিনকে কৃষ্ণ হোতে ভ্রষ্ট হৈং ।
কহতে সুনা হৈ বে সদা পাতে নরক মেং কষ্ট হৈং ॥ ১। ৪৪॥

হম রাজ্য সুখ কে লোভ সে হা! পাপ যহ নিশ্চয় কিয়ে ।
উদ্যত হুএ সম্বন্ধিয়োং কে প্রাণ লেনে কে লিয়ে ॥ ১। ৪৫॥

যহ ঠীক হো যদি শস্ত্র লে মারেং মুঝে কৌরব সভী ।
নিঃশস্ত্র হো মৈং ছোড় দূঁ করনা সভী প্রতিকার ভী ॥ ১। ৪৬॥

সঞ্জয় নে কহা - -
রণভূমি মেং ইস ভাঁতি কহকর পার্থ ধনু- শর ছোড়কে ।
অতি শোক সে ব্যাকুল হুএ বৈঠে বহীঁ মুখ মোড়কে ॥ ১। ৪৭॥

পহলা অধ্যায় সমাপ্ত হুআ ॥ ১॥

হরিগীতা অধ্যায় ২

দূসরা অধ্যায়

সঞ্জয় নে কহা - -
ঐসে কৃপায়ুত অশ্রুপূরিত দুঃখ সে দহতে হুএ ।
কৌন্তেয় সে ইস ভান্তি মধুসূদন বচন কহতে হুএ॥ ২। ১॥

শ্রীভগবান্ নে কহা - -
অর্জুন! তুম্হেং সঙ্কট- সময় মেং ক্যোং হুআ অজ্ঞান হৈ ।
যহ আর্য- অনুচিত ঔর নাশক স্বর্গ, সুখ, সম্মান হৈ ॥ ২। ২॥

অনুচিত নপুংসকতা তুম্হেং হে পার্থ! ইসমেং মত পড়ো ।
যহ ক্ষুদ্র কায়রতা পরন্তপ! ছোড় কর আগে বঢ়ো ॥ ২। ৩॥

অর্জুন নে কহা - -
কিস ভাঁতি মধুসূদন! সমর মেং ভীষ্ম দ্রোণাচার্য পর ।
মৈং বাণ অরিসূদন চলাঊঁ বে হমারে পূজ্যবর ॥ ২। ৪॥

ভগবন্! মহাত্মা গুরুজনোং কা মারনা ন যথেষ্ট হৈ ।
ইসসে জগৎ মেং মাঙ্গ ভিক্ষা পেট- পালন শ্রেষ্ঠ হৈ ॥ ২। ৫॥

ইন গুরুজনোং কো মার কর, জো অর্থলোলুপ হৈং বনে ॥।

উনকে রুধির সে হী সনে, সুখ- ভোগ হোঙ্গে ভোগনে ॥ ২। ৫॥

জীতে উন্হেং হম যা হমেং বে, যহ ন হমকো জ্ঞাত হৈ ।
যহ ভী নহীং হম জানতে, হিতকর হমেং ক্যা বাত হৈ ॥ ২। ৬॥

জীবিত ন রহনা চাহতে হম, মার কর রণ মেং জিন্হেং ॥।

ধৃতরাষ্ট্র- সুত কৌরব বহী, লড়নে খড়ে হৈং সামনে ॥॥ ২। ৬॥

কায়রপনে সে হো গয়া সব নষ্ট সত্য- স্বভাব হৈ ।
মোহিত হুঈ মতি নে ভুলায়া ধর্ম কা ভী ভাব হৈ ॥
আয়া শরণ হূঁ আপকী মৈং শিষ্য শিক্ষা দীজিয়ে ॥

নিশ্চিত কহো কল্যাণকারী কর্ম ক্যা মেরে লিয়ে ॥ ২। ৭॥

ধন- ধান্য- শালী রাজ্য নিষ্কণ্টক মিলে সংসার মেং ।
স্বামিত্ব সারে দেবতাওং কা মিলে বিস্তার মেং ॥
কোঈ কহীং সাধন মুঝে ফির ভী নহীং দিখতা অহো ॥

জিসসে কি ইন্দ্রিয়- তাপকারী শোক সারা দূর হো ॥ ২। ৮॥

সঞ্জয় নে কহা - -
ইস ভাঁতি কহকর কৃষ্ণ সে, রাজন! ' লড়ূঙ্গা মৈং নহীং' ।
ঐসে বচন কহ গুডাকেশ অবাচ্য হো বৈঠে বহীং ॥ ২। ৯॥

উস পার্থ সে, রণ- ভূমি মেং জো, দুঃখ সে দহনে লগে ।

হঁসতে হুএ সে হৃষীকেশ তুরন্ত যোং কহনে লগে ॥ ২। ১০॥

শ্রীভগবান্ নে কহা - -
নিঃশোচ্য কা কর শোক কহতা বাত প্রজ্ঞাবাদ কী।
জীতে মরে কা শোক জ্ঞানীজন নহীং করতে কভী ॥ ২। ১১॥

মৈং ঔর তূ রাজা সভী দেখো কভী ক্যা থে নহীং।
যহ ভী অসম্ভব হম সভী অব ফির নহীং হোঙ্গে কহীং ॥ ২। ১২॥

জ্যোং বালপন, যৌবন জরা ইস দেহ মেং আতে সভী।
ত্যোং জীব পাতা দেহ ঔর, ন ধীর মোহিত হোং কভী ॥ ২। ১৩॥

শীতোষ্ণ যা সুখ- দুঃখ- প্রদ কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয়- ভোগ হৈং।
আতে ব জাতে হৈং সহো সব নাশবত সংযোগ হৈং ॥ ২। ১৪॥

নর শ্রেষ্ঠ! বহ নর শ্রেষ্ঠ হৈ ইনসে ব্যথা জিসকো নহীং।
বহ মোক্ষ পানে যোগ্য হৈ সুখ দুখ জিসে সম সব কহীং ॥ ২। ১৫॥

জো হৈ অসৎ রহতা নহীং, সৎ কা ন কিন্তু অভাব হৈ।
লখি অন্ত ইনকা জ্ঞানিয়োং নে যোং কিয়া ঠহরাব হৈ ॥ ২। ১৬॥

যহ যাদ রখ অবিনাশি হৈ জিসনে কিয়া জগ ব্যাপ হৈ।
অবিনাশি কা নাশক নহীং কোঈ কহীং পর্যাপ হৈ ॥ ২। ১৭॥

ইস দেহ মেং আত্মা অচিন্ত্য সদৈব অবিনাশী অমর।
পর দেহ উসকী নষ্ট হোতী অস্তু অর্জুন! যুদ্ধ কর ॥ ২। ১৮॥

হৈ জীব মরনে মারনেবালা যহী জো মানতে।
যহ মারতা মরতা নহীং দোনোং ন বে জন জানতে ॥ ২। ১৯॥

মরতা ন লেতা জন্ম, অব হৈ, ফির যহীং হোগা কহীং।
শাশ্বত, পুরাতন, অজ, অমর, তন বধ কিয়ে মরতা নহীং ॥ ২। ২০॥

অব্যয অজন্মা নিত্য অবিনাশী ইসে জো জানতা।
কৈসে কিসী কা বধ করাতা ঔর করতা হৈ বতা ॥ ২। ২১॥

জৈসে পুরানে ত্যাগ কর নর বস্ত্র নব বদলেং সভী।
যোং জীর্ণ তন কো ত্যাগ নূতন দেহ ধরতা জীব ভী ॥ ২। ২২॥

আত্মা ন কটতা শস্ত্র সে হৈ, আগ সে জলতা নহীং।
সূখে ন আত্মা বায়ু সে, জল সে কভী গলতা নহীং ॥ ২। ২৩॥

ছিদনে ন জলনে ঔর গলনে সূখনেবালা কভী।
যহ নিত্য নিশ্চল, থির, সনাতন ঔর হৈ সর্বত্র ভী ॥ ২। ২৪॥

ইন্দ্রিয় পহুঁচ সে হৈ পরে, মন- চিন্তনা সে দূর হৈ।
অবিকার ইসকো জান, দুখ মেং ব্যর্থ রহনা চূর হৈ ॥ ২। ২৫॥

যদি মানতে হো নিত্য মরতা, জন্মতা রহতা যহীং।
তো ভী মহাবাহো! উচিত ঐসী কভী চিন্তা নহীং ॥ ২। ২৬॥

জন্মে হুএ মরতে, মরে নিশ্চয় জনম লেতে কহীং।
ঐসী অটল জো বাত হৈ উসকী উচিত চিন্তা নহীং ॥ ২। ২৭॥

অব্যক্ত প্রাণী আদি মেং হৈং মধ্য মেং দিখতে সভী।
ফির অন্ত মেং অব্যক্ত, ক্যা ইসকী উচিত চিন্তা কভী ॥ ২। ২৮॥

কুছ দেখতে আশ্চর্য সে, আশ্চর্যবত কহতে কহীং।
কোঈ সুনে আশ্চর্যবত, পহিচানতা ফির ভী নহীং ॥ ২। ২৯॥

সারে শরীরোং মেং অবধ আত্মা ন বধ হোতা কিয়ে।
ফির প্রাণিয়োং কা শোক যোং তুমকো ন করনা চাহিয়ে ॥ ২। ৩০॥

ফির দেখকর নিজ ধর্ম, হিম্মত হারনা অপকর্ম হৈ।
ইস ধর্ম- রণ সে বঢ় ন ক্ষত্রিয় কা কহীং কুছ ধর্ম হৈ ॥ ২। ৩১॥

রণ স্বর্গরূপী দ্বার দেখো খুল রহা হৈ আপ সে।
যহ প্রাপ্ত হোতা ক্ষত্রিয়োং কো যুদ্ধ ভাগ্য- প্রতাপ সে ॥ ২। ৩২॥

তুম ধর্ম কে অনুকূল রণ সে জো হটে পীছে কভী।
নিজ ধর্ম খো অপকীর্তি লোগে ঔর লোগে পাপ ভী ॥ ২। ৩৩॥

অপকীর্তি গায়েঙ্গে সভী ফির ইস অমিট অপমান সে।
অপকীর্তি, সম্মানিত পুরুষ কো অধিক প্রাণ- পয়ান সে ॥ ২। ৩৪॥

' রণ ছোড়কর ডর সে ভগা অর্জুন' কহেঙ্গে সব যহী।
সম্মান করতে বীরবর জো, তুচ্ছ জানেঙ্গে বহী ॥ ২। ৩৫॥

কহনে ন কহনে কী খরী খোটী কহেঙ্গে রিপু সভী।
সামর্থ্য- নিন্দা সে ঘনা দুখ ঔর ক্যা হোগা কভী ॥ ২। ৩৬॥

জীতে রহে তো রাজ্য লোগে, মর গয়ে তো স্বর্গ মেং।
ইস ভাঁতি নিশ্চয় যুদ্ধ কা করকে উঠো অরিবর্গ মেং। ২। ৩৭॥

জয়- হার, লাভালাভ, সুখ- দুখ সম সমঝকর সব কহীং।
ফির যুদ্ধ কর তুঝকো ধনুর্ধর! পাপ যোং হোগা নহীং। ২। ৩৮॥

হৈ সাঙ্খ্য কা যহ জ্ঞান অব সুন যোগ কা শুভ জ্ঞান ভী।
হো যুক্ত জিসসে কর্ম- বন্ধন পার্থ ছুটেঙ্গে সভী ॥ ২। ৩৯॥

আরম্ভ ইসমেং হৈ অমিট যহ বিঘ্ন বাধা সে পরে।
ইস ধর্ম কা পালন তনিক ভী সর্ব সঙ্কট কো হরে ॥ ২। ৪০॥

ইস মার্গ মেং নিত নিশ্চয়াত্মক- বুদ্ধি অর্জুন এক হৈ।
বহু বুদ্ধিয়াঁ বহু ভেদ- যুত উনকী জিন্হেহং অবিবেক হৈ ॥ ২। ৪১॥

জো বেদবাদী, কামনাপ্রিয়, স্বর্গইচ্ছুক, মূঢ় হৈং।
' অতিরিক্ত ইসকে কুছ নহীং' বাতেং বঢ়াকর যোং কহেং ॥ ২। ৪২॥

নানা ক্রিয়া বিস্তারয়ুত, সুখ- ভোগ কে হিত সর্বদা।
জিস জন্মরূপী কর্ম- ফল- প্রদ বাত কো কহতে সদা ॥ ২। ৪৩॥

উস বাত সে মোহিত হুএ জো ভোগ- বৈভব- রত সভী।
ব্যবসায় বুদ্ধি ন পার্থ! উনকী হো সমাধিস্থিত কভী ॥ ২। ৪৪॥

হৈং বেদ ত্রিগুণোং কে বিষয়, তুম গুণাতীত মহান হো!
তজ যোগ ক্ষেম ব দ্বন্দ্ব নিত সত্বস্থ আত্মাবান্ হো ॥ ২। ৪৫॥

সব ওর করকে প্রাপ্ত জল, জিতনা প্রয়োজন কূপ কা।
উতনা প্রয়োজন বেদ সে, বিদ্বান ব্রাহ্মণ কা সদা ॥ ২। ৪৬॥

অধিকার কেবল কর্ম করনে কা, নহীং ফল মেং কভী।
হোনা ন তূ ফল- হেতু ভী, মত ছোড় দেনা কর্ম ভী ॥ ২। ৪৭॥

আসক্তি সব তজ সিদ্ধি ঔর অসিদ্ধি মান সমান হী।
যোগস্থ হোকর কর্ম কর, হৈ যোগ সমতা- জ্ঞান হী ॥ ২। ৪৮॥

ইস বুদ্ধিয়োগ মহান সে সব কর্ম অতিশয় হীন হৈং।
ইস বুদ্ধি কী অর্জুন! শরণ লো চাহতে ফল দীন হৈং ॥ ২। ৪৯॥

জো বুদ্ধি- যুত হৈ পাপ- পুণ্যোং মেং ন পড়তা হৈ কভী।
বন যোগ- যুত, হৈ যোগ হী যহ কর্ম মেং কৌশল সভী ॥ ২। ৫০॥

নিত বুদ্ধি- যুত হো কর্ম কে ফল ত্যাগতে মতিমান হৈং।
বে জন্ম- বন্ধন তোড় পদ পাতে সদৈব মহান হৈং ॥ ২। ৫১॥

ইস মোহ কে গন্দলে সলিল সে পার মতি হোগী জভী।
বৈরাগ্য হোগা সব বিষয় মেং জো সুনা সুননা অভী ॥ ২। ৫২॥

শ্রুতি- ভ্রান্ত বুদ্ধি সমাধি মেং নিশ্চল অচল হোগী জভী।
হে পার্থ! যোগ সমত্ব হোগা প্রাপ্ত যহ তুঝকো তভী ॥ ২। ৫৩॥

অর্জুন নে কহা - -
কেশব! কিসে দৃঢ়- প্রজ্ঞজন অথবা সমাধিস্থিত কহেং।
থির- বুদ্ধি কৈসে বোলতে, বৈঠেং, চলেং, কৈসে রহেং ॥ ২। ৫৪॥

শ্রীভগবান্ নে কহা - -
হে পার্থ! মন কী কামনা জব ছোড়তা হৈ জন সভী।
হো আপ আপে মেং মগন দৃঢ়- প্রজ্ঞ হোতা হৈ তভী ॥ ২। ৫৫॥

সুখ মেং ন চাহ, ন খেদ জো দুখ মেং কভী অনুভব করে।
থির- বুদ্ধি বহ মুনি, রাগ এবং ক্রোধ ভয় সে জো পরে ॥ ২। ৫৬॥

শুভ যা অশুভ জো ভী মিলে উসমেং ন হর্ষ ন দ্বেষ হী।

নিঃস্নেহ জো সর্বত্র হৈ, থির- বুদ্ধি হোতা হৈ বহী ॥ ২। ৫৭॥

হে পার্থ! জ্যোং কছুআ সমেতে অঙ্গ চারোং ছোর সে।
থির- বুদ্ধি জব যোং ইন্দ্রিয়াঁ সিমটেং বিষয় কী ওর সে ॥ ২। ৫৮॥

হোতে বিষয় সব দূর হৈং আহার জব জন ত্যাগতা।
রস কিন্তু রহতা, ব্রহ্ম কো কর প্রাপ্ত বহ ভী ভাগতা ॥ ২। ৫৯॥

কৌন্তেয়! করতে যত্ন ইন্দ্রিয়- দমন হিত বিদ্বান্ হৈং।
মন কিন্তু বল সে খৈঞ্চ লেতী ইন্দ্রিয়াঁ বলবান হৈং ॥ ২। ৬০॥

উন ইন্দ্রিয়োং কো রোক, বৈঠে যোগযুত মৎপর হুআ।
আধীন জিসকে ইন্দ্রিয়াঁ, দৃঢ়প্রজ্ঞ বহ নিত নর হুআ ॥ ২। ৬১॥

চিন্তন বিষয় কা, সঙ্গ বিষয়োং মেং বঢ়াতা হৈ তভী।
ফির সঙ্গ সে হো কামনা, হো কামনা সে ক্রোধ ভী ॥ ২। ৬২॥

ফির ক্রোধ সে হৈ মোহ, সুধি কো মোহ করতা ভ্রষ্ট হৈ।
যহ সুধি গএ ফির বুদ্ধি বিনশে, বুদ্ধি- বিনশে নষ্ট হৈ ॥ ২। ৬৩॥

পর রাগ- দ্বেষ- বিহীন সারী ইন্দ্রিয়াঁ আধীন কর।
ফির ভোগ করকে ভী বিষয়, রহতা সদৈব প্রসন্ন নর ॥ ২। ৬৪॥

পাকর প্রসাদ পবিত্র জন কে, দুঃখ কট জাতে সভী।
জব চিত্ত নিত্য প্রসন্ন রহতা, বুদ্ধি দৃঢ় হোতী তভী ॥ ২। ৬৫॥

রহকর অয়ুক্ত ন বুদ্ধি উত্তম ভাবনা হোতী কহীং।
বিন ভাবনা নহিং শান্তি ঔর অশান্তি মেং সুখ হৈ নহীং ॥ ২। ৬৬॥

সব বিষয় বিচরিত ইন্দ্রিয়োং মেং, সাথ মন জিসকে রহে।
বহ বুদ্ধি হর লেতী, পবন সে নাব জ্যোং জল মেং বহে ॥ ২। ৬৭॥

চহুঁ ওর সে ইন্দ্রিয়- বিষয় সে, ইন্দ্রিয়াঁ জব দূর হী।
রহতী হটীং জিসকী সদা, দৃঢ়- প্রজ্ঞ হোতা হৈ বহী ॥ ২। ৬৮॥

সব কী নিশা তব জাগতা যোগী পুরুষ হে তাত! হৈ।
জিসমেং সভী জন জাগতে, জ্ঞানী পুরুষ কী রাত হৈ ॥ ২। ৬৯॥

সব ওর সে পরিপূর্ণ জলনিধি মেং সলিল জৈসে সদা।
আকর সমাতা, কিন্তু অবিচল সিন্ধু রহতা সর্বদা ॥
ইস ভাঁতি হী জিসমেং বিষয় জাকর সমা জাতে সভী।
বহ শান্তি পাতা হৈ, ন পাতা কাম- কামী জন কভী ॥ ২। ৭০॥

সব ত্যাগ ইচ্ছা কামনা, জো জন বিচরতা নিত্য হী।
মদ ঔর মমতা হীন হোকর, শান্তি পাতা হৈ বহী ॥ ২। ৭১॥

যহ পার্থ! ব্রাহ্মীস্থিতি ইসে পা নর ন মোহিত হো কভী।
নির্বাণ পদ হো প্রাপ্ত ইসমেং ঠৈর অন্তিম কাল ভী ॥ ২। ৭২॥

দূসরা অধ্যায় সমাপ্ত হুআ ॥ ২॥

হরিগীতা অধ্যায় ৩

তীসরা অধ্যায়

অর্জুন নে কহা - -
যদি হে জনার্দন! কর্ম সে তুম বুদ্ধি কহতে শ্রেষ্ঠ হো ।
তো ফির ভয়ঙ্কর কর্ম মেং মুঝকো লগাতে ক্যোং কহো ॥ ৩। ১॥

উলঝন ভরে কহ বাক্য, ভ্রম- সা ডালতে ভগবান্ হো ।
বহ বাত নিশ্চয় কর কহো জিসসে মুঝে কল্যাণ হো ॥ ৩। ২॥

শ্রীভগবান্ নে কহা - -
পহলে কহী দো ভাঁতি নিষ্ঠা, জ্ঞানিয়োং কী জ্ঞান সে ।
ফির যোগিয়োং কী যোগ- নিষ্ঠা, কর্মযোগ বিধান সে ॥ ৩। ৩॥

আরম্ভ বিন হী কর্ম কে নিষ্কর্ম হো জাতে নহীং ।
সব কর্ম হী কে ত্যাগ সে ভী সিদ্ধি জন পাতে নহীং ॥ ৩। ৪॥

বিন কর্ম রহ পাতা নহীং কোঈ পুরুষ পল ভর কভী ।
হো প্রকৃতি- গুণ আধীন করনে কর্ম পড়তে হৈং সভী ॥ ৩। ৫॥

কর্মেন্দ্রিয়োং কো রোক জো মন সে বিষয়- চিন্তন করে ।
বহ মূঢ় পাখণ্ডী কহাতা দম্ভ নিজ মন মেং ভরে ॥ ৩। ৬॥

জো রোক মন সে ইন্দ্রিয়াঁ আসক্তি বিন হো নিত্য হী ।
কর্মেন্দ্রিয়োং সে কর্ম করতা শ্রেষ্ঠ জন অর্জুন! বহী ॥ ৩। ৭॥

বিন কর্ম সে নিত শ্রেষ্ঠ নিয়মিত- কর্ম করনা ধর্ম হৈ ।
বিন কর্ম কে তন ভী ন সধতা কর নিয়ত জো কর্ম হৈ ॥ ৩। ৮॥

তজ যজ্ঞ কে শুভ কর্ম, সারে কর্ম বন্ধন পার্থ! হৈং ।
অতএব তজ আসক্তি সব কর কর্ম জো যজ্ঞার্থ হৈং ॥ ৩। ৯॥

বিধি নে প্রজা কে সাথ পহলে যজ্ঞ কো রচ কে কহা ।
পূরে করে যহ সব মনোরথ, বৃদ্ধি হো ইসসে মহা ॥ ৩। ১০॥

মখ সে করো তুম তুষ্ট সুরগণ, বে করেং তুমকো সদা ।
ঐসে পরস্পর তুষ্ট হো, কল্যাণ পাও সর্বদা ॥ ৩। ১১॥

মখ তৃপ্ত হো সুর কামনা পূরী করেঙ্গে নিত্য হী।
উনকা দিয়া উনকো ন দে, জো ভোগতা তস্কর বহী ॥ ৩। ১২॥

জো যজ্ঞ মেং দে ভাগ খাতে পাপ সে ছুট কর তরেং।
তন হেতু জো পাপী পকাতে পাপ বে ভক্ষণ করেং ॥ ৩। ১৩॥

সম্পূর্ণ প্রাণী অন্ন সে হৈং, অন্ন হোতা বৃষ্টি সে।
যহ বৃষ্টি হোতী যজ্ঞ সে, জো কর্ম কী শুভ সৃষ্টি সে ॥ ৩। ১৪॥

ফির কর্ম হোতে ব্রহ্ম সে হৈং, ব্রহ্ম অক্ষর সে কহা।
যোং যজ্ঞ মেং সর্বত্র- ব্যাপী ব্রহ্ম নিত হী রম রহা ॥ ৩। ১৫॥

চলতা ন জো ইস ভাঁতি চলতে চক্র কে অনুসার হৈ।
পাপায়ু ইন্দ্রিয়লম্পটী বহ ব্যর্থ হী ভূ- ভার হৈ ॥ ৩। ১৬॥

জো আত্মরত রহতা নিরন্তর, আত্ম- তৃপ্ত বিশেষ হৈ।
সন্তুষ্ট আত্মা মেং, উসে করনা নহীং কুছ শেষ হৈ ॥ ৩। ১৭॥

উসকো ন কোঈ লাভ হৈ করনে ন করনে সে কহীং।
হে পার্থ! প্রাণীমাত্র সে উসকো প্রয়োজন হৈ নহীং ॥ ৩। ১৮॥

অতএব তজ আসক্তি, কর কর্তব্য কর্ম সদৈব হী।
যোং কর্ম জো করতা পরম পদ প্রাপ্ত করতা হৈ বহী ॥ ৩। ১৯॥

জনকাদি নে ভী সিদ্ধি পাঈ কর্ম ঐসে হী কিয়ে।
ফির লোকসংগ্রহ দেখ কর ভী কর্ম করনা চাহিয়ে ॥ ৩। ২০॥

জো কার্য করতা শ্রেষ্ঠ জন করতে বহী হৈং ঔর ভী।
উসকে প্রমাণিত- পন্থ পর হী পৈর ধরতে হৈং সভী ॥ ৩। ২১॥

অপ্রাপ্ত মুঝকো কুছ নহীং, জো প্রাপ্ত করনা হো অভী।
ত্রৈলোক্য মেং করনা ন কুছ, পর কর্ম করতা মৈং সভী ॥ ৩। ২২॥

আলস্য তজকে পার্থ! মৈং যদি কর্ম মেং বরতূঁ নহীং।
সব ভাঁতি মেরা অনুকরণ হী নর করেঙ্গে সব কহীং ॥ ৩। ২৩॥

যদি ছোড় দূঁ মৈং কর্ম করনা, লোক সারা ভ্রষ্ট হো।
মৈং সর্ব সঙ্কর কা বনূঁ কর্তা, সভী জগ নষ্ট হো ॥ ৩। ২৪॥

জ্যোং মূঢ় মানব কর্ম করতে নিত্য কর্মাসক্ত হো।
যোং লোকসংগ্রহ- হেতু করতা কর্ম, বিজ্ঞ বিরক্ত হো ॥ ৩। ২৫॥

জ্ঞানী ন ডালে ভেদ কর্মাসক্ত কী মতি মেং কভী।
বহ যোগ- যুত হো কর্ম কর, উনসে করায়ে ফির সভী ॥ ৩। ২৬॥

হোতে প্রকৃতি কে হী গুণোং সে সর্ব কর্ম বিধান সে।
মৈং কর্ম করতা, মূঢ়- মানব মানতা অভিমান সে ॥ ৩। ২৭॥

গুণ ঔর কর্ম বিভাগ কে সব তত্ত্ব জো জন জানতা ।
হোতা ন বহ আসক্ত গুণ কা খেল গুণ মেং মানতা ॥ ৩। ২৮॥

গুণ কর্ম মেং আসক্ত হোতে প্রকৃতিগুণ মোহিত সভী ।
উন মন্দ মূঢ়োং কো করে বিচলিত ন জ্ঞানী জন কভী ॥ ৩। ২৯॥

অধ্যাত্ম- মতি সে কর্ম অর্পণ কর মুঝে আগে বঢ়ো ।
ফল- আশ মমতা ছোড়কর নিশ্চিন্ত হোকর ফির লড়ো ॥ ৩। ৩০॥

জো দোষ- বুদ্ধি বিহীন মানব নিত্য শ্রদ্ধায়ুক্ত হৈং ।
মেরে সুমত অনুসার করকে কর্ম বে নর মুক্ত হৈং ॥ ৩। ৩১॥

জো দোষ- দর্শী মূঢ়মতি মত মানতে মেরা নহীং ।
বে সর্বজ্ঞান- বিমূঢ় নর নিত নষ্ট জানোং সব কহীং ॥ ৩। ৩২॥

বর্তে সদা অপনী প্রকৃতি অনুসার জ্ঞান- নিধান ভী ।
নিগ্রহ করেগা ক্যা, প্রকৃতি অনুসার হৈং প্রাণী সভী ॥ ৩। ৩৩॥

অপনে বিষয় মেং ইন্দ্রিয়োং কো রাগ ভী হৈ দ্বেষ ভী ।
যে শত্রু হৈং, বশ মেং ন ইনকে চাহিয়ে আনা কভী ॥ ৩। ৩৪॥

ঊঁচে সুলভ পর- ধর্ম সে নিজ বিগুণ ধর্ম মহান্ হৈ ।
পরধর্ম ভয়প্রদ, মৃত্যু ভী নিজ ধর্ম মেং কল্যাণ হৈ ॥ ৩। ৩৫॥

অর্জুন নে কহা - -
ভগবন্! কহো করনা নহীং নর চাহতা জব আপ হৈ ।
ফির কৌন বল সে খীঞ্চ কর উসসে করাতা পাপ হৈ ॥ ৩। ৩৬॥

শ্রীভগবান্ নে কহা - -
পৈদা রজোগুণ সে হুআ যহ কাম হী যহ ক্রোধ হী ।
পেটূ মহাপাপী করাতা পাপ হৈ বৈরী যহী ॥ ৩। ৩৭॥

জ্যোং গর্ভ ঝিল্লী সে, ধুএঁ সে আগ, শীশা ধূল সে ।
যোং কাম সে রহতা ঢকা হৈ, জ্ঞান ভী (আমূল) সে ॥ ৩। ৩৮॥

যহ কাম শত্রু মহান্, নিত্য অতৃপ্ত অগ্নি সমান হৈ ।
ইসসে ঢকা কৌন্তেয়! সারে জ্ঞানিয়োং কা জ্ঞান হৈ ॥ ৩। ৩৯॥

মন, ইন্দ্রিয়োং মেং, বুদ্ধি মেং যহ বাস বৈরী নিত করে ।
ইনকে সহারে জ্ঞান ঢক, জীবাত্ম কো মোহিত করে ॥ ৩। ৪০॥

ইন্দ্রিয়- দমন করকে করো ফির নাশ শত্রু মহান্ কা ।
পাপী সদা যহ নাশকারী জ্ঞান কা বিজ্ঞান কা ॥ ৩। ৪১॥

হৈং শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়োং সে পার্থ! মন মানো পরে ।
মন সে পরে ফির বুদ্ধি, আত্মা বুদ্ধি সে জানো পরে ॥ ৩। ৪২॥

যোং বুদ্ধি সে আত্মা পরে হৈ জান ইসকে জ্ঞান কো ।

মন বশ্য করকে জীত দুর্জয় কাম শত্রু মহান্ কো ॥ ৩। ৪৩॥

তীসরা অধ্যায় সমাপ্ত হুআ ॥ ৩॥

হরিগীতা অধ্যায় ৪

চৌথা অধ্যায়

শ্রীভগবান্ নে কহা - -
মৈংনে কহা থা সূর্য কে প্রতি যোগ যহ অব্যয মহা।
ফির সূর্য নে মনু সে কহা ইক্ষ্বাকু সে মনু নে কহা ॥ ৪। ১॥

যোং রাজঋষি পরিচিত হুএ সুপরম্পরাগত যোগ সে।
ইস লোক মেং বহ মিট গয়া বহু কাল কে সংয়োগ সে ॥ ৪। ২॥

মৈংনে সমঝকর যহ পুরাতন যোগ- শ্রেষ্ঠ রহস্য হৈ।
তুঝসে কহা সব ক্যোংকি তূ মম ভক্ত ঔর বয়স্য হৈ ॥ ৪। ৩॥

অর্জুন নে কহা - -
পৈদা হুএ থে সূর্য পহলে আপ জন্মে হৈং অভী।
মৈং মানলূং কৈসে কহা যহ আপনে উনসে কভী ॥ ৪। ৪॥

শ্রীভগবান্ নে কহা - -
মৈং ঔর তূ অর্জুন! অনেকোং বার জন্মে হৈং কহীং।
সব জানতা হূঁ মৈং পরন্তপ! জ্ঞান তুঝকো হৈ নহীং ॥ ৪। ৫॥

যদ্যপি অজন্মা, প্রাণিয়োং কা ঈশ মৈং অব্যয পরম্।
পর নিজ প্রকৃতি আধীন কর, লূং জন্ম মায়া সে স্বয়ম্ ॥ ৪। ৬॥

হে পার্থ! জব জব ধর্ম ঘটতা ঔর বঢ়তা পাপ হী।
তব তব প্রকট মৈং রূপ অপনা নিত্য করতা আপ হী ॥ ৪। ৭॥

সজ্জন জনোং কা ত্রাণ করনে দুষ্ট- জন- সংহার- হিত।
যুগ- যুগ প্রকট হোতা স্বয়ং মৈং, ধর্ম কে উদ্ধার হিত ॥ ৪। ৮॥

জো দিব্য মেরা জন্ম কর্ম রহস্য সে সব জান লে।
মুঝমেং মিলে তন ত্যাগ অর্জুন! ফির ন বহ জন জন্ম লে ॥ ৪। ৯॥

মন্ময় মমাশ্রিত জন হুএ ভয় ক্রোধ রাগ- বিহীন হৈং।
তপ যজ্ঞ সে হো শুদ্ধ বহু মুঝমেং হুএ লবলীন হৈং ॥ ৪। ১০॥

জিস ভাঁতি জো ভজতে মুঝে উস ভাঁতি দূং ফল- ভোগ ভী।

সব ওর সে হী বর্ততে মম মার্গ মেং মানব সভী ॥ ৪। ১১॥

ইস লোক মেং করতে ফলেচ্ছুক দেবতা- আরাধনা।
তৎকাল হোতী পূর্ণ উনকী কর্ম ফল কী সাধনা ॥ ৪। ১২॥

মৈংনে বনায়ে কর্ম গুণ কে ভেদ সে চহুঁ বর্ণ ভী।
কর্তা উন্হোং কা জান তূ, অব্যয অকর্তা মৈং সভী ॥ ৪। ১৩॥

ফল কী ন মুঝকো চাহ বঁধতা মৈং ন কর্মোং সে কহীং।
যোং জানতা হৈ জো মুঝে বহ কর্ম সে বঁধতা নহীং ॥ ৪। ১৪॥

যহ জান কর্ম মুমুক্ষপুরুষোং নে সদা পহলে কিয়ে।
প্রাচীন পূর্বজ- কৃত করো অব কর্ম তুম ইস হী লিয়ে ॥ ৪। ১৫॥

ক্যা কর্ম ঔর অকর্ম হৈ ভূলে যহী বিদ্বান্ ভী।
জো জান পাপোং সে ছুটো, বহ কর্ম কহতা হূঁ সভী ॥ ৪। ১৬॥

হে পার্থ! কর্ম অকর্ম ঔর বিকর্ম কা ক্যা জ্ঞান হৈ।
যহ জান লো সব, কর্ম কী গতি গহন ঔর মহান্ হৈ ॥ ৪। ১৭॥

জো কর্ম মেং দেখে অকর্ম, অকর্ম মেং ভী কর্ম হী।
হৈ যোগ- যুত জ্ঞানী বহী, সব কর্ম করতা হৈ বহী ॥ ৪। ১৮॥

জ্ঞানী উসে পণ্ডিত কহেং উদ্যোগ জিসকে হোং সভী।
ফল- বাসনা বিন, ভস্ম হোং জ্ঞানাগ্নি মেং সব কর্ম ভী ॥ ৪। ১৯॥

জো হৈ নিরাশ্রয় তৃপ্ত নিত, ফল কামনাএঁ তজ সভী।
বহ কর্ম সব করতা হুআ, কুছ ভী নহীং করতা কভী ॥ ৪। ২০॥

জো কামনা তজ, সর্বসঙ্গ্রহ ত্যাগ, মন বশ মেং করে।
কেবল করে জো কর্ম দৈহিক, পাপ সে হৈ বহ পরে ॥ ৪। ২১॥

বিন দ্বেষ দ্বন্দ্ব অসিদ্ধি সিদ্ধি সমান হৈং জিসকো সভী।
জো হৈ যদৃচ্ছা- লাভ- তৃপ্ত ন বদ্ধ বহ কর কর্ম ভী ॥ ৪। ২২॥

চিত জ্ঞান মেং জিনকা সদা জো মুক্ত সঙ্গ- বিহীন হোং।
যজ্ঞার্থ করতে কর্ম উনকে সর্ব কর্ম বিলীন হোং ॥ ৪। ২৩॥

মখ ব্রহ্ম সে, ব্রহ্মাগ্নি সে, হবি ব্রহ্ম, অর্পণ ব্রহ্ম হৈ।
সব কর্ম জিসকো ব্রহ্ম, করতা প্রাপ্ত বহ জন ব্রহ্ম হৈ ॥ ৪। ২৪॥

যোগী পুরুষ কুছ দৈব- যজ্ঞ উপাসনা মেং মন ধরেং।
ব্রহ্মাগ্নি মেং কুছ যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞ জ্ঞানী জন করেং ॥ ৪। ২৫॥

কুছ হোংমতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সংয়মোং কী আগ মেং।
ইন্দ্রিয়- অনল মেং কুছ বিষয় শব্দাদি আহুতি দে রমেং ॥ ৪। ২৬॥

কর আত্ম- সংয়মরূপ যোগানল প্রদীপ্ত সুজ্ঞান সে।

কুছ প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়োং কে কর্ম হোমেং ধ্যান সে ॥ ৪। ২৭॥

কুছ সংয়মী জন যজ্ঞ করতে যোগ, তপ সে, দান সে।
স্বাধ্যায় সে করতে যতী, কুছ যজ্ঞ করতে জ্ঞান সে ॥ ৪। ২৮॥

কুছ প্রাণ মেং হোমেং অপান ব প্রাণবায়ু অপান মেং।
কুছ রোক প্রাণ অপান প্রাণায়াম হী কে ধ্যান মেং ॥ ৪। ২৯॥

কুছ মিতাহারী হবন করতে, প্রাণ হী মেং প্রাণ হৈং।
ক্ষয় পাপ যজ্ঞোং সে কিয়ে, যে যজ্ঞ- বিজ্ঞ মহান্ হৈং ॥ ৪। ৩০॥

জো যজ্ঞ কা অবশেষ খাতে, ব্রহ্ম কো পাতে সভী।
পরলোক তো ক্যা, যজ্ঞ- ত্যাগী কো নহীং যহ লোক ভী। ৪। ৩১॥

বহু ভাঁতি সে যোং ব্রহ্ম- মুখ মেং যজ্ঞ কা বিস্তার হৈ।
হোতে সভী হৈং কর্ম সে, যহ জান কর নিস্তার হৈ ॥ ৪। ৩২॥

ধন- যজ্ঞ সে সমঝো সদা হী জ্ঞান- যজ্ঞ প্রধান হৈ।
সব কর্ম কা নিত জ্ঞান মেং হী পার্থ! পর্যবসান হৈ ॥ ৪। ৩৩॥

সেবা বিনয় প্রণিপাত পূর্বক প্রশ্ন পূছো ধ্যান সে।
উপদেশ দেঙ্গে জ্ঞান কা তব তত্ব- দর্শী জ্ঞান সে ॥ ৪। ৩৪॥

হোগা নহীং ফির মোহ ঐসে শ্রেষ্ঠ শুদ্ধ বিবেক সে।
তব হী দিখেঙ্গে জীব মুঝমেং ঔর তুঝমেং এক সে ॥ ৪। ৩৫॥

তেরা কহীং যদি পাপিয়োং সে ঘোর পাপাচার হো।
ইস জ্ঞান নয়্যা সে সহজ মেং পাপ সাগর পার হো ॥ ৪। ৩৬॥

জ্যোং পার্থ! পাবক প্রজ্জ্বলিত ঈন্ধন জলাতী হৈ সদা।
জ্ঞানাগ্নি সারে কর্ম করতী ভস্ম যোং হী সর্বদা ॥ ৪। ৩৭॥

ইস লোক মেং সাধন পবিত্র ন ঔর জ্ঞান সমান হৈ।
যোগী পুরুষ পাকর সময় পাতা স্বয়ং হী জ্ঞান হৈ ॥ ৪। ৩৮॥

জো কর্ম- তৎপর হৈ জিতেন্দ্রিয় ঔর শ্রদ্ধাবান্ হৈ।
বহ প্রাপ্ত করকে জ্ঞান পাতা শীঘ্র শান্তি মহান্ হৈ ॥ ৪। ৩৯॥

জিসমেং ন শ্রদ্ধা জ্ঞান, সংশয়বান ডূবে সব কহীং।
উসকে লিয়ে সুখ, লোক যা পরলোক কুছ ভী হৈ নহীং ॥ ৪। ৪০॥

তজ যোগ- বল সে কর্ম, কাটে জ্ঞান সে সংশয় সভী।
উস আত্ম- জ্ঞানী কো ন বান্ধে কর্ম বন্ধন মেং কভী ॥ ৪। ৪১॥

অজ্ঞান সে জো ভ্রম হৃদয় মেং, কাট জ্ঞান কৃপান সে।
অর্জুন খড়া হো যুদ্ধ কর, হো যোগ আশ্রিত জ্ঞান সে ॥ ৪। ৪২॥

চৌথা অধ্যায় সমাপ্ত হুআ ॥ ৪॥

হরিগীতা অধ্যায় ৫

পাঁচবা অধ্যায়

অর্জুন নে কহা - -
কহতে কভী হো যোগ কো উত্তম কভী সন্ন্যাস কো।
কে কৃষ্ণ! নিশ্চয় কর কহো বহ এক জিসসে শ্রেয় হো ॥ ৫। ১॥

শ্রীভগবান্ নে কহা - -
সন্ন্যাস এবং যোগ দোনোং মোক্ষকারী হৈং মহা।
সন্ন্যাস সে পর কর্মযোগ মহান্ হিতকারী কহা ॥ ৫। ২॥

হৈ নিত্য সংয়াসী ন জিসমেং দ্বেষ যা ইচ্ছা রহী।
তজ দ্বন্দ্ব সুখ সে সর্ব বন্ধন- মুক্ত হোতা হৈ বহী ॥ ৫। ৩॥

হৈ ' সাঙ্খ্য' ' যোগ' বিভিন্ন কহতে মূঢ়, নহিং পণ্ডিত কহেং।
পাতে উভয় ফল এক কে জো পূর্ণ সাধন মেং রহেং ॥ ৫। ৪॥

পাতে সুগতি জো সাঙ্খ্য- জ্ঞানী কর্ম- যোগী ভী বহী।
জো সাঙ্খ্য, যোগ সমান জানে তত্ত্ব পহিচানে সহী ॥ ৫। ৫॥

নিষ্কাম- কর্ম- বিহীন হো, পান কঠিন সন্ন্যাস হৈ।
মুনি কর্ম- যোগী শীঘ্র করতা ব্রহ্ম মেং হী বাস হৈ ॥ ৫। ৬॥

জো যোগ যুত হৈ, শুদ্ধ মন, নিজ আত্ময়ুত দেখে সভী।
বহ আত্ম- ইন্দ্রিয় জীত জন, নহিং লিপ্ত করকে কর্ম ভী ॥ ৫। ৭॥

তত্ত্বজ্ঞ সমঝে যুক্ত মৈং করতা ন কুছ খাতা হুআ।
পাতা নিরখতা সূঁঘতা সুনতা হুআ জাতা হুআ ॥ ৫। ৮॥

ছূতে ব সোতে সাঁস লেতে ছোড়তে যা বোলতে।
বর্তে বিষয় মেং ইন্দ্রিয়াঁ দৃগ বন্দ করতে খোলতে ॥ ৫। ৯॥

আসক্তি তজ জো ব্রহ্ম- অর্পণ কর্ম করতা আপ হৈ।
জৈসে কমল কো জল নহীং লগতা উসে যোং পাপ হৈ। ৫। ১০॥

মন, বুদ্ধি, তন সে ঔর কেবল ইন্দ্রিয়োং সে ভী কভী।
তজ সঙ্গ, যোগী কর্ম করতে আত্ম- শোধন- হিত সভী ॥ ৫। ১১॥

ফল সে সদৈব বিরক্ত হো চির- শান্তি পাতা যুক্ত হৈ।
ফল- কামনা মেং সক্ত হো বঁধতা সদৈব অয়ুক্ত হৈ ॥ ৫। ১২॥

সব কর্ম তজ মন সে জিতেন্দ্রিয় জীবধারী মোদ সে।
বিন কুছ করায়ে যা কিয়ে নব- দ্বার- পুর মেং নিত বসে॥ ৫। ১৩॥

কতৃত্ব কর্ম ন, কর্ম- ফল- সংয়োগ জগদীশ্বর কভী।
রচতা নহীং অর্জুন! সদৈব স্বভাব করতা হৈ সভী॥ ৫। ১৪॥

ঈশ্বর ন লেতা হৈ কিসী কা পুণ্য অথবা পাপ হী।
হৈ জ্ঞান মায়া সে ঢকা যোং জীব মোহিত আপ হী॥ ৫। ১৫॥

পর দূর হোতা জ্ঞান সে জিনকা হৃদয়- অজ্ঞান হৈ।
করতা প্রকাশিত ' তত্ত্ব' উনকা জ্ঞান সূর্য সমান হৈ॥ ৫। ১৬॥

তন্নিষ্ঠ তৎপর জো উসী মেং, বুদ্ধি মন ধরতে বহীং।
বে জ্ঞান সে নিষ্পাপ হোকর জন্ম ফির লেতে নহীং॥ ৫। ১৭॥

বিদ্যাবিনয়- যুত- দ্বিজ, শ্বপচ, চাহে গঊ, গজ, শ্বান হৈ।
সবকে বিষয় মেং জ্ঞানিয়োং কী দৃষ্টি এক সমান হৈ॥ ৫। ১৮॥

জো জন রখেং মন সাম্য মেং বে জীত লেতে জগ যহীং।
পর ব্রহ্ম সম নির্দোষ হৈ, যোং ব্রহ্ম মেং বে সব কহীং॥ ৫। ১৯॥

প্রিয় বস্তু পা ন প্রসন্ন, অপ্রিয় পা ন জো সুখ- হীন হৈ।
নির্মোহ দৃঢ়- মতি ব্রহ্মবেত্তা ব্রহ্ম মেং লবলীন হৈ॥ ৫। ২০॥

নহিং ভোগ- বিষয়াসক্ত জো জন আত্ম- সুখ পাতা বহী।
বহ ব্রহ্মযুত, অনুভব করে অক্ষয় মহাসুখনিত্য হী॥ ৫। ২১॥

জো বাহরী সংয়োগ সে হৈং ভোগ দুখকারণ সভী।
হৈ আদি উনকা অন্ত, উনমেং বিজ্ঞ নহিং রমতে কভী॥ ৫। ২২॥

জো কাম- ক্রোধাবেগ সহতা হৈ মরণ পর্যন্ত হী।
সংসার মেং যোগী বহী নর সুখ সদা পাতা বহী॥ ৫। ২৩॥

জো আত্মরত অন্তঃ সুখী হৈ জ্যোতি জিসমেং ব্যাপ্ত হৈ।
বহ যুক্ত ব্রহ্ম- স্বরূপ হো নির্বাণ করতা প্রাপ্ত হৈ॥ ৫। ২৪॥

নিষ্পাপ জো কর আত্ম- সংয়ম দ্বন্দ্ব- বুদ্ধি- বিহীন হৈং।
রত জীবহিত মেং, ব্রহ্ম মেং হোতে বহী জন লীন হৈং॥ ৫। ২৫॥

যতি কাম ক্রোধ বিহীন জিনমেং আত্ম- জ্ঞান প্রধান হৈ।
জীতা জিন্হোংনে মন উন্হেং সব ওর হী নির্বাণ হৈ॥ ৫। ২৬॥

ধর দৃষ্টি ভৃকুটী মধ্য মেং তজ বাহ্য বিষয়োং কো সভী।
নিত নাসিকাচারী কিয়ে সম প্রাণ ঔর অপান ভী॥ ৫। ২৭॥

বশ মেং করে মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় মোক্ষ মেং জো যুক্ত হৈ।
ভয় ক্রোধ ইচ্ছা ত্যাগ কর বহ মুনি সদা হী মুক্ত হৈ॥ ৫। ২৮॥

জানে মুঝে তপ যজ্ঞ ভোক্তা লোক স্বামী নিত্য হী।
সব প্রাণিয়োং কা মিত্র জানে শান্তি পাতা হৈ বহী ॥ ৫। ২৯॥

পাঞ্চবা অধ্যায় সমাপ্ত হুআ ॥ ৫॥

হরিগীতা অধ্যায় ৬

ছ্ঠা অধ্যায়

শ্রীভগবান্ নে কহা - -
ফল- আশ তজ, কর্তব্য কর্ম সদৈব জো করতা, বহী।
যোগী ব সন্ন্যাসী, ন জো বিন অগ্নি যা বিন কর্ম হী ॥ ৬। ১॥

বহ যোগ হী সমঝো জিসে সন্ন্যাস কহতে হৈং সভী।
সঙ্কল্প কে সন্ন্যাস বিন বনতা নহীং যোগী কভী ॥ ৬। ২॥

জো যোগ- সাধন চাহতা মুনি, হেতু উসকা কর্ম হৈ।
হো যোগ মেং আরূঢ়, উসকা হেতু উপশম ধর্ম হৈ ॥ ৬। ৩॥

জব দূর বিষয়োং সে, ন হো আসক্ত কর্মোং মেং কভী।
সঙ্কল্প ত্যাগে সর্ব, যোগারূঢ় কহলাতা তভী ॥ ৬। ৪॥

উদ্ধার অপনা আপ কর, নিজ কো ন গিরনে দে কভী।
বহ আপ হী হৈ শত্রু অপনা, আপ হী হৈ মিত্র ভী ॥ ৬। ৫॥

জো জীত লেতা আপকো বহ বন্ধু অপনা আপ হী।
জানা ন অপনে কো স্বয়ং রিপু সী করে রিপুতা বহী ॥ ৬। ৬॥

অতি শান্ত জন, মনজীত কা আত্মা সদৈব সমান হৈ।
সুখ- দুঃখ, শীতল- উষ্ণ অথবা মান যা অপমান হৈ ॥ ৬। ৭॥

কূটস্থ ইন্দ্রিয়জীত জিসমেং জ্ঞান হৈ বিজ্ঞান হৈ।
বহ যুক্ত জিসকো স্বর্ণ, পত্থর, ধূল এক সমান হৈ ॥ ৬। ৮॥

বৈরী, সুহৃদ, মধ্যস্থ, সাধু, অসাধু, জিনসে দ্বেষ হৈ।
বান্ধব, উদাসী, মিত্র মেং সম বুদ্ধি পুরুষ বিশেষ হৈ ॥ ৬। ৯॥

চিত- আত্ম- সংয়ম নিত্য একাকী করে একান্ত মেং।
তজ আশ- সংগ্রহ নিত নিরন্তর যোগ মেং যোগী রমেং ॥ ৬। ১০॥

আসন ধরে শুচি- ভূমি পর থির, ঊঁচ নীচ ন ঠৌর হো।

কুশ পর বিছা মৃগছাল, উস পর বস্ত্র পাবন ঔর হো ॥ ৬। ১১॥

একাগ্র কর মন, রোক ইন্দ্রিয় চিত্ত কে ব্যাপার কো।
ফির আত্ম- শোধন হেতু বৈঠে নিত্য যোগাচার কো ॥ ৬। ১২॥

হোকর অচল, দৃঢ়, শীশ গ্রীবা ঔর কায়া সম করে।
দিশি অন্য অবলোকে নহীং নাসাগ্র পর হী দৃগ ধরে ॥ ৬। ১৩॥

বন ব্রহ্মচারী শান্ত, মন- সংয়ম করে ভয়- মুক্ত হো।
হো মৎপরায়ণ চিত্ত মুঝমেং হী লগাকর যুক্ত হো ॥ ৬। ১৪॥

যোং জো নিয়ত- চিত যুক্ত যোগাভ্যাস মেং রত নিত্য হী।
মুঝমেং টিকী নির্বাণ পরমা শান্তি পাতা হৈ বহী ॥ ৬। ১৫॥

যহ যোগ অতি খাকর ন সধতা হৈ ন অতি উপবাস সে।
সধতা ন অতিশয় নীন্দ অথবা জাগরণ কে ত্রাস সে ॥ ৬। ১৬॥

জব যুক্ত সোনা জাগনা আহার ঔর বিহার হোং।
হো দুঃখহারী যোগ জব পরিমিত সভী ব্যবহার হোং ॥ ৬। ১৭॥

সংয়ত হুআ চিত আত্ম হী মেং নিত্য রম রহতা জভী।
রহতী ন কোঈ কামনা নর যুক্ত কহলাতা তভী ॥ ৬। ১৮॥

অবিচল রহে বিন বায়ু দীপক- জ্যোতি জৈসে নিত্য হী।
হৈ চিত্তসংয়ত যোগ- সাধক যুক্ত কী উপমা বহী ॥ ৬। ১৯॥

রমতা জহাঁ চিত যোগ- সেবন সে নিরুদ্ধ সদৈব হৈ।
জব দেখ অপনে আপকো সন্তুষ্ট আত্মা মেং রহে ॥ ৬। ২০॥

ইন্দ্রিয়- অগোচর বুদ্ধি- গম্য অনন্ত সুখ অনুভব করে।
জিসমেং রমা যোগী ন ডিগতা তত্ত্ব সে তিল ভর পরে ॥ ৬। ২১॥

পাকর জিসে জগ মেং ন উত্তম লাভ দিখতা হৈ কহীং।
জিসমেং জমে জন কো কঠিন দুখ ভী ডিগা পাতা নহীং ॥ ৬। ২২॥

কহতে উসে হী যোগ জিসমেং সর্বদুঃখ বিয়োগ হৈ।
দৃঢ়- চিত্ত হোকর সাধনে কে যোগ্য হী যহ যোগ হৈ ॥ ৬। ২৩॥

সঙ্কল্প সে উৎপন্ন সারী কামনাএঁ ছোড়কে।
মনসে সদা সব ওর সে হী ইন্দ্রিয়োং কো মোড়কে ॥ ৬। ২৪॥

হো শান্ত ক্রমশঃ ধীর মতি সে আত্ম- সুস্থির মন করে।
কোঈ বিষয় কা ফির ন কিঞ্চিৎ চিত্ত মেং চিন্তন করে ॥ ৬। ২৫॥

যহ মন চপল অস্থির জহাঁ সে ভাগ কর জায়ে পরে।
রোকে বহীং সে ঔর ফির আধীন আত্মা কে করে ॥ ৬। ২৬॥

জো ব্রহ্মভূত, প্রশান্ত- মন, জন রজ- রহিত নিষ্পাপ হৈ।

উস কর্ময়োগী কো পরম সুখ প্রাপ্ত হোতা আপ হৈ ॥ ৬। ২৭॥

নিষ্পাপ হো ইস ভাঁতি জো করতা নিরন্তর যোগ হৈ।
বহ ব্রহ্ম- প্রাপ্তি- স্বরূপ- সুখ করতা সদা উপভোগ হৈ ॥ ৬। ২৮॥

যুক্তাত্ম সমদর্শী পুরুষ সর্বত্র হী দেখে সদা।
মৈং প্রাণিয়োং মেং ঔর প্রাণীমাত্র মুঝমেং সর্বদা ॥ ৬। ২৯॥

জো দেখতা মুঝমেং সভী কো ঔর মুঝকো সব কহীং।
মৈং দূর উস নর সে নহীং বহ দূর মুঝসে হৈ নহীং ॥ ৬। ৩০॥

একত্ব- মতি সে জান জীবোং মেং মুঝে নর নিত্য হী।
ভজতা রহে জো, সর্বথা কর কর্ম মুঝমেং হৈ বহী ॥ ৬। ৩১॥

সুখ- দুঃখ অপনা ঔর ঔরোং কা সমস্ত সমান হৈ।
জো জানতা অর্জুন! বহী যোগী সদৈব প্রধান হৈ ॥ ৬। ৩২॥

অর্জুন নে কহা - -
জো সাম্য- মতি সে প্রাপ্য তুমনে যোগ মধুসূদন! কহা।
মন কী চপলতা সে মহা অস্থির মুঝে বহ দিখ রহা ॥ ৬। ৩৩॥

হে কৃষ্ণ! মন চঞ্চল হঠী বলবান্ হৈ দৃঢ় হৈ ঘনা।
মন সাধনা দুষ্কর দিখে জৈসে হবা কা বাঁধনা ॥ ৬। ৩৪॥

শ্রী ভগবান্ নে কহা - -
চঞ্চল অসংশয় মন মহাবাহো! কঠিন সাধন ঘনা।
অভ্যাস ঔর বিরাগ সে পর পার্থ! হোতী সাধনা ॥ ৬। ৩৫॥

জীতা ন জো মন, যোগ হৈ দুষ্প্রাপ্য মত মেরা যহী।
মন জীত কর জো যত্ন করতা প্রাপ্ত করতা হৈ বহী ॥ ৬। ৩৬॥

অর্জুন নে কহা - -
জো যোগ- বিচলিত যত্নহীন পরন্তু শ্রদ্ধাবান্ হো।
বহ যোগ- সিদ্ধি ন প্রাপ্ত কর, গতি কৌন সী পাতা কহো? ৬। ৩৭॥

মোহিত নিরাশ্রয়, ব্রহ্ম- পথ মেং হো উভয় পথ- ভ্রষ্ট ক্যা।
বহ বাদলোং- সা ছিন্ন হো, হোতা সদৈব বিনষ্ট ক্যা ? ৬। ৩৮॥

হে কৃষ্ণ! করুণা কর সকল সন্দেহ মেরা মেটিয়ে।
তজ কর তুম্হেং হৈ কৌন যহ ভ্রম দূর করনে কে লিয়ে ? ৬। ৩৯॥

শ্রীভগবান্ নে কহা - -
ইস লোক মেং পরলোক মেং বহ নষ্ট হোতা হৈ নহীং।
কল্যাণকারী- কর্ম করনে মেং নহীং দুর্গতি কহীং ॥ ৬। ৪০॥

শুভ লোক পাকর পুণ্যবানোং কা, রহে বর্ষোং বহীং।
ফির যোগ- বিচলিত জন্মতা শ্রীমান্ শুচি কে ঘর কহীং ॥ ৬। ৪১॥

যা জন্ম লেতা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী যোগিয়োং কে বংশ মেং ।
দুর্লভ সদা সংসার মেং হৈ জন্ম ঐসে অংশ মেং ॥ ৬। ৪২॥

পাতা বহাঁ ফির পূর্ব- মতি- সংয়োগ বহ নর- রত্ন হৈ ।
উস বুদ্ধি সে ফির সিদ্ধি কে করতা সদৈব প্রয়ত্ন হৈ ॥ ৬। ৪৩॥

হে পার্থ! পূর্বাভ্যাস সে খিঞ্চতা উধর লাচার হো ।
হো যোগ- ইচ্ছুক বেদ- বর্ণিত কর্ম- ফল সে পার হো ॥ ৬। ৪৪॥

অতি যত্ন সে বহ যোগসেবী সর্বপাপ- বিহীন হো ।
বহু জন্ম পীছে সিদ্ধ হোকর পরম গতি মেং লীন হো ॥ ৬। ৪৫॥

সারে তপস্বী। জ্ঞানিয়োং সে, কর্মনিষ্ঠোং সে সদা ।
হৈ শ্রেষ্ঠ যোগী, পার্থ! হো ইস হেতু যোগী সর্বদা ॥ ৬। ৪৬॥

সব যোগিয়োং মেং মানতা মৈং যুক্ততম যোগী বহী ।
শ্রদ্ধা- সহিত মম ধ্যান ধর ভজতা মুঝে জো নিত্য হী ॥ ৬। ৪৭॥

ছ্ঠা অধ্যায় সমাপ্ত হুআ ॥ ৬॥

হরিগীতা অধ্যায় ৭

সাতবাং অধ্যায়

শ্রীভগবান্ নে কহা - -
মুঝমেং লগা কর চিত্ত মেরে আসরে কর যোগ ভী ।
জৈসা অসংশয় পূর্ণ জানেগা মুঝে বহ সুন সভী ॥ ৭। ১॥

বিজ্ঞান- যুত বহ জ্ঞান কহতা হূঁ সভী বিস্তার মেং ।
জো জান কর কুছ জাননা রহতা নহীং সংসার মেং ॥ ৭। ২॥

কোঈ সহস্রোং মানবোং মেং সিদ্ধি করনা ঠানতা ।
উন যত্নশীলোং মেং মুঝে কোঈ যথাবৎ জানতা ॥ ৭। ৩॥

পৃথ্বী, পবন, জল, তেজ, নভ, মন, অহঙ্কার ব বুদ্ধি ভী ।
ইন আঠ ভাগোং মেং বিভাজিত হৈ প্রকৃতি মেরী সভী ॥ ৭। ৪॥

হে পার্থ! বহ ' অপরা' প্রকৃতি কা জান লো বিস্তার হৈ ।
ফির হৈ ' পরা' যহ জীব জো সংসার কা আধার হৈ ॥ ৭। ৫॥

উৎপন্ন দোনোং সে ইন্হীং সে জীব হৈং জগ কে সভী ।
মৈং মূল সব সংসার কা হূঁ ঔর মৈং হী অন্ত ভী ॥ ৭। ৬॥

মুঝসে পরে কুছ ভী নহীং সংসার কা বিস্তার হৈ।
জিস ভান্তি মালা মেং মণী, মুঝমেং গুথা সংসার হৈ॥ ৭। ৭॥

আকাশ মেং ধ্বনি, নীর মেং রস, বেদ মেং ওঙ্কার হূঁ।
পৌরুষ পুরুষ মেং, চাঁদ সূরজ মেং প্রভাময় সার হূঁ॥ ৭। ৮॥

শুভ গন্ধ বসুধা মেং সদা মৈং প্রাণিয়োং মেং প্রাণ হূঁ।
মৈং অগ্নি মেং হূঁ তেজ, তপিয়োং মেং তপস্যা জ্ঞান হূঁ॥ ৭। ৯॥

হে পার্থ! জীবোং কা সনাতন বীজ হূঁ, আধার হূঁ।
তেজস্বিয়োং মেং তেজ, বুধ মেং বুদ্ধি কা ভণ্ডার হূঁ॥ ৭। ১০॥

হে পার্থ! মৈং কামাদি রাগ- বিহীন বল বলবান্ কা।
মৈং কাম ভী হূঁ ধর্ম কে অবিরুদ্ধ বিদ্যাবান্ কা॥ ৭। ১১॥

সত ঔর রজ, তম ভাব মুঝসে হী হুএ হৈং যে সভী।
মুঝমেং সভী যে কিন্তু মৈং উনমেং নহীং রহতা কভী॥ ৭। ১২॥

ইন ত্রিগুণ ভাবোং মেং সভী ভূলা হুআ সংসার হৈ।
জানে ন অব্যয- তত্ব মেরা জো গুণোং সে পার হৈ॥ ৭। ১৩॥

যহ ত্রিগুণদৈবী ঘোর মায়া অগম ঔর অপার হৈ।
আতা শরণ মেরী বহী জাতা সহজ মেং পার হৈ॥ ৭। ১৪॥

পাপী, নরাধম, জ্ঞান মায়া নে হরা জিনকা সভী।
বে মূঢ় আসুর বুদ্ধি- বশ মুঝকো নহীং ভজতে কভী॥ ৭। ১৫॥

অর্জুন! মুঝে ভজতা সুকৃতি- সমুদায় চার প্রকার কা।
জিজ্ঞাসু, জ্ঞানীজন, দুখী- মন, অর্থ- প্রিয় সংসার কা॥ ৭। ১৬॥

নিত- যুক্ত জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, জো মুঝমেং অনন্যাসক্ত হৈ।
মৈং ক্যোংকি জ্ঞানী কো পরম প্রিয়, প্রিয় মুঝে বহ ভক্ত হৈ॥ ৭। ১৭॥

বে সব উদার, পরন্তু মেরা প্রাণ জ্ঞানী ভক্ত হৈ।
বহ যুক্ত জন, সর্বোচ্চ- গতি মুঝমেং সদা অনুরক্ত হৈ॥ ৭। ১৮॥

জন্মান্তরোং মেং জানকর, ' সব বাসুদেব যথার্থ হৈ' ।
জ্ঞানী মুঝে ভজতা, সুদুর্লভ বহ মহাত্মা পার্থ হৈ॥ ৭। ১৯॥

নিজ প্রকৃতি- প্রেরিত, কামনা দ্বারা হুএ হত জ্ঞান সে।
কর নিয়ম ভজতে বিবিধ বিধ নর অন্য দেব বিধান সে॥ ৭। ২০॥

জো জো কি জিস জিস রূপ কী পূজা করে নর নিত্য হী।
উস ভক্ত কী করতা উসী মেং, মৈং অচল শ্রদ্ধা বহী॥ ৭। ২১॥

উস দেবতা কো পূজতা ফির বহ, বহী শ্রদ্ধা লিয়ে।
নিজ ইষ্ট- ফল পাতা সকল, নির্মাণ জো মৈনে কিয়ে॥ ৭। ২২॥

যে মন্দমতি নর কিন্তু পাতে, অন্তবত ফল সর্বদা।
সুর- ভক্ত সুর মেং, ভক্ত মেরে, আ মিলেং মুঝমেং সদা ॥ ৭। ২৩॥

অব্যক্ত মুঝকো ব্যক্ত, মানব মূঢ় লেতে মান হৈং।
অবিনাশি অনুপম ভাব মেরা বে ন পাতে জান হৈং ॥ ৭। ২৪॥

নিজ যোগমায়া সে ঢকা সবকো ন মৈং, দিখতা কহীং।
অব্যয অজন্মা মৈং, মুঝে পর মূঢ় নর জানেং নহীং ॥ ৭। ২৫॥

হোঙ্গে, হুএ হৈং, জীব জো মুঝকো সভী কা জ্ঞান হৈ।
ইনকো কিসী কো কিন্তু কুছ মেরী নহীং পহিচান হৈ ॥ ৭। ২৬॥

উৎপন্ন ইচ্ছা দ্বেষ সে জো দ্বন্দ্ব জগ মেং ব্যাপ্ত হৈং।
উনসে পরন্তপ! সর্ব প্রাণী মোহ করতে প্রাপ্ত হৈং ॥ ৭। ২৭॥

পর পুণ্যবান্ মনুষ্য জিনকে ছুট গয়ে সব পাপ হৈং।
দৃঢ় দ্বন্দ্ব- মোহ- বিহীন হো ভজতে মুঝে বে আপ হৈং ॥ ৭। ২৮॥

করতে মমাশ্রিত জো জরা- মৃতি- মোক্ষ কে হিত সাধনা।
বে জানতে হৈং ব্রহ্ম, সব অধ্যাত্ম, কর্ম মহামনা ॥ ৭। ২৯॥

অধি- ভূত, দৈব ব যজ্ঞ- যুত, জো বিজ্ঞ মুঝকো জানতে ॥

বে যুক্ত- চিত মরতে সময় মেং ভী মুঝে পহিচানতে ॥ ৭। ৩০॥

সাতবাং অধ্যায় সমাপ্ত হুআ ॥ ৭॥

হরিগীতা অধ্যায় ৮

আঠবাং অধ্যায়

অর্জুন নে কহা - -
হে কৃষ্ণ! ক্যা বহ ব্রহ্ম? ক্যা অধ্যাত্ম হৈ? ক্যা কর্ম হৈ?
অধিভূত কহতে হৈং কিসে? অধিদেব কা ক্যা মর্ম হৈ? ৮। ১॥

ইস দেহ মেং অধিয়জ্ঞ কৈসে ঔর কিসকো মানতে?
মরতে সময় কৈসে জিতেন্দ্রিয় জন তুম্হেং পহিচানতে? ৮। ২॥

শ্রীভগবান্ নে কহা - -
অক্ষর পরম বহ ব্রহ্ম হৈ, অধ্যাত্ম জীব স্বভাব হী।
জো ভূতভাবোদ্ভব করে ব্যাপার কর্ম কহা বহী ॥ ৮। ৩॥

অধিভূত নশ্বর ভাব হৈ, চেতন পুরুষ অধিদৈব হী।
অধিয়জ্ঞ মৈং সব প্রাণিয়োং কে দেহ বীচ সদৈব হী ॥ ৮। ৪॥

তন ত্যাগতা জো অন্ত মেং মেরা মনন করতা হুআ।
মুঝমেং অসংশয় নর মিলে বহ ধ্যান যোং ধরতা হুআ ॥ ৮। ৫॥

অন্তিম সময় তন ত্যাগতা জিস ভাব সে জন ব্যাপ্ত হো।
উসমেং রঙ্গা রহকর সদা, উস ভাব হী কো প্রাপ্ত হো ॥ ৮। ৬॥

ইস হেতু মুঝকো নিত নিরন্তর হী সমর কর যুদ্ধ ভী।
সংশয় নহীং, মুঝমেং মিলে, মন বুদ্ধি মুঝমেং ধর সভী ॥ ৮। ৭॥

অভ্যাস- বল সে যুক্ত যোগী চিত্ত অপনা সাধ কে।
উত্তম পুরুষ কো প্রাপ্ত হোতা হৈ উসে আরাধ কে ॥ ৮। ৮॥

সর্বজ্ঞ শাস্তা সূক্ষ্মতম আদিত্য- সম তম সে পরে।
জো নিত অচিন্ত্য অনাদি সর্বাধার কা চিন্তন করে ॥ ৮। ৯॥

কর যোগ- বল সে প্রাণ ভৃকুটী- মধ্য অন্তিম কাল মেং।
নিশ্চল হুআ বহ ভক্ত মিলতা দিব্য পুরুষ বিশাল মেং ॥ ৮। ১০॥

অক্ষর কহেং বেদজ্ঞ, জিসমেং রাগ তজ যতি জন জমেং।
হোং ব্রহ্মচারী জিসলিয়ে, বহ পদ সুনো সঙ্ক্ষেপ মেং ॥ ৮। ১১॥

সব ইন্দ্রিয়োং কো সাধকর নিশ্চল হৃদয় মেং মন ধরে।
ফির প্রাণ মস্তক মেং জমা কর ধারণা যোগী করে ॥ ৮। ১২॥

মেরা লগাতা ধ্যান কহতা ওঁ অক্ষর ব্রহ্ম হী।
তন ত্যাগ জাতা জীব জো পাতা পরম গতি হৈ বহী ॥ ৮। ১৩॥

ভজতা মুঝে জো জন সদৈব অনন্য মন সে প্রীতি সে।
নিজ যুক্ত যোগী বহ মুঝে পাতা সরল- সী রীতি সে ॥ ৮। ১৪॥

পাএ হুএ হৈং সিদ্ধি- উত্তম জো মহাত্মা- জন সভী।
পাকর মুঝে দুখ- ধাম নশ্বর- জন্ম নহিং পাতে কভী ॥ ৮। ১৫॥

বিধিলোক তক জাকর পুনঃ জন জন্ম পাতে হৈং যহীং।
পর পা গএ অর্জুন! মুঝে বে জন্ম ফির পাতে নহীং ॥ ৮। ১৬॥

দিন- রাত ব্রহ্মা কী, সহস্রোং যুগ বড়ী জো জানতে।
বে হী পুরুষ দিন- রৈন কী গতি ঠীক হৈং পহিচানতে ॥ ৮। ১৭॥

জব হো দিবস অব্যক্ত সে সব ব্যক্ত হোতে হৈং তভী।
ফির রাত্রি হোতে হী উসী অব্যক্ত মেং লয় হোং সভী ॥ ৮। ১৮॥

হোতা বিবশ সব ভূত- গণ উৎপন্ন বারম্বার হৈ।
লয় রাত্রি মেং হোতা দিবস মেং জন্ম লেতা ধার হৈ ॥ ৮। ১৯॥

ইসসে পরে ফির ঔর হী অব্যক্ত নিত্য- পদার্থ হৈ।
সব জীব বিনশে ভী নহীং বহ নষ্ট হোতা পার্থ হৈ ॥ ৮। ২০॥

কহতে পরম গতি হৈং জিসে অব্যক্ত অক্ষর নাম হৈ।
পাকর জিসে লৌটেং ন ফির মেরা বহী পর ধাম হৈ ॥ ৮। ২১॥

সব জীব জিসমেং হৈং সকল সংসার জিসসে ব্যাপ্ত হৈ।
বহ পর- পুরুষ হোতা অনন্য সুভক্তি সে হী প্রাপ্ত হৈ ॥ ৮। ২২॥

বহ কাল সুন, তন ত্যাগ জিসমেং লৌটতে যোগী নহীং।
বহ ভী কহূঙ্গা কাল জব মর লৌট কর আতে যহীং ॥ ৮। ২৩॥

দিন, অগ্নি, জ্বালা, শুক্লপথ, ষট্ উত্তরায়ণ মাস মেং।
তন ত্যাগ জাতে ব্রহ্মবাদী, ব্রহ্ম হী কে পাস মেং ॥ ৮। ২৪॥

নিশি, ধূম্র মেং মর কৃষ্ণপথ, ষট্ দক্ষিণায়ন মাস মেং।
নর চন্দ্রলোক বিশাল মেং বস ফির ফঁসে ভব- ত্রাস মেং ॥ ৮। ২৫॥

যে শুক্ল, কৃষ্ণ সদৈব দো গতি বিশ্ব কী জ্ঞানী কহেং।
দে মুক্তি পহলী, দূসরী সে লৌট ফির জগ মেং রহেং ॥ ৮। ২৬॥

যে মার্গ দোনোং জান, যোগী মোহ মেং পড়তা নহীং।
ইস হেতু অর্জুন! যোগ- যুত সব কাল মেং হো সব কহীং ॥ ৮। ২৭॥

জো কুছ কহা হৈ পুণ্যফল, মখ বেদ সে তপ দান সে।
সব ছোড় আদিস্থান লে, যোগী পুরুষ ইস জ্ঞান সে ॥ ৮। ২৮॥

আঠবাং অধ্যায় সমাপ্ত হুআ ॥ ৮॥

হরিগীতা অধ্যায় ৯

নৌবাং অধ্যায়

শ্রীভগবান্ নে কহা - -
অব দোষদর্শী তূ নহীং যোং, গুপ্ত, সহ- বিজ্ঞান কে।
বহ জ্ঞান কহতা হূঁ, অশুভ সে মুক্ত হো জন জান কে ॥ ৯। ১॥

যহ রাজবিদ্যা, পরম- গুপ্ত, পবিত্র, উত্তম- জ্ঞান হৈ।
প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, ধর্মযুত, অব্যয, সরল, সুখ- খান হৈ ॥ ৯। ২॥

শ্রদ্ধা ন জিনকো পার্থ হৈ ইস ধর্ম কে শুভ সার মেং।

মুঝকো ন পাকর লৌট আতে মৃত্যুময় সংসার মেং ॥ ৯। ৩॥

অব্যক্ত অপনে রূপ সে জগ ব্যাপ্ত মৈং করতা সভী।
মুঝমেং সভী প্রাণী সমঝ পর মৈং নহীং উনমেং কভী ॥ ৯। ৪॥

মুঝমেং নহীং হৈং ভূত দেখো যোগ- শক্তি- প্রভাব হৈ।
উৎপন্ন করতা পালতা উনসে ন কিন্তু লগাব হৈ ॥ ৯। ৫॥

সব ওর রহতী বায়ু হৈ আকাশ মেং জিস ভাঁতি সে।
মুঝমেং সদা হী হৈং সমঝ সব ভূতগণ ইস ভাঁতি সে ॥ ৯। ৬॥

কল্পান্ত মেং মেরী প্রকৃতি মেং জীব লয় হোতে সভী।
জব কল্প কা আরম্ভ হো, মৈং ফির উন্হেং রচতা তভী ॥ ৯। ৭॥

অপনী প্রকৃতি আধীন কর, ইস ভূতগণ কো মৈং সদা।
উৎপন্ন বারম্বার করতা, জো প্রকৃতিবশ সর্বদা ॥ ৯। ৮॥

বঁধতা নহীং হূঁ পার্থ! মৈং ইস কর্ম- বন্ধন মেং কভী।
রহকর উদাসী- সা সদা আসক্তি তজ করতা সভী ॥ ৯। ৯॥

অধিকার সে মেরে প্রকৃতি রচতী চরাচর বিশ্ব হৈ।
ইস হেতু ফিরকী কী তরহ ফিরতা বরাবর বিশ্ব হৈ ॥ ৯। ১০॥

মৈং প্রাণিয়োং কা ঈশ হূঁ, ইস ভাব কো নহিং জান কে।
করতে অবজ্ঞা জড়, মুঝে নর- দেহধারী মান কে ॥ ৯। ১১॥

চিত্ত ভ্রষ্ট, আশা জ্ঞান কর্ম নিরর্থ সারে হী কিয়ে।
বে আসুরী অতি রাক্ষসীয় স্বভাব মোহাত্মক লিয়ে ॥ ৯। ১২॥

দৈবী প্রকৃতি কে আসরে বুধ- জন ভজন মেরা করেং।
ভূতাদি অব্যয জান পার্থ! অনন্য মন সে মন ধরেং ॥ ৯। ১৩॥

নিত যত্ন সে কীর্তন করেং দৃঢ় ব্রত সদা ধরতে হুএ।
করতে ভজন হৈং ভক্তি সে মম বন্দনা করতে হুএ ॥ ৯। ১৪॥

কুছ ভেদ ঔর অভেদ সে কুছ জ্ঞান- যজ্ঞ বিধান সে।
পূজন করেং মেরা কহীং কুছ সর্বতোমুখ ধ্যান সে ॥ ৯। ১৫॥

মৈং যজ্ঞ শ্রৌতস্মার্ত হূঁ এবং স্বধা আধার হূঁ।
ঘৃত ঔর ঔষধি, অগ্নি, আহুতি, মন্ত্র কা মৈং সার হূঁ ॥ ৯। ১৬॥

জগ কা পিতা মাতা পিতামহ বিশ্ব- পোষণ- হার হূঁ।
ঋক্ সাম যজু শ্রুতি জাননে কে যোগ্য শুচি ওঙ্কার হূঁ ॥ ৯। ১৭॥

পোষক প্রলয় উৎপত্তি গতি আধার মিত্র নিধান হূঁ।
সাক্ষী শরণ প্রভু বীজ অব্যয মেং নিবাসস্থান হূঁ ॥ ৯। ১৮॥

মৈং তাপ দেতা, রোকতা জল, বৃষ্টি মৈং করতা কভী।

মৈং হী অমৃত ভী মৃত্যু ভী মৈং সৎ অসৎ অর্জুন সভী ॥ ৯। ১৯॥

জো সোমপা ত্রৈবিদ্য- জন নিষ্পাপ অপনে কো কিয়ে।
কর যজ্ঞ মুঝকো পূজতে হৈং স্বর্গ- ইচ্ছা কে লিয়ে ॥
বে প্রাপ্ত করকে পুণ্য লোক সুরেন্দ্র কা, সুরবর্গ মেং ॥

ফির দিব্য দেবোং কে অনোখে ভোগ ভোগেং স্বর্গ মেং ॥ ৯। ২০॥

বে ভোগ কর সুখ- ভোগ কো, উস স্বর্গলোক বিশাল মেং।
ফির পুণ্য বীতে আ ফংসে ইস লোক কে দুখ- জাল মেং ॥
যোং তীন বেদোং মেং কহে জো কর্ম- ফল মেং লীন হৈং ॥

বে কামনা- প্রিয়জন সদা আবাগমন আধীন হৈং ॥ ৯। ২১॥

জো জন মুঝে ভজতে সদৈব অনন্য- ভাবাপন্ন হো।
উনকা স্বয়ং মৈং হী চলাতা যোগ- ক্ষেম প্রসন্ন হো ॥ ৯। ২২
জো অন্য দেবোং কো ভজেং নর নিত্য শ্রদ্ধা- লীন হো।
বে ভী মুঝে হী পূজতে হৈং পার্থ! পর বিধি- হীন হো ॥ ৯। ২৩॥

সব যজ্ঞ- ভোক্তা বিশ্ব- স্বামী পার্থ মৈং হী হূঁ সভী।
পর বে ন মুঝকো জানতে হৈং তত্ব সে গিরতে তভী ॥ ৯। ২৪॥

সুরভক্ত সুর কো পিতৃ কো পাতে পিতর- অনুরক্ত হৈং।
জো ভূত পূজেং ভূত কো, পাতে মুঝে মম ভক্ত হৈং ॥ ৯। ২৫॥

অর্পণ করে জো ফূল ফল জল পত্র মুঝকো ভক্তি সে।
লেতা প্রয়ত- চিত ভক্ত কী বহ ভেন্ট মৈং অনুরক্তি সে ॥ ৯। ২৬॥

কৌন্তেয়! জো কুছ ভী করো তপ যজ্ঞ আহুতি দান ভী।
নিত খানপানাদিক সমর্পণ তুম করো মেরে সভী ॥ ৯। ২৭॥

হে পার্থ! যোং শুভ- অশুভ- ফল- প্রদ কর্ম- বন্ধন- মুক্ত হো।
মুঝমেং মিলেগা মুক্ত হো, সন্ন্যাস- যোগ- নিযুক্ত হো ॥ ৯। ২৮॥

দ্বেষী হিতৈষী হৈ ন কোঈ, বিশ্ব মুঝমেং একসা ॥

পর ভক্ত মুঝমেং বস রহা, মৈং ভক্ত কে মন মেং বসা ॥ ৯। ২৯॥

যদি দুষ্ট ভী ভজতা অনন্য সুভক্তি কো মন মেং লিয়ে।
হৈ ঠীক নিশ্চয়বান্ উসকো সাধু কহনা চাহিয়ে ॥ ৯। ৩০॥

বহ ধর্ম- যুত হো শীঘ্র শাশ্বত শান্তি পাতা হৈ যহীং।
যহ সত্য সমঝো ভক্ত মেরা নষ্ট হোতা হৈ নহীং ॥ ৯। ৩১॥

পাতে পরম- পদ পার্থ! পাকর আসরা মেরা সভী।
জো অড় রহে হৈং পাপ- গতি মেং, বৈশ্য বনিতা শূদ্র ভী ॥ ৯। ৩২॥

ফির রাজ- ঋষি পুণ্যাত্ম ব্রাহ্মণ ভক্ত কী ক্যা বাত হৈ।

মেরা ভজন কর, তূ দুখদ নশ্বর জগৎ মেং তাত হৈ ॥ ৯। ৩৩॥

মুঝমেং লগা মন ভক্ত বন, কর যজন পূজন বন্দনা।
মুঝমেং মিলেগা মৎপরায়ণ যুক্ত আত্মা কো বনা ॥ ৯। ৩৪॥

নবাং অধ্যায় সমাপ্ত হুআ ॥ ৯॥

হরিগীতা অধ্যায় ১০

দসবাং অধ্যায়

শ্রীভগবান্ নে কহা - -
মেরে পরম শুভ সুন মহাবাহো! বচন অব ঔর ভী।
তূ প্রিয় মুঝে, তুঝসে কহূঁগা বাত হিত কী মৈং সভী ॥ ১০। ১॥

উৎপত্তি দেব মহর্ষিগণ মেরী ন কোঈ জানতে।
সব ভাঁতি ইনকা আদি হূঁ মৈং, যোং ন যে পহিচানতে ॥ ১০। ২॥

জো জানতা মুঝকো মহেশ্বর অজ অনাদি সদৈব হী।
জ্ঞানী মনুষ্যোং মেং সদা সব পাপ সে ছুটতা বহী ॥ ১০। ৩॥

নিত নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি জ্ঞান অমূঢ়তা সুখ দুঃখ দম।
উৎপত্তি লয় এবং ক্ষমা, ভয় অভয় সত্য সদৈব শম ॥ ১০। ৪॥

সমতা অহিংসা তুষ্টি তপ এবং অয়শ যশ দান ভী।
উৎপন্ন মুঝসে প্রাণিয়োং কে ভাব হোতে হৈং সভী ॥ ১০। ৫॥

হে পার্থ! সপ্ত মহর্ষিজন এবং প্রথম মনু চার ভী।
মম ভাব- মানস সে হুএ, উৎপন্ন উনসে জন সভী ॥ ১০। ৬॥

জো জানতা মেরী বিভূতি, ব যোগ- শক্তি যথার্থ হৈ।
সংশয় নহীং দৃঢ়- যোগ বহ নর প্রাপ্ত করতা পার্থ হৈ ॥ ১০। ৭॥

মৈং জন্মদাতা হূঁ সভী মুঝসে প্রবর্তিত তাত হৈং।
যহ জান জ্ঞানী ভক্ত ভজতে ভাব সে দিন- রাত হৈং ॥ ১০। ৮॥

মুঝমেং লগা কর প্রাণ মন, করতে হুএ মেরী কথা।
করতে পরস্পর বোধ, রমতে তুষ্ট রহতে সর্বথা ॥ ১০। ৯॥

ইস ভাঁতি হোকর যুক্ত জো নর নিত্য ভজতে প্রীতি সে।
মতি- যোগ ঐসা দূঁ, মুঝে বে পা সকেং জিস রীতি সে ॥ ১০। ১০॥

উনকে হৃদয় মেং বৈঠ পার্থ! কৃপার্থ অপনে জ্ঞান কা।
দীপক জলাকর নাশ করতা তম সভী অজ্ঞান কা ॥ ১০। ১১॥

অর্জুন নে কহা - -
তুম পরম- ব্রহ্ম পবিত্র এবং পরমধাম অনূপ হো।
হো আদিদেব অজন্ম অবিনাশী অনন্ত স্বরূপ হো ॥ ১০। ১২॥

নারদ মহা মুনি অসিত দেবল ব্যাস ঋষি কহতে যহী।
মুঝসে স্বয়ং ভী আপ হে জগদীশ! কহতে হো বহী ॥ ১০। ১৩॥

কেশব! কথন সারে তুম্হারে সত্য হী মৈং মানতা।
হে হরি! তুম্হারী ব্যক্তি সুর দানব ন কোঈ জানতা ॥ ১০। ১৪॥

হে ভূতভাবন ভূতঈশ্বর দেবদেব জগৎপতে।
তুম আপ পুরুষোত্তম স্বয়ং হী আপকো পহিচানতে ॥ ১০। ১৫॥

জিন- জিন মহান্ বিভূতিয়োং সে ব্যাপ্ত হো সংসার মেং।
বে দিব্য আত্ম- বিভূতিয়াঁ বতলাইয়ে বিস্তার মেং ॥ ১০। ১৬॥

চিন্তন সদা করতা হুআ কৈসে তুম্হেং পহিচান লূঁ।
কিন- কিন পদার্থোং মেং করূঁ চিন্তন তুম্হারা জান লূঁ ॥ ১০। ১৭॥

ভগবন্! কহো নিজ যোগ ঔর বিভূতিয়াঁ বিস্তার সে।
ভরতা নহীং মন আপকী বাণী সুধাময় ধার সে ॥ ১০। ১৮॥

শ্রীভগবান্ নে কহা - -
কৌন্তেয়! দিব্য বিভূতিআঁ মেরী অনন্ত বিশেষ হৈং।
অব মৈং বতাঊঁগা তুঝে জো জো বিভূতি বিশেষ হৈং ॥ ১০। ১৯॥

মৈং সর্বজীবোং কে হৃদয় মেং অন্তরাত্মা পার্থ! হূঁ।
সব প্রাণিয়োং কা আদি এবং মধ্য অন্ত যথার্থ হূঁ ॥ ১০। ২০॥

আদিত্যগণ মেং বিষ্ণু হূঁ, সব জ্যোতি বীচ দিনেশ হূঁ।
নক্ষত্র মেং রাকেশ, মরুতোং মেং মরীচি বিশেষ হূঁ ॥ ১০। ২১॥

মৈং সাম বেদোং মেং তথা সুরবৃন্দ বীচ সুরেন্দ্র হূঁ।
মৈং শক্তি চেতন জীব মেং, মন ইন্দ্রিয়োং কা কেন্দ্র হূঁ ॥ ১০। ২২॥

শিব সকল রুদ্রোঁ বীচ রাক্ষস যক্ষ বীচ কুবের হূঁ।
মৈং অগ্নি বসুওং মেং, পহাড়োং মেং পহাড় সুমেরু হূঁ ॥ ১০। ২৩॥

মুঝকো বৃহস্পতি পার্থ! মুখ্য পুরোহিতোং মেং জান তূ।
সেনানিয়োং মেং স্কন্দ, সাগর সব সরোং মেং মান তূ ॥ ১০। ২৪॥

ভৃগু শ্রেষ্ঠ ঋষিয়োং মেং, বচন মেং মৈং সদা ওঁকার হূঁ।
সব স্থাবরোং মেং গিরি হিমালয়, যজ্ঞ মেং জপ- সার হূঁ ॥ ১০। ২৫॥

মুনি কপিল সিদ্ধোং বীচ, নারদ দেব- ঋষিয়োং মেং কহা।

গন্ধর্বগণ মেং চিত্ররথ, তরু- বর্গ মেং পীপল মহা ॥ ১০। ২৬॥

উচ্চৈঃশ্রবা সারে হয়োং মেং, অমৃত- জন্য অনূপ হূঁ।
মৈং হাথিয়োং মেং শ্রেষ্ঠ ঐরাবত, নরোং মেং ভূপ হূঁ ॥ ১০। ২৭॥

সুরধেনু গৌওং মেং, ভুজঙ্গোং বীচ বাসুকি সর্প হূঁ।
মৈং বজ্র শস্ত্রোং মেং, প্রজা উৎপত্তি- কর কন্দর্প হূঁ ॥ ১০। ২৮॥

মৈং পিতর গণ মেং, অর্যমা হূঁ, নাগ- গণ মেং শেষ হূঁ।
যম শাসকোং মেং, জলচরোং মেং বরুণ রূপ বিশেষ হূঁ ॥ ১০। ২৯॥

প্রহ্লাদ দৈত্যোং বীচ, সঙ্খ্যা- সূচকোং মেং কাল হূঁ।
মৈং পক্ষিয়োং মেং গরুড়, পশুওং মেং মৃগেন্দ্র বিশাল হূঁ ॥ ১০। ৩০॥

গঙ্গা নদোং মেং, শস্ত্র- ধারী- বর্গ মেং মৈং রাম হূঁ।
মৈং পবন্ বেগোং বীচ, মীনোং মেং মকর অভিরাম হূঁ ॥ ১০। ৩১॥

মৈং আদি হূঁ মধ্যান্ত হূঁ হে পার্থ! সারে সর্গ কা।
বিদ্যাগণোং মেং ব্রহ্মবিদ্যা, বাদ বাদী- বর্গ কা ॥ ১০। ৩২॥

সারে সমাসোং বীচ দ্বন্দ্ব, অকার বর্ণোং মেং কহা।
মৈং কাল অক্ষয় ঔর অর্জুন বিশ্বমুখ ধাতা মহা ॥ ১০। ৩৩॥

মৈং সর্বহর্তা মৃত্যু, সবকা মূল জো হোঙ্গে অভী।
তিয় বর্গ মেং মেধা ক্ষমা ধৃতি কীর্তি সুধি শ্রী বাক্ ভী ॥ ১০। ৩৪॥

হূঁ সাম মেং মৈং বৃহৎসাম, বসন্ত ঋতুওং মেং কহা।
মঙ্গসির মহীনোং বীচ, গায়ত্রী সুছন্দোং মেং মহা ॥ ১০। ৩৫॥

তেজস্বিয়োং কা তেজ হূঁ মৈং ঔর ছলিয়োং মেং জুআ।
জয় ঔর নিশ্চয়, সত্ব সারে সত্বশীলোং কা হুআ ॥ ১০। ৩৬॥

মৈং বৃষ্ণিয়োং মেং বাসুদেব ব পাণ্ডবোং মেং পার্থ হূঁ।
মৈং মুনিজনোং মেং ব্যাস, কবিয়োং বীচ শুক্র যথার্থ হূঁ ॥ ১০। ৩৭॥

মৈং শাসকোং কা দণ্ড, বিজয়ী কী সুনীতি প্রধান হূঁ।
হূঁ মৌন গুহ্যোং মেং সদা, মৈং জ্ঞানিয়োং কা জ্ঞান হূঁ ॥ ১০। ৩৮॥

ইস ভাঁতি প্রাণীমাত্র কা জো বীজ হৈ, মৈং হূঁ সভী।
মেরে বিনা অর্জুন! চরাচর হৈ নহীং কোঈ কভী ॥ ১০। ৩৯॥

হে পার্থ! দিব্য বিভূতিয়াঁ মেরী অনন্ত অপার হৈং।
কুছ কহ দিয়ে দিগ্দর্শনার্থ বিভূতি কে বিস্তার হৈং ॥ ১০। ৪০॥

জো জো জগৎ মেং বস্তু, শক্তি বিভূতি শ্রীসম্পন্ন হৈং।
বে জান মেরে তেজ কে হী অংশ সে উৎপন্ন হৈং ॥ ১০। ৪১॥

বিস্তার সে ক্যা কাম তুমকো জানলো যহ সার হৈ।

ইস এক মেরে অংশ সে ব্যাপা হুআ সংসার হৈ ॥ ১০। ৪২॥

দসবাং অধ্যায় সমাপ্ত হুআ ॥ ১০॥

হরিগীতা অধ্যায় ১১

গ্যারহবাং অধ্যায়

অর্জুন নে কহা - -
উপদেশ যহ অতি গুপ্ত জো তুমনে কহা করকে দয়া।
অধ্যাত্ম বিষয়ক জ্ঞান সে সব মোহ মেরা মিট গয়া ॥ ১১। ১॥

বিস্তার সে সব সুন লিয়া উৎপত্তি লয় কা তত্ব হৈ।
মৈংনে সুনা সব আপকা অক্ষয় অনন্ত মহত্ব হৈ ॥ ১১। ২॥

হৈং আপ বৈসে আপনে জৈসা কহা হৈ হে প্রভো।
মৈং দেখনা হূং চাহতা ঐশ্বর্যময় উস রূপ কো ॥ ১১। ৩॥

সমঝেং প্রভো যদি আপ, মৈং বহ দেখ সকতা হূঁ সভী।
তো বহ মুঝে যোগেশ! অব্যয রূপ দিখলাদো অভী ॥ ১১। ৪॥

শ্রীভগবান্ নে কহা - -
হে পার্থ! দেখো দিব্য অনুপম বিবিধ বর্ণাকার কে।
শত- শত সহস্রোং রূপ মেরে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কে ॥ ১১। ৫॥

সব দেখ ভারত! রুদ্র বসু অশ্বিনি মরুত আদিত্য ভী।
আশ্চর্য দেখ অনেক অব পহলে ন দেখে জো কভী ॥ ১১। ৬॥

ইস দেহ মেং একত্র সারা জগ চরাচর দেখলে।
জো ঔর চাহে দেখনা ইসমেং বরাবর দেখ লে ॥ ১১। ৭॥

মুঝকো ন অপনী আঁখ সে তুম দেখ পাওগে কভী।
মৈং দিব্য দেতা দৃষ্টি, দেখো যোগ কা বৈভব সভী ॥ ১১। ৮॥

সঞ্জয় নে কহা- -
জব পার্থ সে শ্রীকৃষ্ণ নে ইস ভাঁতি হে রাজন্! কহা।
তব হী দিয়া ঐশ্বর্য- যুক্ত স্বরূপ কা দর্শন মহা ॥ ১১। ৯॥

মুখ নয়ন থে উসমেং অনেকোং হী অনোখা রূপ থা।
পহিনে অনেকোং দিব্য গহনে শস্ত্র- সাজ অনূপ থা ॥ ১১। ১০॥

সীমা- রহিত অদ্ভুত মহা বহ বিশ্বতোমুখ রূপ থা।

ধারণ কিয়ে অতি দিব্য মালা বস্ত্র গন্ধ অনূপ থা। ১১। ১১॥

নভ মেং সহস রবি মিল উদয় হোং প্রভাপুঞ্জ মহান্ হো।
তব উস মহাত্মা কান্তি কে কুছ কুছ প্রকাশ সমান হো॥ ১১। ১২॥

উস দেবদেব শরীর মেং দেখা ধনঞ্জয় নে তভী।
বান্টা বিবিধ বিধ সে জগৎ একত্র উসমেং হৈ সভী॥ ১১। ১৩॥

রোমাঞ্চ তন মেং হো উঠা আশ্চর্য সে মানো জগে।
তব যোং ধনঞ্জয় সির ঝুকা, কর জোড় কর কহনে লগে॥ ১১। ১৪॥

অর্জুন নে কহা - -
ভগবন্! তুম্হারী দেহ মেং মৈং দেখতা সুর- গণ সভী।
মৈং দেখতা হূঁ দেব! ইসমেং প্রাণিয়োং কা সঙ্ঘ ভী॥
শুভ কমল আসন পর ইসী মেং ব্রহ্মদেব বিরাজতে।
ইসমেং মহেশ্বর ঔর ঋষিগণ, দিব্য পন্নগ সাজতে॥ ১১। ১৫॥

বহু বাহু ইসমেং হৈং অনেকোং হী উদরময় রূপ হৈ।
মুখ ঔর আঁখেং হৈং অনেকোং, হরি- স্বরূপ অনূপ হৈ॥
দিখতা ন বিশ্বেশ্বর তুম্হারা আদি মধ্য ন অন্ত হৈ॥

মৈং দেখতা সব ওর ছায়া বিশ্বরূপ অনন্ত হৈ॥ ১১। ১৬॥

পহিনে মুকুট, মঞ্জুল গদা, শুভ চক্র ধরতে আপ হৈং।
হো তেজ- নিধি, সারী দিশা দৈদীপ্ত করতে আপ হৈং॥
তুম দুর্নিরীক্ষ্য় মহান্ অপরম্পার হে ভগবান্ হো॥

সব ওর দিখতে দীপ্ত অগ্নি দিনেশ সম দ্যুতিবান হো॥ ১১। ১৭॥

তুম জাননে কে যোগ্য অক্ষরব্রহ্ম অপরম্পার হো।
জগদীশ! সারে বিশ্ব মণ্ডল কে তুম্হীং আধার হো॥
অব্যয সনাতন ধর্ম কে রক্ষক সদৈব মহান্ হো॥

মেরী সমঝ সে তুম সনাতন পুরুষ হে ভগবান্ হো॥ ১১। ১৮॥

নহিং আদি মধ্য ন অন্ত ঔর অনন্ত বল- ভণ্ডার হৈ।
শশি- সূর্য রূপী নেত্র ঔর অপার ভুজ- বিস্তার হৈ॥
প্রজ্বলিত অগ্নি প্রচণ্ড মুখ মেং দেখতা মৈং ধর রহে॥

সংসার সারা তপ্ত অপনে তেজ সে হরি কর রহে॥ ১১। ১৯॥

নভ ভূমি অন্তর সব দিশা ইস রূপ সে তুম ব্যাপতে।
যহ উগ্র অদ্ভুত রূপ লখি ত্রৈলোক্য থর- থর কাঁপতে॥ ১১। ২০॥

যে আপ হী মেং দেব- বৃন্দ প্রবেশ করতে জা রহে।
ডরতে হুএ কর জোড় জয়- জয় দেব শব্দ সুনা রহে॥
সব সিদ্ধ- সঙ্ঘ মহর্ষিগণ ভী স্বস্তি কহতে আ রহে॥

পঢ় কর বিবিধ বিধ স্তোত্র স্বামিন্ আপকে গুণ গা রহে ॥ ১১। ২১॥

সব রুদ্রগণ আদিত্য বসু হৈং সাধ্যগণ সারে খড়ে।
সব পিতর বিশ্বেদেব অশ্বিনি ঔর সিদ্ধ বড়ে বড়ে ॥
গন্ধর্বগণ রাক্ষস মরুত সমুদায় এবং যক্ষ ভী ॥

মন মেং চকিত হোকর হরে! বে দেখতে তুমকো সভী ॥ ১১। ২২॥

বহু নেত্র মুখবালা মহাবাহো! স্বরূপ অপার হৈ।
হাথোং তথা পৈরোং ব জঙ্ঘা কা বড়া বিস্তার হৈ ॥
বহু উদর ইসমেং ঔর বহু বিকরাল ডাঢ়েং হৈং মহা ॥

ভয়ভীত ইসকো দেখ সব হৈং ভয় মুঝে ভী হো রহা ॥ ১১। ২৩॥

যহ গগনচুম্বী জগমগাতা হরি! অনেকোং রঙ্গ কা।
আঁখেং বড়ী বলতী, খুলা মুখ ভী অনোখে ঢঙ্গ কা ॥
যহ দেখ ঐসা রূপ মৈং মন মেং হরে! ঘবরা রহা ॥

নহিং ধৈর্য ধর পাতা, ন ভগবন্! শান্তি ভী মৈং পা রহা ॥ ১১। ২৪॥

ডাঢ়েং ভয়ঙ্কর দেখ পড়তা মুখ মহাবিকরাল হৈ।
মানো ধধকতী যহ প্রলয়- পাবক প্রচণ্ড বিশাল হৈ ॥

সুখ হৈ ন ঐসে দেখ মুখ, ভূলা দিশায়েং ভী সভী ॥

দেবেশ! জগ- আধার! হে ভগবন্! করো করুণা অভী ॥ ১১। ২৫॥

ধৃতরাষ্ট্র- সুত সব সাথ উনকে যে নৃপতি- সমুদায় ভী।
শ্রী ভীষ্ম দ্রোণাচার্য কর্ণ প্রধান অপনে ভট সভী ॥ ১১। ২৬॥

বিকরাল ডাঢ়োং যুত ভয়ানক আপকে মুখ মেং হরে।
অতিবেগ সে সব দৌড়তে জাতে ধড়াধড় হৈং ভরে ॥
যে দিখ রহে কুছ দাঁত মেং লটকে হুএ রণ- শূর হৈং ॥

ইস ডাঢ় মেং পিস কর অভী জিনকে হুএ শির চূর হৈং ॥ ১১। ২৭॥

জিস ভাঁতি বহু সরিতা- প্রবাহ সমুদ্র প্রতি জাতে বহে।
ঐসে তুম্হারে জ্বাল- মুখ মেং বেগ সে নর জা রহে ॥ ১১। ২৮॥

জিস ভাঁতি জলতী জ্বাল মেং জাতে পতঙ্গে বেগ সে।
যোং মৃত্যু হিত যে নর, মুখোং মেং আপকে জাতে বসে ॥ ১১। ২৯॥

সব ওর সে ইস জ্বালময় মুখ মেং নরোং কো ধর রহে।
দেবেশ! রসনা চাটতে ভক্ষণ সভী কা কর রহে ॥
বিষ্ণো! প্রভাএঁ আপকী অতি উগ্র জগ মেং ছা রহীং ॥

নিজ তেজ সে সংসার সারা হী সুরেশ তপা রহী ॥ ১১। ৩০॥

তুম উগ্র অদ্ভুত রূপধারী কৌন হো বতলাইয়ে।
হে দেবদেব! নমামি দেব! প্রসন্ন অব হো জাইয়ে॥
তুম কৌন আদি স্বরূপ হো, যহ জাননা মৈং চাহতা॥

কুছ ভী ন মুঝকো আপকী ইস দিব্য করনী কা পতা॥ ১১। ৩১॥

শ্রীভগবান্ নে কহা - -
মৈং কাল হূঁ সব লোক- নাশক উগ্র অপনে কো কিয়ে।
আয়া যহাঁ সংসার কা সংহার করনে কে লিয়ে॥
তূ হো ন হো তো ভী ধনঞ্জয়! দেখ বিন তেরে লড়ে॥

যে নষ্ট হোঙ্গে বীরবর যোধা বড়ে সব জো খড়ে॥ ১১। ৩২॥

অতএব উঠ রিপুদল- বিজয় কর, প্রাপ্ত কর সম্মান কো।
ফির ভোগ ইস ধন- ধান্য সে পরিপূর্ণ রাজ্য মহান্ কো॥

হে পার্থ! মৈংনে বীর যে সব মার পহিলে হী দিয়ে॥

আগে বঢ়ো তুম যুদ্ধ মেং বস নাম করনে কে লিয়ে॥ ১১। ৩৩॥

যে ভীষ্ম দ্রোণ তথা জয়দ্রথ কর্ণ যোদ্ধা ঔর ভী।
জো বীরবর হৈং মার পহিলে হী দিয়ে মৈংনে সভী॥
অব মার ইন মারে হুওং কো, বীরবর! ব্যাকুল ন হো॥

কর যুদ্ধ রণ মেং শত্রুওং কো পার্থ! জীতেগা অহো॥ ১১। ৩৪॥

সঞ্জয় নে কহা - -
তব মুকুটধারী পার্থ সুন কেশব- কথন ইস রীতি সে।
অপনে উভয় কর জোড় কর কঁপতে হুএ ভয়ভীত সে॥
নমতে হুএ, গদ্গদ্ গলে সে, ঔর ভী ডরতে হুএ॥

শ্রীকৃষ্ণ সে বোলে বচন, যোং বন্দনা করতে হুএ॥। ১১। ৩৫॥

অর্জুন নে কহা - -
হোতা জগৎ অনুরক্ত হর্ষিত আপকা কীর্তন কিয়ে।
সব ভাগতে রাক্ষস দিশাওং মেং তুম্হারা ভয় লিয়ে॥
নমতা তুম্হেং সব সিদ্ধ- সঙ্ঘ সুরেশ! বারম্বার হৈ॥

হে হৃষীকেশ! সমস্ত যে উনকা উচিত ব্যবহার হৈ॥ ১১। ৩৬॥

তুম ব্রহ্ম কে ভী আদিকারণ ঔর উনসে শ্রেষ্ঠ হো।
ফির হে মহাত্মন! আপকী যোং বন্দনা কৈসে ন হো॥
সংসার কে আধার হো, হে দেবদেব! অনন্ত হো॥

তুম সৎ, অসৎ ইনসে পরে অক্ষর তুম্হীং ভগবন্ত হো॥ ১১। ৩৭॥

ভগবন্! পুরাতন পুরুষ হো তুম বিশ্ব কে আধার হো।
হো আদিদেব তথৈব উত্তম ধাম অপরম্পার হো॥

জ্ঞাতা তুম্হীং হো জাননে কে যোগ্য ভী ভগবন্ত্ হো ॥

সংসার মেং ব্যাপে হুএ হো দেবদেব! অনন্ত হো ॥ ১১। ৩৮॥

তুম বায়ু যম পাবক বরুণ এবং তুম্হীং রাকেশ হো ।
ব্রহ্মা তথা উনকে পিতা ভী আপ হী অখিলেশ হো ॥
হে দেবদেব! প্রণাম দেব! প্রণাম সহসোং বার হো ॥

ফির ফির প্রণাম! প্রণাম! নাথ, প্রণাম! বারম্বার হো ॥ ১১। ৩৯॥

সানন্দ সন্মুখ ঔর পীছে সে প্রণাম সুরেশ! হো ।
হরি বার- বার প্রণাম চারোং ওর সে সর্বেশ! হো ॥
হৈ বীর্য শৌর্য অনন্ত, বলধারী অতুল বলবন্ত হো ॥

ব্যাপে হুএ সবমেং ইসী সে ' সর্ব' হে ভগবন্ত! হো ॥ ১১। ৪০॥

তুমকো সমঝ অপনা সখা জানে বিনা মহিমা মহা ।
যাদব! সখা! হে কৃষ্ণ! প্যার প্রমাদ যা হঠ সে কহা ॥ ১১। ৪১॥

অচ্যুত! হঁসানে কে লিয়ে আহার ঔর বিহার মেং ।
সোতে অকেলে বৈঠতে সবমেং কিসী ব্যবহার মেং ॥ ১১। ৪২॥

সবকী ক্ষমা মৈং মাঙ্গতা জো কুছ হুআ অপরাধ হো ॥।

সংসার মেং তুম অতুল অপরম্পার ঔর অগাধ হো ॥॥ ১১। ৪২॥

সারে চরাচর কে পিতা হৈং আপ জগ- আধার হৈং ।
হৈং আপ গুরুওং কে গুরু অতি পূজ্য অপরম্পার হৈং ॥
ত্রৈলোক্য মেং তুমসা প্রভো! কোঈ কহীং ভী হৈ নহীং ॥

অনুপম অতুল্য প্রভাব বঢ়কর কৌন ফির হোগা কহীং ॥ ১১। ৪৩॥

ইস হেতু বন্দন- যোগ্য ঈশ! শরীর চরণোং মেং কিয়ে ।
মৈং আপকো করতা প্রণাম প্রসন্ন করনে কে লিয়ে ॥
জ্যোং তাত সুত কে, প্রিয় প্রিয়া কে, মিত্র সহচর অর্থ হৈং ॥

অপরাধ মেরা আপ ত্যোং হী সহন হেতু সমর্থ হৈং ॥। ১১। ৪৪॥

যহ রূপ ভগবন্! দেখকর, পহলে ন জো দেখা কভী ।
হর্ষিত হুআ মৈং কিন্তু ভয় সে হৈ বিকল ভী মন অভী ॥
দেবেশ! বিশ্বাধার! দেব! প্রসন্ন অব হো জাইয়ে ॥

হে নাথ! পহলা রূপ হী অপনা মুঝে দিখলাইয়ে ॥ ১১। ৪৫॥

মৈং চাহতা হূঁ দেখনা, তুমকো মুকুট ধারণ কিয়ে ।
হে সহসবাহো! শুভ করোং মেং চক্র ঔর গদা লিয়ে ॥
হে বিশ্বমূর্তে! ফির মুঝে বহ সৌম্য দর্শন দীজিয়ে ॥

বহ হী চতুর্ভুজ রূপ হে দেবেশ! অপনা কীজিয়ে ॥ ১১। ৪৬॥

শ্রীভগবান্ নে কহা - -
হে পার্থ! পরম প্রসন্ন হো তুঝ পর অনুগ্রহ- ভাব সে।
মৈনে দিখায়া বিশ্বরূপ মহান যোগ- প্রভাব সে ॥
যহ পরম তেজোময় বিরাট্ অনন্ত আদি অনূপ হৈ ॥

তেরে সিবা দেখা কিসী নে ভী নহীং যহ রূপ হৈ ॥ ১১। ৪৭॥

হে কুরুপ্রবীর! ন বেদ সে, স্বাধ্যায় যজ্ঞ ন দান সে।
দিখতা নহীং মৈং উগ্র তপ যা ক্রিয়া কর্ম- বিধান সে ॥
মেরা বিরাট্ স্বরূপ ইস নর- লোক মেং অর্জুন! কহীং ॥

অতিরিক্ত তেরে ঔর কোঈ দেখ সকতা হৈ নহীং ॥ ১১। ৪৮॥

যহ ঘোর- রূপ নিহার কর মত মূঢ় ঔর অধীর হো।
ফির রূপ পহলা দেখ, ভয় তজ তুষ্ট মন মেং বীর হো ॥ ১১। ৪৯॥

সঞ্জয় নে কহা - -
যোং কহ দিখায়া রূপ অপনা সৌম্য তন ফির ধর লিয়া।
ভগবান্ নে ভয়ভীত ব্যাকুল পার্থ কো ধীরজ দিয়া ॥ ১১। ৫০॥

অর্জুন নে কহা- -
যহ সৌম্য নর- তন দেখ ভগবন্! মন ঠিকানে আ গয়া।
জিস ভাঁতি পহলে থা বহী অপনী অবস্থা পা গয়া ॥ ১১। ৫১॥

শ্রীভগবান্ নে কহা - -
হে পার্থ! দুর্লভ রূপ যহ জিসকে অভী দর্শন কিয়ে।
সুর ভী তরসতে হৈং ইসী কী লালসা মন মেং লিয়ে ॥ ১১। ৫২॥

দিখতা ন মৈং তপ, দান অথবা যজ্ঞ, বেদোং সে কহীং।
দেখা জিসে তূনে উসে নর দেখ পাতে হৈং নহীং ॥ ১১। ৫৩॥

হে পার্থ! এক অনন্য মেরী ভক্তি সে সম্ভব সভী।
যহ জ্ঞান, দর্শন, ঔর মুঝমেং তত্ব জান প্রবেশ ভী ॥ ১১। ৫৪॥

মেরে লিয়ে জো কর্ম- তৎপর, নিত্য মৎপর, ভক্ত হৈ।
পাতা মুঝে বহ জো সভী সে বৈর হীন বিরক্ত হৈ ॥ ১১। ৫৫॥

গ্যারহবাং অধ্যায় সমাপ্ত হুআ ॥ ১১॥

হরিগীতা অধ্যায় ১২

বারহবাং অধ্যায়

অর্জুন নে কহা - -
অব্যক্ত কো ভজতে কি জো ধরতে তুম্হারা ধ্যান হৈং ।
ইন যোগিয়োং মেং যোগবেত্তা কৌন শ্রেষ্ঠ মহান হৈং ॥ ১২ । ১ ॥

শ্রীভগবান্ নে কহা - -
কহতা উন্হেং মৈং শ্রেষ্ঠ মুঝমেং চিত্ত জো ধরতে সদা ।
জো যুক্ত হো শ্রদ্ধা- সহিত মেরা ভজন করতে সদা ॥ ১২ । ২ ॥

অব্যক্ত, অক্ষর, অনির্দেশ্য, অচিন্ত্য নিত্য স্বরূপ কো ।
ভজতে অচল, কূটস্থ, উত্তম সর্বব্যাপী রূপ কো ॥ ১২ । ৩ ॥

সব ইন্দ্রিয়াঁ সাধে সদা সমবুদ্ধি হী ধরতে হুএ ।
পাতে মুঝে বে পার্থ প্রাণী মাত্র হিত করতে হুএ ॥ ১২ । ৪ ॥

অব্যক্ত মেং আসক্ত জো হোতা উন্হেং অতি ক্লেশ হৈ ।
পাতা পুরুষ যহ গতি, সহন করকে বিপত্তি বিশেষ হৈ ॥ ১২ । ৫ ॥

হো মৎপরায়ণ কর্ম সব অর্পণ মুঝে করতে হুএ ।
ভজতে সদৈব অনন্য মন সে ধ্যান জো ধরতে হুএ ॥ ১২ । ৬ ॥

মুঝমেং লগাতে চিত্ত উনকা শীঘ্র কর উদ্ধার মৈং ।
ইস মৃত্যুময় সংসার সে বেড়া লগাতা পার মৈং ॥ ১২ । ৭ ॥

মুঝমেং লগালে মন, মুঝী মেং বুদ্ধি কো রখ সব কহীং ।
মুঝমেং মিলেগা ফির তভী ইসমেং কভী সংশয় নহীং ॥ ১২ । ৮ ॥

মুঝমেং ধনঞ্জয়! জো ন ঠীক প্রকার মন পাও বসা ।
অভ্যাস- যোগ প্রয়ত্ন সে মেরী লগালো লালসা ॥ ১২ । ৯ ॥

অভ্যাস ভী হোতা নহীং তো কর্ম কর মেরে লিয়ে ।
সব সিদ্ধি হোগী কর্ম ভী মেরে লিয়ে অর্জুন! কিয়ে ॥ ১২ । ১০ ॥

যহ ভী ন হো তব আসরা মেরা লিয়ে কর যোগ হী।
কর চিত্ত-সংয়ম কর্মফল কে ত্যাগ সারে ভোগ হী॥ ১২। ১১॥

অভ্যাস পথ সে জ্ঞান উত্তম জ্ঞান সে গুরু ধ্যান হৈ।
গুরু ধ্যান সে ফলত্যাগ করতা ত্যাগ শান্তি প্রদান হৈ॥ ১২। ১২॥

বিন দ্বেষ সারে প্রাণিয়োং কা মিত্র করুণাবান্ হো।
সম দুঃখসুখ মেং মদ ন মমতা ক্ষমাশীল মহান্ হো॥ ১২। ১৩॥

জো তুষ্ট নিত মন বুদ্ধি সে মুঝমেং হুআ আসক্ত হৈ।
দৃঢ় নিশ্চয়ী হৈ সংয়মী প্যারা মুঝে বহ ভক্ত হৈ॥ ১২। ১৪॥

পাতে ন জিসসে ক্লেশ জন উনসে ন পাতা আপ হী।

ভয় ক্রোধ হর্ষ বিষাদ বিন প্যারা মুঝে হৈ জন বহী॥ ১২। ১৫॥

জো শুচি উদাসী দক্ষ হৈ জিসকো ন দুখ বাধা রহী।
ইচ্ছা রহিত আরম্ভ ত্যাগী ভক্ত প্রিয় মুঝকো বহী॥ ১২। ১৬॥

করতা ন দ্বেষ ন হর্ষ জো বিন শোক হৈ বিন কামনা।
ত্যাগে শুভাশুভ ফল বহী হৈ ভক্ত প্রিয় মুঝকো ঘনা॥ ১২। ১৭॥

সম শত্রু মিত্রোং সে সদা অপমান মান সমান হৈ।
শীতোষ্ণ সুখ-দুখ সম জিসে আসক্তি বিন মতিমান হৈ॥ ১২। ১৮॥

নিন্দা প্রশংসা সম জিসে মৌনী সদা সন্তুষ্ট হী।
অনিকেত নিশ্চল বুদ্ধিময় প্রিয় ভক্ত হৈ মুখকো বহী॥ ১২। ১৯॥

জো মৎপরায়ণ ইস সুধাময় ধর্ম মেং অনুরক্ত হৈং।
বে নিত্য শ্রদ্ধাবান জন মেরে পরম প্রিয় ভক্ত হৈং॥ ১২। ২০॥

হরিগীতা অধ্যায় ১৩

তেরহবাং অধ্যায়

শ্রী ভগবান্ বোলে -
কৌন্তেয়, যহ তন ক্ষেত্র হৈ জ্ঞানী বতাতে হৈং যহী।
জো জানতা ইস ক্ষেত্র কো ক্ষেত্রজ্ঞ কহলাতা বহী ॥ ১৩। ১ ॥

হে পার্থ, ক্ষেত্রোং মেং মুঝে ক্ষেত্রজ্ঞ জান মহান তূ।
ক্ষেত্রজ্ঞ এবং ক্ষেত্র কা সব জ্ঞান মেরা জান তূ ॥ ১৩। ২ ॥

বহ ক্ষেত্র জো, জৈসা, জহাঁ সে, জিন বিকারোং-যুত, সভী।
সঙ্ক্ষেপ মেং সুন, জিস প্রভাব সমেত বহ ক্ষেত্রজ্ঞ ভী ॥ ১৩। ৩ ॥

বহু ভাঁতি ঋষিয়োং ঔর ছন্দোং সে অনেক প্রকার সে।
গায়া পদোং মেং ব্রহ্মসূত্রোং কে সহেতু বিচার সে ॥ ১৩। ৪ ॥

মন বুদ্ধি এবং মহাভূত প্রকৃতি অহঙ্কৃত ভাব ভী।
পাঁচোং বিষয় সব ইন্দ্রিয়োং কে ঔর ইন্দ্রিয়গণ সভী ॥ ১৩। ৫ ॥

সুখ-দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ ধৃত্তি সঙ্ঘাত এবং চেতনা।
সঙ্ক্ষেপ মেং যহ ক্ষেত্র হৈ সমুদায় জো ইনকা বনা ॥ ১৩। ৬ ॥

অভিমান দম্ভ অভাব, আর্জব, শৌচ, হিংসাহীনতা।
থিরতা, ক্ষমা, নিগ্রহ তথা আচার্য-সেবা দীনতা ॥ ১৩। ৭ ॥

ইন্দ্রিয়-বিষয়-বৈরাগ্য এবং মদ সদৈব নিবারনা।
জীবন, জরা, দুখ, রোগ। মৃত্যু সদোষ নিত্য বিচারনা ॥ ১৩। ৮ ॥

নহিং লিপ্ত নারী পুত্র মেং, সব ত্যাগনা ফল-বাসনা।
নিত শুভ অশুভ কী প্রাপ্তি মেং ভী একসা রহনা বনা ॥ ১৩। ৯ ॥

মুঝমেং অনন্য বিচার সে ব্যভিচার বিরহিত ভক্তি হো।
একান্ত কা সেবন, ন জন সমুদায় মেং আসক্তি হো ॥ ১৩। ১০ ॥

অধ্যাত্মজ্ঞান ব তত্ত্বজ্ঞান বিচার, যহ সব জ্ঞান হৈ।
বিপরীত ইনকে ঔর জো কুছ হৈ সভী অজ্ঞান হৈ ॥ ১৩। ১১ ॥

অব বহ বতাতা জ্ঞেয় জিসকে জ্ঞান সে নিস্তার হৈ।
নহিং সৎ অসৎ, পরব্রহ্ম তো অনাদি ঔর অপার হৈ ॥ ১৩। ১২ ॥

সর্বত্র উসকে পাণি পদ সির নেত্র মুখ সব ওর হী।
সব ওর উসকে কান হৈং, সর্বত্র ফৈলা হৈ বহী ॥ ১৩। ১৩ ॥

ইন্দ্রিয়-গুণোং কা ভাস উসমেং কিন্তু ইন্দ্রিয়-হীন হৈ।
হো অলগ জগ-পালক, নির্গুণ হোকর গুণোং মেং লীন হৈ ॥ ১৩। ১৪ ॥

ভীতর ব বাহর প্রাণিয়োং মেং দূর ভী হৈ পাস ভী
বহ চর অচর অতি সূক্ষ্ম হৈ জানা নহীং জাতা কভী ॥ ১৩। ১৫ ॥

অবিভক্ত হোকর প্রাণিয়োং মেং বহ বিভক্ত সদৈব হৈ।
বহ জ্ঞেয় পালক ঔর নাশক জন্মদাতা দেব হৈ ॥ ১৩। ১৬ ॥

বহ জ্যোতিয়োং কী জ্যোতি হৈ, তম সে পরে হৈ, জ্ঞান হৈ।
সব মেং বসা হৈ, জ্ঞেয় হৈ, বহ জ্ঞানগম্য মহান্ হৈ ॥ ১৩। ১৭ ॥

যহ ক্ষেত্র, জ্ঞান, মহান্ জ্ঞেয়, কহা গয়া সঙ্ক্ষেপ সে।
হে পার্থ, ইসকো জান মেরা ভক্ত মুঝমেং আ বসে ॥ ১৩। ১৮ ॥

যহ প্রকৃতি এবং পুরুষ দোনোং হী অনাদি বিচার হৈং।
পৈদা প্রকৃতি সে হী সমঝ, গুণ তীন ঔর প্রকার হৈং ॥ ১৩। ১৯ ॥

হৈ কার্য এবং করণ কী উৎপত্তি কারণ প্রকৃতি হী।
ইস জীব কো কারণ কহা, সুখ-দুঃখ ভোগ নিমিত্ত হী ॥ ১৩। ২০ ॥

রহকর প্রকৃতি মেং নিত পুরুষ, করতা প্রকৃতি-গুণ ভোগ হৈ।
অচ্ছী বুরী সব যোনিয়াঁ, দেতা যহী গুণ-যোগ হৈ ॥ ১৩। ২১ ॥

দ্রষ্টা ব অনুমন্তা সদা, ভর্তা প্রভোক্তা শিব মহা।
ইস দেহ মেং পরমাত্মা, উস পর-পুরুষ কো হৈ কহা ॥ ১৩। ২২ ॥

ঐসে পুরুষ এবং প্রকৃতি কো, গুণ সহিত জো জান লে।
বরতাব কৈসা ভী করে বহ জন্ম ফির জগ মেং ন লে ॥ ১৩। ২৩ ॥

কুছ আপ হী মেং আপ আত্মা দেখতে হৈং ধ্যান সে ।
কুছ কর্ম-যোগী কর্ম সে, কুছ সাঙ্খ্য-যোগী জ্ঞান সে ॥ ১৩। ২৪ ॥

সুন দূসরোং সে হী কিয়া করতে ভজন অনজান হৈং ।
তরতে অসংশয় মৃত্যু বে, শ্রুতি মেং লগে মতিমান্ হৈং ॥ ১৩। ২৫ ॥

জানো চরাচর জীব জো পৈদা হুএ সংসার মেং ।
সব ক্ষেত্র ঔর ক্ষেত্রজ্ঞ কে সংয়োগ সে বিস্তার মেং ॥ ১৩। ২৬ ॥

অবিনাশি, নশ্বর সর্বভূতোং মেং রহে সম নিত্য হী ।
ইস ভাঁতি ঈশ্বর কো পুরুষ জো দেখতা দেখে বহী ॥ ১৩। ২৭ ॥

জো দেখতা সমভাব সে ঈশ্বর সভী মেং ব্যাপ্ত হৈ ।
করতা ন অপনী ঘাত হৈ, করতা পরমপদ প্রাপ্ত হৈ ॥ ১৩। ২৮ ॥

করতী প্রকৃতি সব কর্ম, আত্মা হৈ অকর্তা নিত্য হী ।
ইস ভাঁতি সে জো দেখতা হৈ, দেখতা হৈ জন বহী ॥ ১৩। ২৯ ॥

জব প্রাণিয়োং কী ভিন্নতা জন এক মেং দেখে সভী ।
বিস্তার দেখে এক সে হী, ব্রহ্ম কো পাতা তভী ॥ ১৩। ৩০ ॥

যহ ঈশ অব্যয, নির্গুণ ঔর অনাদি হোনে সে সদা ।
করতা ন হোতা লিপ্ত হৈ, রহ দেহ মেং ভী সর্বদা ॥ ১৩। ৩১ ॥

নভ সর্বব্যাপী সূক্ষ্ম হোনে সে ন জৈসে লিপ্ত হো ।
সর্বত্র আত্মা দেহ মেং রহকর ন বৈসে লিপ্ত হো ॥ ১৩। ৩২ ॥

জ্যোং এক রবি সম্পূর্ণ জগ মেং তেজ ভরতা হৈ সদা ।
যোং হী প্রকাশিত ক্ষেত্র কো ক্ষেত্রজ্ঞ করতা সর্বদা ॥ ১৩। ৩৩ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞ এবং ক্ষেত্র অন্তর, জ্ঞান সে সমঝেং সহী ।
সমঝেং প্রকৃতি সে ছূটনা, জো ব্রহ্ম কো পাতে বহী ॥ ১৩। ৩৪ ॥

ওঁ তৎসদিতি ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥

তেরহবাঁ অধ্যায় সমাপ্ত হুআ ॥ ১৩ ॥

হরিগীতা অধ্যায় ১৪

চৌদহবাঁ অধ্যায়

শ্রী ভগবান্ বোলে
অতিশ্রেষ্ঠ জ্ঞানোং মেং বতাতা জ্ঞান মৈং অব ঔর ভী ।
মুনি পা গয়ে হৈং সিদ্ধি জিসকো জানকর জগ মেং সভী ॥ ১৪। ১ ॥

ইস জ্ঞান কা আশ্রয় লিএ জো রূপ মেরা হো রহেং ।
উৎপত্তি-কাল ন জন্ম লেং, লয়-কাল মেং ন ব্যথা সহেং ॥ ১৪। ২ ॥

ইস প্রকৃতি অপনী যোনি মেং, মৈং গর্ভ রখতা হূঁ সদা ।
উৎপন্ন হোতে হৈং উসীসে সর্ব প্রাণী সর্বদা ॥ ১৪। ৩ ॥

সব যোনিয়োং মেং মূর্তিয়োং কে জো অনেকোং রূপ হৈং ।
মৈং বীজ-প্রদ পিতা হূঁ, প্রকৃতি যোনি অনূপ হৈং ॥ ১৪। ৪ ॥

পৈদা প্রকৃতি সে সত্ব, রজ, তম ত্রিগুণ কা বিস্তার হৈ ।
ইস দেহ মেং যে জীব কো লেং বান্ধ, জো অবিকার হৈ ॥ ১৪। ৫ ॥

অবিকার সতগুণ হৈ প্রকাশক, ক্যোংকি নির্মল আপ হৈ ।
যহ বান্ধ লেতা জীব কো সুখ জ্ঞান সে নিষ্পাপ হৈ ॥ ১৪। ৬ ॥

জানো রজোগুণ রাগময়, উৎপন্ন তৃষ্ণা সঙ্গ সে ।
বহ বান্ধ লেতা জীব কো কৌন্তেয়, কর্ম-প্রসঙ্গ সে ॥ ১৪। ৭ ॥

অজ্ঞান সে উৎপন্ন তম সব জীব কো মোহিত করে ।
আলস্য, নীন্দ, প্রমাদ সে যহ জীব কো বন্ধিত করে ॥ ১৪। ৮ ॥

সুখ মেং সতোগুণ, কর্ম মেং দেতা রজোগুণ সঙ্গ হৈ ।
ঢ়ক কর তমোগুণ জ্ঞান কো, দেতা প্রমাদ প্রসঙ্গ হৈ ॥ ১৪। ৯ ॥

রজ তম দবেং তব সত্ব গুণ, তম সত্ব দবতে রজ বঢ়এ ।
রজ সত্ব দবতে হী তমোগুণ দেহধারী পর চঢ়এ ॥। ১৪। ১০ ॥

জব দেহ কী সব ইন্দ্রিয়োং মেং জ্ঞান কা হো চাঁদনা ।
তব জান লেনা চাহিএ তন মেং সতোগুণ হৈ ঘনা ॥ ১৪। ১১ ॥

তৃষ্ণা অশান্তি প্রবৃত্তি হোকর মন প্রলোভন মেং পড়এ ।
আরম্ভ হোতে কর্ম কে অর্জুন, রজোগুণ জব বঢ়এ ॥ ১৪। ১২ ॥

কৌন্তেয়, মোহ প্রমাদ হো, জব হো ন মন মেং চাঁদনা ।
উৎপন্ন হো আলস্য জব, হোতা তমোগুণ হৈ ঘনা ॥ ১৪। ১৩ ॥

ইস দেহ মেং যদি সত্বগুণ কী বৃদ্ধি মরতে কাল হৈ ।
তো প্রাপ্ত করতা জ্ঞানিয়োং কা শুদ্ধ লোক বিশাল হৈ ॥ ১৪। ১৪ ॥

রজ-বৃদ্ধি মেং মর, দেহ কর্মাসক্ত পুরুষোং মেং ধরে ।
জড় যোনিয়োং মেং জন্মতা, যদি জন তমোগুণ মেং মরে ॥ ১৪। ১৫ ॥

ফল পুণ্য কর্মোং কা সদা শুভ শ্রেষ্ঠ সাত্বিক জ্ঞান হৈ ।
ফল দুখ রজোগুণ কা, তমোগুণ-ফল সদা অজ্ঞান হৈ ॥ ১৪। ১৬ ॥

উৎপন্ন সত সে জ্ঞান, রজ সে নিত্য লোভ প্রধান হৈ।
হৈ মোহ ঔর প্রমাদ তমগুণ সে সদা অজ্ঞান হৈ ॥ ১৪। ১৭ ॥

সাত্বিক পুরুষ স্বর্গাদি মেং, নরলোক মেং রাজস বসেং।
জো তামসী গুণ মেং বসেং, বে জন অধোগতি মেং ফঁসেং ॥ ১৪। ১৮ ॥

কর্তা ন কোঈ তজ ত্রিগুণ, যহ দেখতা দ্রষ্টা জভী।
জানে গুণোং সে পার জব, পাতা মুঝে হৈ জন তভী ॥ ১৪। ১৯ ॥

জো দেহধারী, দেহ-কারণ পার যে গুণ তীন হো।
ছুট জন্ম মৃত্যু জরাদি দুখ সে, বহ অমৃত মেং লীন হো ॥ ১৪। ২০ ॥

অর্জুন বোলে
লক্ষণ কহো উনকে প্রভো, জন জো ত্রিগুণ সে পার হৈং।
কিস ভাঁতি হোতে পার, ক্যা উনকে কহো আচার হৈং ॥ ১৪। ২১ ॥

শ্রী ভগবান্ বোলে
পাকর প্রকাশ, প্রবৃত্তি, মোহ, ন পার্থ, ইনসে দ্বেষ হৈ।
যদি হোং নহীং বে প্রাপ্ত, উনকী লালসা ন বিশেষ হৈ ॥ ১৪। ২২ ॥

রহতা উদাসীন-সা গুণোং সে, হোএ নহীং বিচলিত কহীং।
সব ত্রিগুণ করতে কার্য হৈং, যহ জান জো ডিগতা নহীং ॥ ১৪। ২৩ ॥

হৈ স্বস্থ, সুখ-দুখ সম জিসে, সম ঢেল পত্থর স্বর্ণ ভী।
জো ধীর, নিন্দাস্তুতি জিসে সম, তুল্য অপ্রিয়-প্রিয় সভী ॥ ১৪। ২৪ ॥

সম বন্ধু বৈরী হৈং জিসে অপমান মান সমান হৈ।
আরম্ভ ত্যাগে জো সভী, বহ গুণাতীত মহান হৈ ॥ ১৪। ২৫ ॥

জো শুদ্ধ নিশ্চল ভক্তি সে ভজতা মুঝে হৈ নিত্য হী।
তীনোং গুণোং সে পার হোকর ব্রহ্ম কো পাতা বহী ॥ ১৪। ২৬ ॥

অব্যয অমৃত মৈং ঔর মৈং হী ব্রহ্মরূপ মহান হূঁ।
মৈং হী সনাতন ধর্ম ঔর অপার মোদ-নিধান হূঁ ॥ ১৪। ২৭ ॥

ওঁ তৎসদিতি চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥

চৌদহবাঁ অধ্যায় সমাপ্ত হুআ ॥ ১৪ ॥

হরিগীতা অধ্যায় ১৫

পন্দ্রহবা অধ্যায়

শ্রী ভগবান্ নে কহা --
হৈ মূল ঊপর শাখ নীচে পত্র জিসকে বেদ হৈং ।
বে বেদবিৎ জো জানতে অশ্বত্থ - অব্যয - ভেদ হৈং ॥ ১৫। ১॥

পল্লব বিষয়, গুণ সে পলী অধ- ঊর্ধ্ব শাখা ছা রহীং ।
নর- লোক মেং নীচে জড়এং কর্মানুবন্ধী জা রহীং ॥ ১৫। ২॥

উসকা যহাং মিলতা স্বরূপ ন আদি মধ্যাধার সে ।
দৃঢমূল যহ অশ্বত্থ কাট অসঙ্গ শস্ত্র- প্রহার সে ॥ ১৫। ৩॥

ফির বহ নিকালো ঢূণ্ঢকর পদ শ্রেষ্ঠ ঠীক প্রকার সে ।
কর প্রাপ্ত জিসকো ফির ন লৌটে, ছূটকর সংসার সে ॥

মৈং শরণ উসকী হূঁ পুরুষ জো আদি ঔর মহান হৈ ।
উৎপন্ন জিসসে সব পুরাতন যহ প্রবৃত্তি- বিধান হৈ ॥ ১৫। ৪॥

জীতা জিন্হোহাংনে সঙ্গ- দোষ ন মোহ জিনমেং মান হৈ ।
মন মেং সদা জিনকে জগা অধ্যাত্ম- জ্ঞান প্রধান হৈ ॥

জিনমেং ন কোঈ কামনা সুখ- দুঃখ ঔর ন দ্বন্দ্ব হী ।
অব্যয পরমপদ কো সদা জ্ঞানী পুরুষ পাতে বহী । ১৫। ৫॥

জিসমেং ন সূর্য প্রকাশ চন্দ্র ন আগ হী কা কাম হৈ ।
লৌটে ন জন জিসমেং পহুঁচ মেরা বহী পর ধাম হৈ ॥ ১৫। ৬॥

ইস লোক মেং মেরা সনাতন অংশ হৈ যহ জীব হী ।
মন কে সহিত ছে প্রকৃতিবাসী খীঞ্চতা ইন্দ্রিয় বহী ॥ ১৫। ৭॥

জব জীব লেতা দেহ অথবা ত্যাগতা সম্বন্ধ কো ।
করতা গ্রহণ ইনকো সুমন সে বায়ু জৈসে গন্ধ কো ॥ ১৫। ৮॥

রসনা, ত্বচা, দৃগ, কান এবং নাক, মন- আশ্রয় লিয়ে ।
যহ জীব সব সেবন কিয়া করতা বিষয় নির্মিত কিয়ে ॥ ১৫। ৯॥

জাতে হুএ তন ত্যাগ, রহতে, ভোগতে গুণযুক্ত ভী ।
জানেং ন ইসকো মূঢ় মানব, জানতে জ্ঞানী সভী ॥ ১৫। ১০॥

কর যত্ন যোগী আপমেং ইসকো বসা পহিচানতে ।
পর যত্ন করকে ভী ন মূঢ় অশুদ্ধ- আত্মা জানতে ॥ ১৫। ১১॥

জিসসে প্রকাশিত হৈ জগৎ, জো তেজ দিব্য দিনেশ মেং ।
বহ তেজ মেরা তেজ হৈ জো অগ্নি মেং রাকেশ মেং ॥ ১৫। ১২॥

ক্ষিতি মেং বসা নিজ তেজ সে মৈং প্রাণিয়োং কো ধর রহা ।
রস রূপ হোকর সোম সারী পুষ্ট ঔষধি কর রহা ॥ ১৫। ১৩॥

মৈং প্রাণিয়োং মেং বস রহা হো রূপ বৈশ্বানর মহা।
পাচন চতুর্বিধি অন্ন প্রাণাপান- যুত হো কর রহা॥ ১৫। ১৪॥

সুধি জ্ঞান ঔর অপোহ মুঝসে মৈং সভী মেং বস রহা।
বেদান্তকর্তা বেদবেদ্য সুবেদবিৎ মুঝকো কহা॥ ১৫। ১৫॥

ইস লোক মেং ক্ষর ঔর অক্ষর দো পুরুষ হৈং সর্বদা।
ক্ষর সর্ব ভূতোং কো কহা কূটস্থ হৈ অক্ষর সদা॥ ১৫। ১৬॥

কহতে জিসে পরমাত্মা উত্তম পুরুষ ইনসে পরে।
ত্রৈলোক্য মেং রহ ঈশ অব্যয সর্ব জগ পোষণ করে॥ ১৫। ১৭॥

ক্ষর ঔর অক্ষর সে পরে মৈং শ্রেষ্ঠ হূং সংসার মেং।
ইস হেতু পুরুষোত্তম কহায়া বেদ লোকাচার মেং॥ ১৫। ১৮॥

তজ মোহ পুরুষোত্তম মুঝে জো পার্থ! লেতা জ্ঞান হৈ।
সব ভাঁতি বহ সর্বজ্ঞ হো ভজতা মুঝে মতিমান্ হৈ॥ ১৫। ১৯॥

মৈংনে কহা যহ গুপ্ত সে ভী গুপ্ত জ্ঞান মহান্ হৈ।
যহ জানকর করতা সদা জীবন সফল মতিমান্ হৈ॥ ১৫। ২০॥

পন্দ্রহবাং অধ্যায় সমাপ্ত হুআ।

হরিগীতা অধ্যায় ১৬

সোলহবাং অধ্যায়

শ্রী ভগবান্ নে কহা --
ভয়- হীনতা, দম, সত্ত্ব কী সংশুদ্ধি, দৃঢ়তা জ্ঞান কী।
তন- মন- সরলতা, যজ্ঞ, তপ, স্বাধ্যায়, সাত্বিক দান ভী॥ ১৬। ১॥

মৃদুতা, অহিংসা, সত্য, করুণা, শান্তি, ক্রোধ- বিহীনতা।
লজ্জা, অচঞ্চলতা, অনিন্দা, ত্যাগ তৃষ্ণাহীনতা॥ ১৬। ২॥

ধৃতি, তেজ, পাবনতা, ক্ষমা, অদ্রোহ, মান- বিহীনতা।
যে চিন্হ উনকে পার্থ! জিনকো প্রাপ্ত দৈবী সম্পদা॥ ১৬। ৩॥

মদ, মান, মিথ্যাচার, ক্রোধ, কঠোরতা, অজ্ঞান ভী।
যে আসুরী সম্পত্তি মেং জন্মে হুএ পাতে সভী॥ ১৬। ৪॥

দে মোক্ষ দৈবী, বাঁধতী হৈ আসুরী সম্পত্তি যে।
মত শোক অর্জুন! কর হুআ তূ দৈব- সম্পদ্ কো লিয়ে॥ ১৬। ৫॥

দো ভাঁতি কী হৈ সৃষ্টি দৈবী, আসুরী সংসার মেং ।
সুন আসুরী অব পার্থ! দৈবী কহ চুকা বিস্তার মেং ॥ ১৬। ৬॥

ক্যা হৈ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি! জগ মেং জানতে আসুর নহীং ।
আচার, সত্য, বিশুদ্ধতা হোতী নহীং উনমেং কহীং ॥ ১৬। ৭॥

কহতে অসুর ঝূঠা জগৎ, বিন ঈশ বিন আধার হৈ ।
কেবল পরস্পর যোগ সে বস ভোগ- হিত সংসার হৈ ॥ ১৬। ৮॥

ইস দৃষ্টি কো ধর, মূঢ়, নর, নষ্টাত্ম, রত অপকার মেং ।
জগ- নাশ হিত বে ক্রূর- কর্মী জন্মতে সংসার মেং ॥ ১৬। ৯॥

মদ মান দম্ভ- বিলীন, কাম অপূর কা আশ্রয় লিয়ে ।
বর্তেং অশুচি নর মোহ বশ হোকর অসৎ আগ্রহ কিয়ে ॥ ১৬। ১০॥

উনমেং মরণ পর্যন্ত চিন্তাএঁ অনন্ত সদা রহেং ।
বে ভোগ- বিষয়োং মেং লগে আনন্দ উস হী কো কহেং ॥ ১৬। ১১॥

আশা কুবন্ধন মেং বঁধে, ধুন ক্রোধ এবং কাম কী ।
সুখ- ভোগ হিত অন্যায় সে ইচ্ছা করেং ধন ধাম কী ॥ ১৬। ১২॥

যহ পা লিয়া অব বহ মনোরথ সিদ্ধ কর লূঙ্গা সভী ।
যহ ধন হুআ মেরা মিলেগা ঔর ভী আগে অভী ॥ ১৬। ১৩॥

যহ শত্রু মৈংনে আজ মারা, কল হনূঙ্গা ঔর ভী ।
ভোগী, সুখী, বলবান, ঈশ্বর, সিদ্ধ হূঁ, মৈং হী সভী ॥ ১৬। ১৪॥

শ্রীমান্ ঔর কুলীন মৈং হূং কৌন মুঝসে ঔর হৈং ।
মখ, দান, সুখ ভী মৈং করূঁগা, মূঢ়তা- মোহিত কহেং ॥ ১৬। ১৫॥

ভূলে অনেকোং কল্পনা মেং মোহ- বন্ধন বীচ হৈং ।
বে কাম- ভোগোং মেং ফঁসে পড়তে নরক মেং নীচ হৈং ॥ ১৬ । ১৬॥

ধন, মান, মদ মেং মস্ত, ঐণ্ঠূ নিজ- প্রশংসক অজ্ঞ হৈং ।
বে দম্ভ সে বিধিহীন করতে নাম হী কো যজ্ঞ হৈং ॥ ১৬। ১৭॥

বল, কাম ক্রোধ, ঘমণ্ড বশ, নিন্দা করেং মদ সে তনে ।
সব মেং ব অপনে মেং বসে মুঝ দেব কে দ্বেষী বনে ॥ ১৬। ১৮॥

জো হৈং নরাধম ক্রূর দ্বেষী লীন পাপাচার মেং ।
উনকো গিরাতা নিত্য আসুর যোনি মেং সংসার মেং । ১৬। ১৯॥

বে জন্ম- জন্ম সদৈব আসুর যোনি হী পাতে রহেং ।
মুঝকো ন পাকর অন্ত মেং অতি হী অধোগতি কো গহেং ॥ ১৬। ২০॥

যে কাম লালচ ক্রোধ তীনোং হী নরক কে দ্বার হৈং ।
ইস হেতু তীনোং আত্ম- নাশক ত্যাজ্য সর্বপ্রকার হৈং ॥ ১৬। ২১॥

ইন নরক দ্বারোং সে পুরুষ জো মুক্ত পার্থ! সদৈব হী ।
শুভ আচরণ নিজ হেতু করতা পরমগতি পাতা বহী ॥ ১৬। ২২॥

জো শাস্ত্রবিধি কো ছোড়, করতা কর্ম মনমানে সভী ।
বহ সিদ্ধি, সুখ অথবা পরমগতি কো ন পাতা হৈ কভী ॥ ১৬। ২৩॥

ইস হেতু কার্য- অকার্য- নির্ণয় মান শাস্ত্র- প্রমাণ হী ।
করনা কহা জো শাস্ত্র মেং হৈ, জানকর বহ, কর বহী ॥ ১৬। ২৪॥

সোলহবাং অধ্যায় সমাপ্ত হুআ ।

হরিগীতা অধ্যায় ১৭

সত্রহবাং অধ্যায়

অর্জুন নে কহা --
করতে যজন জো শাস্ত্রবিধি কো ছোড় শ্রদ্ধাযুক্ত হো ।
হে কৃষ্ণ! উনকী সত্ত্ব, রজ, তম কৌনসী নিষ্ঠা কহো ॥ ১৭। ১॥

শ্রীভগবান্ নে কহা --
শ্রদ্ধা স্বভাবজ প্রাণিয়োং মেং পার্থ! তীন প্রকার সে ।
সুন সাত্বিকী ভী রাজসী ভী তামসী বিস্তার সে ॥ ১৭। ২॥

শ্রদ্ধা সভী মেং সত্ব সম, শ্রদ্ধা স্বরূপ মনুষ্য হৈ ।
জিসকী রহে জিস ভাঁতি শ্রদ্ধা বহ উসী- সা নিত্য হৈ ॥ ১৭। ৩॥

সাত্বিক সুরোং কা, যক্ষ রাক্ষস কা যজন রাজস করেং ।
নিত ভূত প্রেতোং কা যজন জন তামসী মন মেং ধরেং ॥ ১৭। ৪॥

জো ঘোর তপ তপতে পুরুষ হৈং শাস্ত্র- বিধি সে হীন হো ।
মদ- দম্ভ- পূরিত, কামনা বল রাগ কে আধীন হো ॥ ১৭। ৫॥

তন পঞ্চ- ভূতোং কো, মুঝে ভী - - - দেহ মেং জো বস রহা ।
জো কষ্ট দেতে জান উনকো মূঢ়মতি আসুর মহা ॥ ১৭। ৬॥

হে পার্থ! প্রিয় সবকো সদা আহার তীন প্রকার সে ।
ইস ভাঁতি হী তপ দান মখ ভী হৈং, সুনো বিস্তার সে ॥ ১৭। ৭॥

দেং আয়ু, সাত্বিকবুদ্ধি, বল, সুখ, প্রীতি এবং স্বাস্থ্য ভী ।
রসময় চিরস্থির হৃদ্য চিকনে খাদ্য সাত্বিক প্রিয় সভী ॥ ১৭। ৮॥

নমকীন, কটু, খট্টে, গরম, রূখে ব দাহক, তীক্ষ্ণ হী।
দুখ- শোক- রোগদ খাদ্য, প্রিয় হৈং রাজসী কো নিত্য হী ॥ ১৭। ৯॥

রুখা হুআ কুছ কাল কা, রসহীন বাসী যা সড়া।
নর তামসী অপবিত্র ভোজন ভোগতে জূঠা পড়া ॥ ১৭। ১০॥

ফল- আশ তজ, জো শাস্ত্র বিধিবৎ, মানকর কর্তব্য হী।
অতিশান্ত মন করকে কিয়া হো, যজ্ঞ সাত্ত্বিক হৈ বহী ॥ ১৭। ১১॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সদৈব হী ফল- বাসনা জিসমেং বসী।
দম্ভাচরণ হিত জো কিয়া বহ যজ্ঞ জানো রাজসী ॥ ১৭। ১২॥

বিধি- অন্নদান- বিহীন জো, বিন দক্ষিণা কে হো রহা।
বিন মন্ত্র- শ্রদ্ধা, যজ্ঞ জো বহ তামসী জাতা কহা ॥ ১৭। ১৩॥

সুর দ্বিজ তথা গুরু প্রাজ্ঞ পূজন ব্রহ্মচর্য সদৈব হী।
শুচিতা অহিংসা নম্রতা তন কী তপস্যা হৈ যহী ॥ ১৭। ১৪॥

সচ্চে বচন, হিতকর, মধুর উদ্বেগ- বিরহিত নিত্য হী।
স্বাধ্যায় কা অভ্যাস ভী, বাণী- তপস্যা হৈ যহী ॥ ১৭। ১৫॥

সৌম্যত্ব, মৌন, প্রসাদ মন কা, শুদ্ধ ভাব সদৈব হী।
করনা মনোনিগ্রহ সদা মন কী তপস্যা হৈ যহী ॥ ১৭। ১৬॥

শ্রদ্ধা রহিত হো যোগযুত ফল বাসনায়েং তজ সভী।
করতে পুরুষ, তপ যে ত্রিবিধ, সাত্ত্বিক তপস্যা হৈ তভী ॥ ১৭। ১৭॥

সৎকার পূজা মান কে হিত দম্ভ সে জো হো রহা।
বহ তপ অনিশ্চিত ঔর নশ্বর, রাজসী জাতা কহা ॥ ১৭। ১৮॥

জো মূঢ়- হঠ সে আপ হী কো কষ্ট দেকর হো রহা।
অথবা কিয়া পর- নাশ- হিত, তপ তামসী উসকো কহা ॥ ১৭। ১৯॥

দেনা সমঝ কর অনুপকারী কো দিয়া জো দান হৈ।
বহ দান সাত্ত্বিক দেশ কাল সুপাত্র কা জব ধ্যান হৈ ॥ ১৭। ২০॥

জো দান প্রত্যুপকার কে হিত ক্লেশ পাকর কে কিয়া।
হৈ রাজসী বহ দান জো ফল আশ কে হিত হৈ দিয়া ॥ ১৭। ২১॥

বিন দেশ কাল সুপাত্র দেখে জো দিয়া বিন মান হৈ।
অথবা দিয়া অবহেলনা সে তামসী বহ দান হৈ ॥ ১৭। ২২॥

শুভ ওঁ তৎ সৎ ব্রহ্ম কা যহ ত্রিবিধ উচ্চারণ কহা।
নির্মিত ইসীসে আদি মেং হৈং, বেদ ব্রাহ্মণ মখ মহা ॥ ১৭। ২৩॥

ইস হেতু কহকর ওঁ হোতে নিত্য মখ তপ দান ভী।
সব ব্রহ্মনিষ্ঠোং কে সদা শাস্ত্রোক্ত কর্ম- বিধান ভী ॥ ১৭। ২৪॥

কল্যাণ- ইচ্ছুক ত্যাগ ফল ' তৎ' শব্দ কহ কর সর্বদা।
তপ যজ্ঞ দান ক্রিয়াদি করতে হৈং বিবিধ বিধ সে সদা ॥ ১৭। ২৫॥

সদ্ সাধু ভাবোং কে লিয়ে ' সৎ' কা সদৈব প্রয়োগ হৈ।
হে পার্থ! উত্তম কর্ম মেং ' সৎ' শব্দ কা উপয়োগ হৈ ॥ ১৭। ২৬॥

' সৎ' হী কহাতী দান তপ মেং যজ্ঞ মেং দৃঢ়তা সভী।
কহতে উন্হেং ' সৎ' হী সদা উনকে লিয়ে জো কর্ম ভী ॥ ১৭। ২৭॥

সব হী অসৎ শ্রদ্ধা বিনা জো হোম তপ যা দান হৈ।
দেতা ন বহ ইস লোক মেং যা মৃত্যু পর কল্যান হৈ ॥ ১৭। ২৮॥

সত্রহবাং অধ্যায় সমাপ্ত হুআ।

হরিগীতা অধ্যায় ১৮

অঠারহবাং অধ্যায়

অর্জুন নে কহা --
সন্ন্যাস এবং ত্যাগ- তত্ব, পৃথক্ মহাবাহো! কহো।
ইচ্ছা মুঝে হৈ হৃষীকেশ! সমস্ত ইনকা জ্ঞান হো ॥ ১৮। ১॥

শ্রীভগবান্ নে কহা --
সব কাম্য- কর্মন্যাস হী সন্ন্যাস জ্ঞানী মানতে।
সব কর্মফল কে ত্যাগ হী কো ত্যাগ বিজ্ঞ বখানতে ॥ ১৮। ২॥

হৈং দোষবৎ সব কর্ম কহতে ত্যাজ্য কুছ বিদ্বান্ হৈং।
তপ দান যজ্ঞ ন ত্যাগিয়ে কুছ দে রহে যহ জ্ঞান হৈং ॥ ১৮। ৩॥

হে পার্থ! সুন জো ঠীক মেরা ত্যাগ হেতু বিচার হৈ।
হে পুরুষব্যাঘ্র! কহা গয়া যহ ত্যাগ তীন প্রকার হৈ ॥ ১৮। ৪॥

মখ দান তপ যে কর্ম করনে যোগ্য, ত্যাজ্য ন হৈং কভী।
মখ দান তপ বিদ্বান্ কো ভী শুদ্ধ করতে হৈং সভী ॥ ১৮। ৫॥

যে কর্ম ভী আসক্তি বিন হো, ত্যাগ কর ফল নিত্য হী।
করনে উচিত হৈং পার্থ! মেরা শ্রেষ্ঠ নিশ্চিত মত যহী ॥ ১৮। ৬॥

নিজ নিয়ত- কর্ম ন ত্যাগনে কে যোগ্য হোতে হৈং কভী।
যদি মোহ সে হো ত্যাগ তো বহ ত্যাগ তামস হৈ সভী ॥ ১৮। ৭॥

দুখ জান কায়াক্লেশ ভয় সে কর্ম যদি ত্যাগে কহীং।

বহ রাজসী হৈ ত্যাগ উসকা ফল কভী মিলতা নহীং ॥ ১৮। ৮॥

ফল, সঙ্গ, তজ জো কর্ম নিয়মিত কর্ম অপনা মান হৈ ।
মানা গয়া বহ ত্যাগ শুভ সাত্বিক সদৈব মহান্ হৈ ॥ ১৮। ৯॥

নহিং দ্বেষ অকুশল কর্ম সে, জো কুশল মেং নহিং লীন হৈ ।
সংশয়রহিত ত্যাগী বহী হৈ সত্বনিষ্ঠ প্রবীন হৈ ॥ ১৮। ১০॥

সম্ভব নহীং হৈ দেহধারী ত্যাগ দে সব কর্ম হী ।
ফল কর্ম কে জো ত্যাগতা, ত্যাগী কহা জাতা বহী ॥ ১৮। ১১॥

পাতে সকামী দেহ তজ ফল শুভ অশুভ মিশ্রিত সভী ।
ত্যাগী পুরুষ কো পর ন হোতা হৈ ত্রিবিধ ফল যে কভী ॥ ১৮। ১২॥

হৈং পাঁচ কারণ জান লো সব কর্ম হোনে কে লিয়ে ।
সুন মৈং সুনাতা সাঙ্খ্য কে সিদ্ধান্ত মেং জো ভী দিয়ে ॥ ১৮। ১৩॥

আধার কর্তা ঔর সব সাধন পৃথক্ বিস্তার সে ।
চেষ্টা বিবিধ বিধ, দৈব , যে হৈং হেতু পাঁচ প্রকার কে ॥ ১৮। ১৪॥

তন মন বচন সে জন সভী জো কর্ম জগ মেং কর রহে ।
হোং ঠীক যা বিপরীত উনকে পাঁচ যে কারণ কহে ॥ ১৮। ১৫॥

জো মূঢ় অপনে আপকো হী কিন্তু কর্তা মানতা ।
উসকী নহীং হৈ শুদ্ধ বুদ্ধি ন ঠীক বহ কুছ জানতা ॥ ১৮। ১৬॥

জো জন অহঙ্কৃতিভাব বিন, নহিং লিপ্ত জিসকী বুদ্ধি ভী ।
নহিং মারতা বহ মারকর ভী, হৈ ন বন্ধন মেং কভী ॥ ১৮। ১৭॥

নিত জ্ঞান জ্ঞাতা জ্ঞেয় করতে কর্ম মেং হৈং প্রেরণা ।
হৈ কর্মসঙগ্রহ, করণ, কর্তা, কর্ম তীনোং সে বনা ॥ ১৮। ১৮॥

সুন জ্ঞান এবং কর্ম, কর্তা ভেদ গুণ অনুসার হৈং ।
জৈসে কহে হৈং সাঙ্খ্য মেং বে সর্ব তীন প্রকার হৈং ॥ ১৮। ১৯॥

সব ভিন্ন ভূতোং মেং অনশ্বর এক ভাব অভিন্ন হী ।
জিস জ্ঞান সে জন দেখতা হৈ, জ্ঞান সাত্বিক হৈ বহী ॥ ১৮। ২০॥

জিস জ্ঞান সে সব প্রাণিয়োং মেং ভিন্নতা কা ভান হৈ ।
সবমেং অনেকোং ভাব দিখতে, রাজসী বহ জ্ঞান হৈ ॥ ১৮। ২১॥

জো এক হী লঘুকার্য মেং আসক্ত পূর্ণ- সমান হৈ ।
নিঃসার যুক্তি- বিহীন হৈ বহ তুচ্ছ তামস জ্ঞান হৈ ॥ ১৮। ২২॥

ফল- আশ- ত্যাগী নিত্য নিয়মিত কর্ম জো ভী কর রহা ।
বিন রাগ দ্বেষ, অসঙ্গ হো, বহ কর্ম সাত্বিক হৈ কহা ॥ ১৮। ২৩॥

আশা লিয়ে ফল কী অহঙ্কৃত- বুদ্ধি সে জো কাম হৈ ।

অতি হী পরিশ্রম সে কিয়া, রাজস উসী কা নাম হৈ ॥ ১৮। ২৪॥

পরিণাম, পৌরুষ, হানি, হিংসা কা ন জিসমেং ধ্যান হৈ।
বহ তামসী হৈ কর্ম জিসকে মূল মেং অজ্ঞান হৈ ॥ ১৮। ২৫॥

বিন অহঙ্কার, অসঙ্গ, ধীরজবান্, উৎসাহী মহা।
অবিকার সিদ্ধি অসিদ্ধি মেং সাত্বিক বহী কর্তা কহা। ১৮। ২৬॥

হিংসক, বিষয়- ময়, লোভ- হর্ষ- বিষাদ- যুক্ত মলীন হৈ।
ফল কামনা মেং লীন, কর্তা, রাজসী বহ দীন হৈ ॥ ১৮। ২৭॥

চঞ্চল, ঘমণ্ডী, শঠ, বিষাদী, দীর্ঘসূত্রী, আলসী।
শিক্ষা- রহিত, পর- হানি- কর, কর্তা কহা হৈ তামসী ॥ ১৮। ২৮॥

হোতে ত্রিবিধ হী হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধি ধৃতি কে ভেদ ভী।
সুন ভিন্ন- ভিন্ন সমস্ত গুণ- অনুসার কহতা হূং অভী ॥ ১৮। ২৯॥

জানে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বন্ধন মোক্ষ কার্য অকার্য ভী।
হে পার্থ! সাত্বিক বুদ্ধি হৈ জো ভয় অভয় জানে সভী ॥ ১৮। ৩০॥

জিস বুদ্ধি সে নির্ণয় ন কার্য অকার্য বীচ যথার্থ হৈ।
জানে ন ধর্ম অধর্ম কো বহ রাজসী মতি পার্থ! হৈ ॥ ১৮। ৩১॥

তম- ব্যাপ্ত হো জো বুদ্ধি, ধর্ম অধর্ম হী কো মানতী।
বহ তামসী জো নিত্য অর্জুন! অর্থ উলটে জানতী ॥ ১৮। ৩২॥

জব জন অচল ধৃতি সে ক্রিয়া মন প্রাণ ইন্দ্রিয় কী সভী।
ধারণ করে নিত যোগ সে, ধৃতি শুদ্ধ সাত্বিক হৈ তভী ॥ ১৮। ৩৩॥

আসক্তি সে ফল- কামনা- প্রিয় ধর্ম অর্থ ব কাম হৈ।
ধারণ কিয়ে জিসসে উসী কা রাজসী ধৃতি নাম হৈ ॥ ১৮। ৩৪॥

তামস বহী ধৃতি পার্থ! জিসসে স্বপন, ভয়, উন্মাদ কো।
তজতা নহীং দুর্বুদ্ধি মানব, শোক ঔর বিষাদ কো ॥ ১৮। ৩৫॥

অব সুন ত্রিবিধ সুখ- ভেদ ভী জিসকে সদা অভ্যাস সে।
সব দুঃখ কা কর অন্ত অর্জুন! জন উসী মেং জা বসে ॥ ১৮। ৩৬॥

আরম্ভ মেং বিষবৎ সুধা সম কিন্তু মধু পরিণাম হৈ।
জো আত্মবুদ্ধি- প্রসাদ- সুখ, সাত্বিক উসী কা নাম হৈ ॥ ১৮। ৩৭॥

রাজস বহী সুখ হৈ কি জো ইন্দ্রিয়- বিষয়- সংয়োগ সে।
পহিলে সুধা সম, অন্ত মেং বিষ- তুল্য হো ফল- ভোগ সে ॥ ১৮। ৩৮॥

আরম্ভ এবং অন্ত মেং জো মোহ জন কো দে রহা।
আলস্য নীন্দ প্রমাদ সে উৎপন্ন সুখ তামস কহা ॥ ১৮। ৩৯॥

ইস ভূমি পর আকাশ অথবা দেবতাওং মেং কহীং।

হো প্রকৃতি কে ইন তীন গুণ সে মুক্ত ঐসা কুছ নহীং ॥ ১৮। ৪০॥

দ্বিজ ঔর ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রোং কে পরন্তপ! কর্ম ভী।
উনকে স্বভাবজ হী গুণোং অনুসার বাঁটে হৈং সভী ॥ ১৮। ৪১॥

শম দম ক্ষমা তপ শুদ্ধি আস্তিক বুদ্ধি ভী বিজ্ঞান ভী।
দ্বিজ কে স্বভাবজ কর্ম হৈং, তন- মন- সরলতা জ্ঞান ভী ॥ ১৮। ৪২॥

ধৃতি শূরতা তেজস্বিতা রণ সে ন হটনা ধর্ম হৈ।
চাতুর্য স্বামীভাব দেনা দান ক্ষত্রিয় কর্ম হৈ ॥ ১৮। ৪৩॥

কৃষি ধেনু- পালন বৈশ্য কা বাণিজ্য করনা কর্ম হৈ।
নিত কর্ম শূদ্রোং কা স্বভাবজ লোক- সেবা ধর্ম হৈ ॥ ১৮। ৪৪॥

করতা রহে জো কর্ম নিজ- নিজ সিদ্ধি পাতা হৈ বহী।
নিজ- কর্ম- রত নর সিদ্ধি সুন কিস ভাঁতি পাতা নিত্য হী ॥ ১৮। ৪৫॥

জিসসে প্রবৃত্তি সমস্ত জীবোং কী তথা জগ ব্যাপ্ত হৈ।
নিজ কর্ম সে, নর পূজ উসকো সিদ্ধি করতা প্রাপ্ত হৈ ॥ ১৮। ৪৬॥

নিজ ধর্ম নির্গুণ শ্রেষ্ঠ হৈ, সুন্দর সুলভ পর- ধর্ম সে।
হোতা ন পাপ স্বভাব কে অনুসার অপনে কর্ম সে ॥ ১৮। ৪৭॥

নিজ নিয়ত কর্ম সদোষ হোং, তো ভী উচিত নহিং ত্যাগ হৈ।
সব কর্ম দোষোং সে ঘিরে জৈসে ধুএং সে আগ হৈ ॥ ১৮। ৪৮॥

বশ মেং কিয়ে মন, অতি অসক্ত, ন কামনা কুছ ব্যাপ্ত হো।
নৈষ্কর্ম্য- সিদ্ধি মহান তব, সন্ন্যাস দ্বারা প্রাপ্ত হো ॥ ১৮। ৪৯॥

জিস ভাঁতি পাকর সিদ্ধি হোতী ব্রহ্ম- প্রাপ্তি সদৈব হী।
সঙ্ক্ষেপ মেং সুন জ্ঞান কী অর্জুন পরা- নিষ্ঠা বহী ॥ ১৮। ৫০॥

কর আত্ম- সংয়ম ধৈর্য সে অতিশুদ্ধ মতি মেং লীন হো।
সব ত্যাগ শব্দাদিক বিষয়, নিত রাগ- দ্বেষ- বিহীন হো ॥ ১৮। ৫১॥

একান্তসেবী অল্প- ভোজী তন বচন মন বশ কিয়ে।
হো ধ্যান- যুক্ত সদৈব হী, বৈরাগ্য কা আশ্রয় লিয়ে ॥ ১৮। ৫২॥

বল অহঙ্কার ঘমণ্ড সংগ্রহ ক্রোধ কাম বিমুক্ত হো।
মমতারহিত নর শান্ত, ব্রহ্ম- বিহার কে উপয়ুক্ত হো ॥ ১৮। ৫৩॥

জো ব্রহ্মভূত প্রসন্ন- মন হৈ, চাহ- চিন্তা- হীন হৈ।
সম ভাব সবমেং সাধ, হোতা ভক্তি মেং লবলীন হৈ ॥ ১৮। ৫৪॥

মৈং কৌন কিতনা, ভক্তি সে উসকো সভী যহ জ্ঞান হো।
মুঝমেং মিলে, মেরী উসে জব তত্ব সে পহিচান হো ॥ ১৮। ৫৫॥

করতা রহে সব কর্ম ভী মেরা সদা আশ্রয় ধরে।

মেরী কৃপা সে প্রাপ্ত বহ অব্যয সনাতন পদ করে ॥ ১৮। ৫৬॥

মন সে মুঝে সারে সমর্পিত কর্ম কর মৎপর হুআ।
মুঝমেং নিরন্তর চিত্ত ধর, সম- বুদ্ধি মেং তৎপর হুআ ॥ ১৮। ৫৭॥

রখ চিত্ত মুঝমেং, মম কৃপা সে দুঃখ সব তর জায়গা।
অভিমান সে মেরী ন সুনকর, নাশ কেবল পায়গা ॥ ১৮। ৫৮॥

' মৈং নহিং করূঁগা যুদ্ধ' তুম অভিমান সে কহতে অভী।
যহ ব্যর্থ হৈ নিশ্চয় প্রকৃতি তুমসে করা লেগী সভী ॥ ১৮। ৫৯॥

করনা নহীং জো চাহতা হৈ মোহ মেং তল্লীন হো।
বহ সব করেগা নিজ স্বভাবজ কর্ম কে আধীন হো ॥ ১৮। ৬০॥

ঈশ্বর হৃদয় মেং প্রাণিয়োং কে বস রহা হৈ নিত্য হী।
সব জীব যন্ত্রারূঢ় মায়া সে ঘুমাতা হৈ বহী ॥ ১৮। ৬১॥

ইস হেতু লে উসকী শরণ সব ভাঁতি সে সব ওর সে।
শুভ শান্তি লেগা নিত্য- পদ, উসকী কৃপা কী কোর সে ॥ ১৮। ৬২॥

তুঝসে কহা অতিগুপ্ত জ্ঞান সমস্ত যহ বিস্তার সে।
জিস ভাঁতি জো চাহে বহী কর পার্থ! পূর্ণ বিচার সে ॥ ১৮। ৬৩॥

অব অন্ত মেং অতিগুপ্ত হৈ কৌন্তেয়! কহতা বাত হূঁ।
অতিপ্রিয় মুঝে তূ অস্তু হিত কী বাত কহতা তাত হূঁ ॥ ১৮। ৬৪॥

রখ মন মুঝী মেং, কর যজন, মম ভক্ত বন, কর বন্দনা।
মুঝমেং মিলেগা, সত্য প্রণ তুঝসে, মুঝে তূ প্রিয় ঘনা ॥ ১৮। ৬৫॥

তজ ধর্ম সারে এক মেরী হী শরণ কো প্রাপ্ত হো।
মৈং মুক্ত পাপোং সে করূঙ্গা তূ ন চিন্তা ব্যাপ্ত হো ॥ ১৮। ৬৬॥

নিন্দা করে মেরী, ন সুননা চাহতা, বিন ভক্তি হৈ।
উসকো ন দেনা জ্ঞান যহ জিসমেং নহীং তপ- শক্তি হৈ ॥ ১৮। ৬৭॥

যহ গুপ্ত জ্ঞান মহান ভক্তোং সে কহেগা জো সহী।
মুঝমেং মিলেগা ভক্তি পা মেরী, অসংশয় নর বহী ॥ ১৮। ৬৮॥

উসসে অধিক প্রিয় কার্য- কর্তা বিশ্ব মেং মেরা নহীং।
উসসে অধিক মুঝকো ন প্যারা দূসরা হোগা কহীং ॥ ১৮। ৬৯॥

মেরী তুম্হারী ধর্ম- চর্চা জো পঢ়এগা ধ্যান সে।
মৈং মানতা পূজা মুঝে হৈ জ্ঞানয়জ্ঞ বিধান সে ॥ ১৮। ৭০॥

বিন দোষ ঢূঁঢ়এ জো সুনেগা নিত্য শ্রদ্ধাযুক্ত হো।
বহ পুণ্যবানোং কা পরম শুভ লোক হোগা মুক্ত হো ॥ ১৮। ৭১॥

অর্জুন! কহো তুমনে সুনা যহ জ্ঞান সারা ধ্যান সে।

অব ভী ছুটে হো যা নহীং উস মোহময় অজ্ঞান সে ॥ ১৮। ৭২॥

অর্জুন নে কহা --
অচ্যুত! কৃপা সে আপকী অব মোহ সব জাতা রহা ।
সংশয় রহিত হূং সুধি মুঝে আঈ, করূঁগা হরি কহা ॥ ১৮। ৭৩॥

সঞ্জয় নে কহা --
ইস ভাঁতি যহ রোমাঁচকারী ঔর শ্রেষ্ঠ রহস্য ভী ।
শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন কা সুনা সংবাদ হৈ মৈংনে সভী ॥ ১৮। ৭৪॥

সাক্ষাৎ যোগেশ্বর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কা বর্ণন কিয়া ।
যহ শ্রেষ্ঠ যোগ- রহস্য ব্যাস- প্রসাদ সে সব সুন লিয়া ॥ ১৮। ৭৫॥

শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন কা নিরালা পুণ্যময় সংবাদ হৈ ।
হর বার দেতা হর্ষ হৈ, আতা মুঝে জব যাদ হৈ ॥ ১৮। ৭৬॥

জব যাদ আতা উস অনোখে রূপ কা বিস্তার হৈ ।
হোতা তভী বিস্ময় তথা আনন্দ বারম্বার হৈ ॥ ১৮। ৭৭॥

শ্রীকৃষ্ণ যোগেশ্বর জহাং অর্জুন ধনুর্ধারী জহাঁ ।
বৈভব, বিজয়, শ্রী, নীতি সব মত সে হমারে হৈং বহাঁ ॥ ১৮। ৭৮॥

অঠারহবাং অধ্যায় সমাপ্ত হুআ ।

শ্রী হরি গীতা (ভাষান্তরকরণ)

প্রথম অধ্যায়: অর্জুন-বিষাদ যোগ

রাজা ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন: হে সঞ্জয়, ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধাভিলাষী হইয়া আমার পুত্রগণ (কৌরব) এবং পাণ্ডবগণ সমবেত হইয়া কী করিলেন, তাহা আমাকে বলো।

সঞ্জয় কহিলেন: অতঃপর, পাণ্ডবসেনার সুবিন্যস্ত সামরিক সজ্জা দর্শন করিয়া রাজা দুর্যোধন গুরু দ্রোণাচার্যের নিকট গমনপূর্বক এই কথাগুলি বলিতে লাগিলেন:

দুর্যোধন কহিলেন: হে আচার্যদেব! আপনার শিষ্য দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক সুকৌশলে ব্যূহিত পাণ্ডবগণের এই বিশাল বাহিনী দেখুন। এই সেনাদলে ভীম ও অর্জুনের সমকক্ষ অনেক শূর, শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ, মহারথী বীর সাত্যকি, দ্রুপদ, বিরাট ও মহাবীর রণে উন্মত্ত। আরও আছেন—কাশীরাজ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান নরেশ, মহাবলবান কুন্তিভোজ, পুরুজিৎ, শৈব্য এবং পরাক্রমশালী উত্তমৌজা, যুধামন্যু, সুভদ্রাপুত্র (অভিমন্যু) এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ—ইহারা সকলেই মহারথী ও রণধীর।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমাদের পক্ষে যে সকল প্রধান সেনাপতি রহিয়াছেন, তাঁহাদের নামও আমি আপনাকে জানাইতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি, পিতামহ ভীষ্ম, কর্ণ, অজেয় কৃপ রণধীর, ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা এবং বিকর্ণের ন্যায় বলশালী বীরগণ। আরও বহুশূর ও যুদ্ধকর্মে নিপুণ বীরেরা আমার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়া যুদ্ধসাজ সজ্জিত করিয়াছেন।

ভীষ্মের দ্বারা রক্ষিত আমাদের এই বিশাল সৈন্যদল অপ্রতুল নহে, কিন্তু ভীমের দ্বারা সুরক্ষিত পাণ্ডবদের সৈন্যদল যথেষ্ট ও বলশালী। এই কারণে আপনারা নিজ নিজ স্থানে অবস্থানপূর্বক সকলে চারিদিক হইতে পিতামহ ভীষ্মকে বিশেষভাবে রক্ষা করুন।

তখন কুরুকুলের বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম, রাজার (দুর্যোধনের) মনে হর্ষ সঞ্চার করিবার জন্য, সিংহনাদের ন্যায় বিকট গর্জন করিয়া তাঁহার শঙ্খধ্বনি করিলেন। তারপর শঙ্খ, ভেরী, ঢাক, আনক (এক প্রকার বাদ্য) ও গোমুখ শিঙা চারিদিক হইতে একসাথে বাজিয়া উঠিল এবং সেই শব্দে এক ঘোর নিনাদ সৃষ্টি হইল।

সেই সময় শ্বেত অশ্বযুক্ত এক দিব্য রথে আরোহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়েই তাঁহাদের দিব্য শঙ্খ বাজাইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বাজাইলেন ‘পাঞ্চজন্য’, আর অর্জুন বাজাইলেন ‘দেবদত্ত’। ভয়ঙ্কর কর্মকারী ভীমসেন বাজাইলেন ‘পৌণ্ড্র’ নামক মহাশঙ্খ। কুন্তিপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ‘অনন্তবিজয়’, নকুল ‘সুঘোষ’ এবং সহদেব ‘মণিপুষ্পক’ শঙ্খ বাজাইলেন। মহাধনুর্ধর কাশীরাজ, শিখণ্ডী বীর, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, সাত্যকি, দ্রুপদ এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও সুভদ্রাপুত্র (অভিমন্যু)—সকলেই নিজ নিজ শঙ্খধ্বনি করিলেন।

সেই ঘোর শব্দ কৌরবগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল এবং চারিদিক হইতে সেই শব্দ আকাশ ও পৃথিবী পূর্ণ করিয়া তুলিল।

তখন কৌরবগণের সমস্ত যুদ্ধসাজ সম্পূর্ণ দেখিয়া এবং অস্ত্র নিক্ষেপের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে কপিধ্বজ রথে উপবিষ্ট অর্জুন নিজ ধনু ধারণ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন:

অর্জুন কহিলেন: হে অচ্যুত! আপনি আমার রথ দুই বাহিনীর মাঝখানে লইয়া চলুন এবং সেখানে স্থাপন করুন। আমি রণক্ষেত্রে সমবেত যুদ্ধাভিলাষী বীরগণকে নিরীক্ষণ করিব। হে মাধব! এই যুদ্ধে আমি যাহাদের উপর শর নিক্ষেপ করিব, রণক্ষেত্রে আগত সেই বলশালী যোদ্ধা ও দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনের কু-মতলবের কল্যাণকামী ব্যক্তিগণকে আমি দেখিতে চাই।

সঞ্জয় কহিলেন: হে ভারত! গুড়াকেশ (অর্জুন)-এর এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দুই দলের মাঝখানে রথ স্থাপন করিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য এবং অন্যান্য রাজা ও রথীগণের সামনে রথ দাঁড়াইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "হে অর্জুন! ওই কৌরব সেনাদলকে অবলোকন করো।"

তখন পার্থ (অর্জুন) সেখানে দেখিলেন—আচার্য, পিতামহ, ভ্রাতৃবর্গ, পুত্র, পৌত্র, মাতুল, শ্বশুর, প্রিয়জন এবং বন্ধু-বান্ধবগণ উভয় দলেই সমবেত রহিয়াছেন। সেই সকল আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনকে দেখিয়া কৃপায় আচ্ছন্ন ও বিষণ্ণ হইয়া অর্জুন বলিতে লাগিলেন:

অর্জুন কহিলেন: হে কৃষ্ণ! এই যুদ্ধক্ষেত্রে একত্র সমবেত অভিন্ন মিত্র ও স্বজনগণকে দেখিয়া আমার সমস্ত অঙ্গ শিথিল হইয়া যাইতেছে, মুখ শুষ্ক হইয়া আসিতেছে, শরীর থরথর করিয়া কাঁপিতেছে এবং প্রবল রোমাঞ্চ হইতেছে। গাঁণ্ডীব ধনু হাত হইতে খসিয়া পড়িতেছে, আমার সমগ্র শরীর যেন দগ্ধ হইতেছে। আমি আর স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছি না, আমার মন বিভ্রান্ত ও অস্থির হইয়া পড়িতেছে।

হে কেশব! আমি সমস্তই বিপরীত লক্ষণ দেখিতেছি, আমার মন অবসন্ন। এই যুদ্ধে স্বজনদের বিনাশ করিয়া আমি কোনো কল্যাণ দেখিতেছি না। আমি জয়, রাজ্য বা সুখভোগের বাসনা করি না। হে গোবিন্দ! রাজ্য-সুখ বা জীবন ধারণের প্রয়োজনই বা কী?

যাহাদের জন্য রাজ্য, সুখ-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের ইচ্ছা করি, সেই আচার্যগণ, পিতামহ, মাতুল, পুত্র, পৌত্র, শ্বশুর, শ্যালক, আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনেরা আজ ধন ও জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধের জন্য এখানে দাঁড়াইয়া আছেন। হে মধুসূদন! ত্রৈলোক্যের রাজত্ব পাইলেও আমি ইঁহাদের হত্যা করিব না। ইঁহারা আমাকে বধ করিলেও আমি ইঁহাদের উপর অস্ত্র ত্যাগ করিব না।

হে জনার্দন! এই সকল আত্মীয়-স্বজনকে বিনাশ করিলে আমাদের কেবলই অনুতাপ হইবে। যদিও ইহারা আততায়ী, তথাপি ইঁহাদের বধ করিলে মহাপাপ হইবে। হে মাধব! ইঁহারা আমাদের স্বজন, সুতরাং ইঁহাদের বধ করা উচিত নহে। নিজ বংধুদের বিনাশ করিয়া কি আমরা কখনও সুখী হইব?

লোভের কারণে ইঁহাদের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইয়াছে, তাই ইঁহারা কুলনাশের পাপ ও প্রিয়জনের প্রতি দ্রোহের দোষ দেখিতে পাইতেছেন না। হে জনার্দন! যখন আমরা কুলনাশের দোষের ফল সম্পর্কে অবগত, তখন কেন এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইব না?

কুল নষ্ট হইলে সনাতন কুলধর্ম নষ্ট হয়। ধর্ম নষ্ট হইলে পাপ ও অধর্ম প্রবল হইয়া উঠে। হে কৃষ্ণ! অধর্মের প্রাবল্য ঘটিলে কুলনারীগণ ব্যভিচারিণী হয় এবং তাহা হইতে বর্ণসঙ্করতা বৃদ্ধি পায়। এই বর্ণসঙ্কর কুলঘাতক ও তাহাদের কুলকে নরকে নিক্ষেপ করে। পিণ্ড ও তর্পণ না হওয়ায় পিতৃপুরুষগণও কষ্ট পান। কুলঘাতকগণের বর্ণসঙ্কর সৃষ্টিকারী এই পাপের দ্বারা সকল সনাতন জাতি ও কুলধর্ম বিনাশপ্রাপ্ত হয়। হে কৃষ্ণ! যাহাদের কুলধর্ম এইভাবে বিনষ্ট হয়, তাহারা চিরকাল নরকে কষ্ট পায় বলিয়া শুনিয়াছি।

ধিক্! আমরা রাজ্যসুখের লোভে পড়িয়া এই মহাপাপ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি—আমরা স্বজনদের প্রাণ হরণের জন্য প্রস্তুত। যদি কৌরবগণ আমাকে নিরস্ত্র ও প্রতিরোধহীন অবস্থায় রণক্ষেত্রে বধও করেন, তবে তাহাই আমার জন্য অধিক মঙ্গলজনক হইবে।

সঞ্জয় কহিলেন: রণভূমিতে এইভাবে বলিয়া অর্জুন শোকাকুল হৃদয়ে ধনু-শর পরিত্যাগপূর্বক রথের উপর উপবেশন করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়: সাংখ্য যোগ

সঞ্জয় কহিলেন: দুঃখে দগ্ধ হইতে থাকা এবং কৃপায় অশ্রুপূর্ণ নেত্রযুক্ত অর্জুনকে মধুসূদন (শ্রীকৃষ্ণ) হাসিতে হাসিতে এই কথাগুলি বলিতে লাগিলেন:

শ্রীভগবান্ বলিলেন: হে অর্জুন! এই সঙ্কটের সময় তোমার এই অজ্ঞানতা কেন? এই আচরণ অনার্য-জনোচিত, ইহা স্বর্গ, সুখ ও সম্মানের নাশক। হে পরন্তপ! এই অনুচিত ক্লীবতা ত্যাগ করো, এই ক্ষুদ্র কাপুরুষতা পরিহার করিয়া যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হও।

অর্জুন কহিলেন: হে মধুসূদন! ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্য—ইহারা আমাদের পরম পূজনীয়। এই রণাঙ্গনে আমি তাঁহাদের উপর কী প্রকারে বাণ নিক্ষেপ করিব? হে ভগবন্! মহাত্মা গুরুজনদের বিনাশ করার চেয়ে জগতে ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করাও শ্রেষ্ঠ। কারণ এই অর্থলোভী গুরুজনদের বিনাশ করিয়া তাঁহাদের রক্তসিক্ত সুখ-ভোগই ভোগ করিতে হইবে।

ইঁহাদের জয় করিব না ইঁহারাই আমাদের জয় করিবেন—তাহাও আমরা জানি না। যাহাদের বধ করিয়া আমরা বাঁচিতে চাহিব না, সেই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা (কৌরবগণ) আমাদের সম্মুখে যুদ্ধে দাঁড়াইয়া আছেন। এখন আমি কার্পণ্য-দোষে নিজ সত্যস্বভাব হারাইয়াছি। আমার মতি মোহাচ্ছন্ন হইয়া ধর্মবোধও হারাইয়াছে। আমি আপনার শরণাপন্ন, আমি আপনার শিষ্য। আমার জন্য যাহা নিশ্চিত কল্যাণকর, সেই কর্মের উপদেশ দিন।

আমি যদি এই পৃথিবীতে ধন-ধান্যশালী নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করি এবং বিস্তৃতভাবে দেবতাদেরও আধিপত্য পাই, তথাপি এমন কোনো উপায় দেখিতেছি না, যাহা ইন্দ্রিয়-তাপকারী আমার এই শোককে দূর করিতে পারে।

সঞ্জয় কহিলেন: হে রাজন্! এই কথাগুলি বলিয়া গুড়াকেশ অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, "আমি যুদ্ধ করিব না।" এই বলিয়া তিনি মৌন হইয়া বসিয়া রহিলেন। তখন শোকের দ্বারা দগ্ধ হইতে থাকা সেই পার্থকে রণভূমিতে হৃষীকেশ (শ্রীকৃষ্ণ) ঈষৎ হাসিতে হাসিতে তৎক্ষণাৎ এই কথাগুলি বলিলেন:

শ্রীভগবান্ বলিলেন: অর্জুন, তুমি শোকের অযোগ্য ব্যক্তিবর্গের জন্য শোক করিতেছ, অথচ জ্ঞানীর ন্যায় বাক্য বলিতেছ। যাহারা যথার্থ জ্ঞানসম্পন্ন, তাঁহারা জীবিত বা মৃত কাহারও জন্য শোক করেন না। আমি, তুমি বা এই রাজাগণ—আমরা কেহই পূর্বে ছিলাম না বা ভবিষ্যতেও যে থাকিব না, এমন নহে।

যেমন এই দেহে বাল্য, যৌবন ও জরা পর্যায়ক্রমে আসিয়া থাকে, তেমনই আত্মা এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহ প্রাপ্ত হয়। এই বিষয়ে ধীর ব্যক্তিরা মোহিত হন না। হে কুন্তীনন্দন! শীত-উষ্ণতা এবং সুখ-দুঃখ প্রদানকারী ইন্দ্রিয়ভোগসমূহ আসা-যাওয়া করে, এগুলি সবই অনিত্য। অতএব তুমি এগুলি সহন করো।

হে নরশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি এই সমস্ত দ্বারা ব্যথিত হন না এবং সুখ-দুঃখকে সমান জ্ঞান করেন, তিনিই মোক্ষ লাভের যোগ্য হন।

যাহা অসৎ, তাহার স্থায়িত্ব নাই; আর যাহা সৎ, তাহার কখনও অভাব হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তিরা উভয়ের স্বরূপ দর্শন করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তুমি ইহা স্মরণে রাখো—যিনি এই জগৎকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন, তিনি অবিনাশী। সেই অবিনাশী বস্তুকে বিনাশ করিতে এই জগতে কেহ সমর্থ নহে।

এই দেহে আত্মা অচিন্ত্য, অক্ষয় ও অমর। কিন্তু তাহার দেহ নশ্বর। অতএব হে অর্জুন! তুমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। যে ব্যক্তি আত্মাকে বিনাশকারী এবং অন্যকে বিনাশ করাইয়া থাকেন বলিয়া মনে করে, সে উভয়ের যথার্থ স্বরূপ জানে না। কারণ আত্মা কাহাকেও বধ করেন না বা ইনি নিহতও হন না। ইনি কখনও জন্মগ্রহণ করেন না বা ইহার বিনাশও হয় না। ইনি শাশ্বত, সনাতন, অজন্মা ও অবিনাশী। দেহ নিহত হইলেও আত্মা বিনষ্ট হন না।

যে ব্যক্তি আত্মাকে অব্যয়, অজন্মা, নিত্য ও অবিনাশী বলিয়া জানে, সে কীভাবে কাহাকে বধ করায় বা কাহাকেই বা বধ করে?

যেমন মানুষ পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নতুন বস্ত্র পরিধান করে, তেমনই জীব জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া নতুন শরীর ধারণ করে। আত্মাকে শস্ত্র দ্বারা কাটা যায় না, আগুন দ্বারা দগ্ধ করা যায় না। ইহাকে বায়ু শুষ্ক করে না বা জল দ্বারা আর্দ্র করা যায় না। আত্মা অভেদ্য, অদাহ্য, অনাদ্র ও অশোষ্য। ইনি নিত্য, নিশ্চল, স্থির ও সর্বত্র বিরাজমান। ইহাকে ইন্দ্রিয়-অনুভূতির অতীত, মন-চিন্তার বহির্ভূত এবং বিকারশূন্য জানিয়া কেন তুমি দুঃখে জর্জরিত হইতেছ?

যদি তুমি মনে করো যে ইনি নিত্যই জন্মগ্রহণ করেন এবং নিত্যই মৃত্যুবরণ করেন, তবুও হে মহাবাহো! তোমার এইরূপ চিন্তা করা উচিত নহে। কারণ যিনি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার মৃত্যু নিশ্চিত; আবার যিনি মৃত্যুবরণ করেন, তাঁহার জন্মও নিশ্চিত। এই অনিবার্য বিষয়ে চিন্তা করা উচিত নহে।

সকল প্রাণীর আদি অব্যক্ত (অজ্ঞাত), মধ্যে ব্যক্ত (প্রকাশিত) এবং অন্তেও আবার অব্যক্ত হইয়া যায়। সুতরাং এই বিষয়ে তোমার কেন চিন্তা?

কেহ ইহাকে আশ্চর্যের সহিত দেখেন, কেহ আশ্চর্যের সহিত ইহার কথা বলেন, কেহ বা আশ্চর্যের সহিত ইহার কথা শোনেন, কিন্তু তবুও কেহ ইহাকে যথার্থভাবে জানিতে পারে না। সমস্ত শরীরের মধ্যে এই আত্মা অবধ্য (বিনাশের অযোগ্য)। অতএব প্রাণীদের জন্য তোমার শোক করা উচিত নহে।

আরও নিজ ধর্মের (ক্ষত্রিয় ধর্ম) দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তুমি সাহস হারিও না—ইহা অধর্ম। এই ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের আর কোনো শ্রেষ্ঠ ধর্ম নাই। এই যুদ্ধ তোমার জন্য স্বর্গের দ্বার স্বয়ং উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে। ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়রাই যুদ্ধরূপ এই সুযোগ লাভ করে।

যদি তুমি ধর্মসংগত এই যুদ্ধ হইতে বিরত হও, তবে তোমার নিজ ধর্ম নষ্ট হইবে এবং তুমি অপকীর্তি ও পাপ অর্জন করিবে। তোমার চিরন্তন অপমান সকল মানুষ গান করিবে। সম্মানিত ব্যক্তির জন্য অপকীর্তি জীবন হারানোর চেয়েও অধিক কষ্টদায়ক।

সকলে বলিবে, "অর্জুন ভয় পাইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গিয়াছে।" যাহারা তোমাকে বীর বলিয়া সম্মান করিত, তাহারাই তোমাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে। তোমার শত্রুগণ না বলিবার মতো কটু কথা বলিবে এবং তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবে। ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কী হইতে পারে?

যদি তুমি জয়ী হও, তবে এই পৃথিবীস্থ রাজ্য ভোগ করিবে; আর যদি নিহত হও, তবে স্বর্গ লাভ করিবে। অতএব হে অর্জুন! যুদ্ধ করিবার জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া শত্রুবর্গের মধ্যে দণ্ডায়মান হও।

জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখ—এই সমস্তকে সমান মনে করিয়া তারপর যুদ্ধ করো। হে ধনুর্বর! এইভাবে যুদ্ধ করিলে তোমার কোনো পাপ হইবে না।

ইহা ছিল সাংখ্য-জ্ঞান। এখন যোগের শুভ জ্ঞান শ্রবণ করো। যে জ্ঞানের দ্বারা তুমি কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। এই কর্মযোগে আরম্ভের কোনো বিনাশ নাই এবং কোনো বাধা নাই। এই ধর্মের সামান্য পালনও সকল সঙ্কট হরণ করে।

হে অর্জুন! এই মার্গে যাহার বুদ্ধি নিত্য নিশ্চয়াত্মিকা, তাহা কেবল এক। কিন্তু অবিবেকী ব্যক্তিরা বহু ভেদযুক্ত ও বহু-বুদ্ধিসম্পন্ন হয়। যাহারা বেদবাদী, কামনাপ্রিয় এবং স্বর্গকামী মূঢ়, তাহারা বলে, "ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই নাই"।

তাহারা সর্বদাই নানা প্রকার ক্রিয়ার বিস্তারযুক্ত, জন্মরূপ কর্মফলের জন্মদাতা এবং সুখ-ভোগের ফলপ্রদ বাক্য বলিয়া থাকে। সেই বাক্যের দ্বারা মোহিত হইয়া যাহারা ভোগ ও ঐশ্বর্যে আসক্ত, হে পার্থ! সমাধিতে তাহাদের ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি (নিশ্চিত বুদ্ধি) হয় না।

বেদ ত্রিগুণ (সত্ত্ব, রজ ও তম) বিষয়কে প্রকাশ করে। তুমি গুণাতীত মহৎ হও। যোগ-ক্ষেত্রের চিন্তা ত্যাগ করো এবং দ্বন্দ্বরহিত, নিত্যসত্ত্বস্থ ও আত্মজ্ঞানী হও।

সকল দিক হইতে জল প্রাপ্ত হইলে কূপের যতখানি প্রয়োজন থাকে, জ্ঞানী ব্রাহ্মণের বেদে ততখানি প্রয়োজন থাকে। তোমার কেবল কর্ম করিবার অধিকার আছে, কিন্তু কর্মফলে কখনোই নহে। তুমি যেন কর্মফলের হেতু হইও না, আবার কর্মের প্রতি তোমার যেন আসক্তি ত্যাগ না হয়।

হে অর্জুন! আসক্তি ত্যাগ করিয়া, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে সমান জ্ঞান করিয়া যোগস্থ হইয়া কর্ম করো। সমত্ব জ্ঞানই যোগ।

এই বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা সকল কর্মই অতি হীন। যাহারা ফলের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহারা অতি দীন। অতএব এই বুদ্ধির শরণাপন্ন হও। যে ব্যক্তি বুদ্ধিযুক্ত, সে পাপ-পুণ্যের বন্ধনে পড়ে না। তুমি যোগযুক্ত হও, কারণ কর্মে কৌশলই হইল যোগ।

বুদ্ধিযুক্ত হইয়া মণীষীগণ কর্মের ফল ত্যাগ করেন এবং জন্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সেই মহান্ পদ লাভ করেন। যখন তোমার বুদ্ধি মোহের এই পঙ্কিল জলরাশি পার হইয়া যাইবে, তখনই তুমি শ্রবণীয় ও শ্রুতব্য সমস্ত বিষয়ে বৈরাগ্য অনুভব করিবে। যখন তোমার শ্রুতি-বিচলিত বুদ্ধি সমাধিতে নিশ্চল ও অচল হইবে, তখনই তুমি সমত্বরূপ যোগ প্রাপ্ত হইবে।

অর্জুন কহিলেন: হে কেশব! স্থির-প্রজ্ঞ বা সমাধিস্থ ব্যক্তি কাহাকে বলা হয়? স্থির-বুদ্ধি ব্যক্তি কীভাবে কথা বলেন, কীভাবে বসেন এবং কীভাবে চলেন?

শ্রীভগবান্ বলিলেন: হে পার্থ! যখন মানুষ মনের সকল কামনা ত্যাগ করে এবং আপনি আপনার মধ্যে সন্তুষ্ট থাকে, তখনই সে দৃঢ়-প্রজ্ঞ হয়। যিনি দুঃখে খেদ অনুভব করেন না এবং সুখে আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি রাগ, ভয় ও ক্রোধ হইতে মুক্ত, তিনিই স্থির-বুদ্ধি মুনি। যিনি সর্বত্র স্নেহহীন এবং শুভ বা অশুভ যাহা কিছু প্রাপ্ত হন, তাহাতে হর্ষ বা দ্বেষ করেন না, তিনিই স্থির-বুদ্ধি হন।

হে পার্থ! যেমন কচ্ছপ চারিদিক হইতে তাহার অঙ্গসমূহকে গুটিয়ে লয়, তেমনই যখন স্থির-বুদ্ধি ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় হইতে গুটিয়ে লয়। আহার ত্যাগ করিলে বিষয়সমূহ দূর হয়, কিন্তু রস (আসক্তি) থাকিয়া যায়। পরমাত্মাকে লাভ করিলে সেই রসও দূরীভূত হয়।

হে কৌন্তেয়! বিদ্বান ব্যক্তিরাও যখন ইন্দ্রিয় দমনের জন্য চেষ্টা করেন, তখনও সেই বলবান ইন্দ্রিয়সমূহ মনকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া লয়। সেই ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করিয়া যোগযুক্ত হইয়া মৎপরায়ণ (আমায় আশ্রয় করিয়া) বসিয়া থাকো। যাহার ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত, সেই নরই দৃঢ়-প্রজ্ঞ।

বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে বিষয়ে আসক্তি বাড়ে। আসক্তি হইতে কামনা এবং কামনা হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ক্রোধ হইতে মোহ হয়, মোহ স্মৃতিকে (স্মরণশক্তি) ভ্রষ্ট করে। স্মৃতি ভ্রষ্ট হইলে বুদ্ধি নাশ হয়, এবং বুদ্ধি নাশ হইলে মানুষ বিনষ্ট হয়।

কিন্তু যিনি রাগ ও দ্বেষমুক্ত হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করেন, সেই প্রসন্ন ব্যক্তি বিষয় ভোগ করিয়াও সর্বদা প্রসন্ন থাকেন। প্রসন্নতা লাভ করিলে সকল দুঃখ দূরীভূত হয়। যখন চিত্ত সর্বদা প্রসন্ন থাকে, তখনই বুদ্ধি দৃঢ় হয়।

অসংযত ব্যক্তির উত্তম বুদ্ধি হয় না এবং উত্তম ভাবনাও হয় না। ভাবনা না থাকিলে শান্তি আসে না, আর অশান্তিতে সুখ নাই। যেমন বায়ু দ্বারা নৌকা জলে ভাসিয়া যায়, তেমনই মন যাহার সহগামী, সেই ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে বিচরণকারী একটি ইন্দ্রিয়ও তাহার বুদ্ধিকে হরণ করিয়া লয়।

হে পার্থ! চারিদিক হইতে ইন্দ্রিয়সমূহ যখন বিষয় হইতে নিবৃত্ত থাকে, তখনই সেই ব্যক্তি দৃঢ়-প্রজ্ঞ হন।

সকল প্রাণীর কাছে যাহা রাত্রি, সেই বিষয়ে যোগী পুরুষ জাগিয়া থাকেন। আর যাহাতে সকল প্রাণী জাগিয়া থাকে, তাহা জ্ঞানীর কাছে রাত্রি। যেমন চারিদিক হইতে জল আসিয়া পরিপূর্ণ সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিলেও সমুদ্র সর্বদা অচল থাকে, তেমনই যাঁহার মধ্যে সমস্ত বিষয় আসিয়া প্রবেশ করে, তিনিই শান্তি লাভ করেন; কামনাকারী জন কখনও শান্তি পায় না।

যে ব্যক্তি সকল কামনা-বাসনা ত্যাগ করিয়া, অহঙ্কার ও মমতাবিহীন হইয়া বিচরণ করেন, তিনিই শান্তি লাভ করেন। হে পার্থ! ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি। এই স্থিতি লাভ করিয়া মানুষ আর মোহাচ্ছন্ন হয় না। অন্তিমকালেও এই স্থিতিতে অবস্থান করিলে ব্রহ্ম-নির্বাণপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তৃতীয় অধ্যায়: কর্ম যোগ

অর্জুন কহিলেন: হে জনার্দন! যদি আপনি কর্ম অপেক্ষা বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ বলেন, তবে কেন আমাকে এই ভয়ঙ্কর কর্মে (যুদ্ধে) নিযুক্ত করিতেছেন? আপনি এমন জটিল বাক্য বলিয়া আমার মনে যেন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতেছেন। সেই একটি কথা নিশ্চিতভাবে বলুন, যাহা আমার জন্য কল্যাণকর।

শ্রীভগবান্ বলিলেন: হে অর্জুন! এই জগতে আমি পূর্বে দুই প্রকার নিষ্ঠার কথা বলিয়াছি—জ্ঞানীদের জন্য জ্ঞানের দ্বারা নিষ্ঠা, এবং যোগীদের জন্য কর্মযোগের দ্বারা নিষ্ঠা। কেবল কর্ম আরম্ভ না করিলেই মানুষ নৈষ্কর্ম্য (কর্মফলহীনতা) লাভ করে না, বা সকল কর্ম ত্যাগ করিলেও সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না।

এই জগতে কোনো মানুষ এক মুহূর্তও কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারা চালিত হইয়া প্রত্যেককেই কর্ম করিতে বাধ্য হইতে হয়। যে ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া মনে মনে বিষয়বস্তুর ধ্যান করে, সেই মূঢ় ব্যক্তি দম্ভপরায়ণ মিথ্যাচারী বলিয়া অভিহিত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি মন দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করিয়া আসক্তিশূন্য হইয়া কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম করে, হে অর্জুন! সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ।

অতএব, তুমি সর্বদা তোমার নিয়ত কর্ম করো। কারণ কর্ম না করার চেয়ে কর্ম করা শ্রেষ্ঠ। কর্ম না করিলে তোমার শরীর ধারণও সম্ভব হইবে না।

যজ্ঞের উদ্দেশ্যে (ঈশ্বরের প্রীতির জন্য) যে কর্ম করা হয়, তাহা ছাড়া অন্য সকল কর্মই বন্ধনস্বরূপ। অতএব তুমি আসক্তি ত্যাগ করিয়া যজ্ঞের জন্য কর্ম করো। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা পূর্বে প্রজাসমূহকে সৃষ্টি করিয়া যজ্ঞের সহিত বলিয়াছিলেন—"এই যজ্ঞ তোমাদের সকল মনস্কামনা পূর্ণ করুক এবং ইহার দ্বারা তোমাদের বৃদ্ধি হউক।"

তোমরা এই যজ্ঞের দ্বারা দেবগণকে সন্তুষ্ট করো, আর দেবগণ তোমাদের সন্তুষ্ট করুন। এইভাবে পরস্পরকে তুষ্ট করিয়া তোমরা পরম কল্যাণ লাভ করো। যজ্ঞে তুষ্ট দেবগণ তোমাদের অভীষ্ট বস্তুসমূহ প্রদান করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের দেওয়া বস্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন না করিয়া যে ভোগ করে, সে চোর। যাহারা যজ্ঞের অংশ গ্রহণ করিয়া ভোজন করে, তাহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। কিন্তু যাহারা কেবল নিজেদের জন্য রন্ধন করে, তাহারা পাপ ভক্ষণ করে।

সকল প্রাণী অন্ন হইতে উৎপন্ন, অন্ন বৃষ্টি হইতে উৎপন্ন হয়, বৃষ্টি যজ্ঞ হইতে হয়, আর যজ্ঞ কর্ম হইতে উৎপন্ন। কর্ম বেদ হইতে হয়, আর বেদ অক্ষর (ব্রহ্ম) হইতে উৎপন্ন। অতএব সর্বত্র বিরাজমান ব্রহ্ম সর্বদাই যজ্ঞে রমণ করেন।

যে ব্যক্তি এই প্রচলিত চক্রের অনুবর্তী হয় না, সে ইন্দ্রিয়-লোলুপ পাপায়ু ব্যক্তি এই পৃথিবীতে বৃথা জীবন ধারণ করে।

কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মাতেই রত থাকে, আত্মাতেই তৃপ্ত ও আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাহার জন্য আর কোনো কর্তব্য কর্ম অবশিষ্ট থাকে না। কর্ম করিলেও তাহার কোনো লাভ নাই, না করিলেও কোনো ক্ষতি নাই। হে পার্থ! তাহার কোনো প্রাণীর নিকট কোনো কার্যসিদ্ধির প্রয়োজন নাই।

অতএব তুমি আসক্তি ত্যাগ করিয়া সর্বদা তোমার কর্তব্য কর্ম করো। যে ব্যক্তি আসক্তিহীন হইয়া কর্ম করে, সে-ই পরমপদ লাভ করে। জনকের ন্যায় রাজারাও এই প্রকার কর্ম করিয়াই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অতএব লোককল্যাণের জন্যও তোমার কর্ম করা উচিত।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে কর্ম করেন, সাধারণ মানুষও তাহাই অনুসরণ করে। তিনি যাহাকে প্রমাণ বা পথ বলিয়া স্থির করেন, সকলে সেই পথেই চলে। হে পার্থ! এই ত্রিভুবনে এমন কোনো বস্তু নাই যাহা আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য। তথাপি আমি সর্বদা কর্ম করিয়া যাই।

যদি আমি আলস্য ত্যাগ না করিয়া কর্ম না করি, তবে সকল মানুষ সর্বতোভাবে আমার অনুসরণ করিবে। আমি যদি কর্ম করা ছাড়িয়া দিই, তবে এই জগৎ ভ্রষ্ট হইবে। আমি বর্ণসঙ্করের কর্তা হইব এবং সমস্ত জগৎ নষ্ট হইবে।

যেমন মূঢ় মানুষ আসক্ত হইয়া কর্ম করে, তেমনই জ্ঞানী ব্যক্তিও অনাসক্ত হইয়া লোককল্যাণের জন্য কর্ম করেন। জ্ঞানী ব্যক্তি কদাচিৎ কর্মে আসক্ত মানুষের মতিতে ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি করিবেন না। তিনি স্বয়ং যোগযুক্ত হইয়া কর্ম করিবেন এবং তাঁহাদের দ্বারাও কর্ম করাইবেন।

প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারাই সমস্ত কর্ম সম্পাদিত হয়। কিন্তু মোহাচ্ছন্ন মানুষ অহঙ্কারবশতঃ নিজেকে কর্তা বলিয়া মনে করে।

কিন্তু যিনি গুণ ও কর্মের বিভাগসহ সকল তত্ত্ব জানেন, তিনি গুণ দ্বারা পরিচালিত কর্মকে গুণেতেই খেলিতেছে মনে করিয়া তাহাতে আসক্ত হন না। প্রকৃতির গুণ দ্বারা মোহিত হইয়াই মানুষ গুণ ও কর্মে আসক্ত হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি সেই মন্দবুদ্ধি মূঢ়দের কখনও বিচলিত করিবেন না।

তুমি অধ্যাত্ম-বুদ্ধি দ্বারা সকল কর্ম আমাকে অর্পণ করো। ফলের আশা, মমতা ও শোক ত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যুদ্ধ করো।

যাহারা দোষ-বুদ্ধিবিহীন, শ্রদ্ধাযুক্ত এবং সর্বদা আমার এই মতকে অনুসরণ করিয়া কর্ম করেন, সেই মানুষেরা মুক্ত হন। কিন্তু যাহারা দোষদর্শী মূঢ়মতি, আমার এই মতকে মানে না, সেই জ্ঞানভ্রষ্ট মানুষেরা সর্বতোভাবে বিনষ্ট হয়।

জ্ঞানীরাও সর্বদা নিজ প্রকৃতির অনুসারেই আচরণ করেন। প্রাণীরা সকলে প্রকৃতির অধীন। এই প্রকৃতিকে নিগ্রহ (বাধা) করা কী করিয়া সম্ভব?

ইন্দ্রিয়ের মধ্যে নিজ নিজ বিষয়ের প্রতি রাগও আছে এবং দ্বেষও আছে। এগুলি মানুষের শত্রু। তুমি কখনও এগুলির বশীভূত হইও না। অন্য ধর্ম যতই সুগম হউক না কেন, নিজ ধর্ম সামান্য গুণহীন হইলেও শ্রেষ্ঠ। পরধর্ম ভয়ঙ্কর। নিজ ধর্মে মৃত্যুবরণও কল্যাণকর।

অর্জুন কহিলেন: হে ভগবন্! মানুষ যখন ইচ্ছা করে না, তখনো কোন শক্তি তাহাকে আকর্ষণ করিয়া পাপ কার্যে প্রবৃত্ত করায়?

শ্রীভগবান্ বলিলেন: রজোগুণ হইতে উৎপন্ন এই কামনা এবং ইহাই ক্রোধ। ইহাই মহাভোগী ও মহাপাপী শত্রু। এই কাম-ই মানুষের দ্বারা পাপ করায়। যেমন ধোঁয়া দ্বারা অগ্নি, ময়লা দ্বারা দর্পণ এবং ঝিল্লি দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, তেমনই এই কামের দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে।

এই কাম মহান্ শত্রু, ইহা কখনও তৃপ্ত হয় না, ইহা অগ্নির মতো। হে কৌন্তেয়! এই কামের দ্বারা জ্ঞানীদের জ্ঞানও আবৃত। মন, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিতে এই শত্রু সর্বদা বাস করে। ইহারাই জ্ঞানকে আবৃত করিয়া জীবাত্মাকে মোহিত করে। অতএব, তুমি ইন্দ্রিয় দমন করিয়া এই জ্ঞান ও বিজ্ঞান-নাশক পাপী শত্রুকে বিনাশ করো।

ইন্দ্রিয়সমূহ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, আর বুদ্ধি অপেক্ষা আত্মা শ্রেষ্ঠ। এইরূপে বুদ্ধির অতীত আত্মাকে জানিয়া মনের দ্বারা তাহাকে বশীভূত করো এবং এই দুর্জয় কাম নামক মহান্ শত্রুকে জয় করো।

শ্রী হরি গীতা

চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞান কর্ম সন্ন্যাস যোগ

শ্রীভগবান্ বলিলেন: আমি এই অব্যয় (অবিনশ্বর) যোগ প্রথমে সূর্যকে বলিয়াছিলাম। তারপর সূর্য মনুকে বলেন এবং মনু তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকুকে এই উপদেশ দেন। এইভাবে রাজর্ষিগণ পরম্পরাগতভাবে এই যোগের সহিত পরিচিত হইলেন। কিন্তু এই জগতে কালক্রমে সেই যোগ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

এই পুরাতন, শ্রেষ্ঠ যোগের রহস্য আমি তোমাকেই বলিলাম; কারণ তুমি আমার ভক্ত এবং সখা।

অর্জুন কহিলেন: সূর্য তো বহু পূর্বের জন্ম, আর আপনি এইমাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কীভাবে বিশ্বাস করিব যে আপনিই পূর্বে তাঁহাকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন?

শ্রীভগবান্ বলিলেন: হে অর্জুন! আমি এবং তুমি বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হে পরন্তপ! আমি সেই সব জন্ম জানি, কিন্তু তুমি জানো না।

যদিও আমি অজন্মা, অব্যয় ও সর্বপ্রাণীর ঈশ্বর; তবুও আমি আমার নিজ প্রকৃতিকে (মায়াকে) আশ্রয় করিয়া স্ব-ইচ্ছায় জন্মগ্রহণ করি। হে পার্থ! যখনই ধর্মের গ্লানি ঘটে এবং পাপের বৃদ্ধি হয়, তখনই আমি স্বয়ং আমার রূপ প্রকট করি। আমি সজ্জনদের পরিত্রাণ, দুষ্টদের বিনাশ এবং ধর্মের সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আবির্ভূত হই।

যে ব্যক্তি আমার এই দিব্য জন্ম ও কর্মের রহস্য যথার্থরূপে জানিতে পারে, সে দেহ ত্যাগ করিয়া আর জন্মগ্রহণ করে না, আমার মধ্যেই মিলিত হয়। যে ব্যক্তিগণ ভয়, ক্রোধ এবং আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া মন্ময় (আমার চিন্তায় মগ্ন) ও মমাশ্রিত (আমার শরণাগত), তাহারা জ্ঞানরূপ তপস্যা ও যজ্ঞের দ্বারা পবিত্র হইয়া বহুলাংশে আমার মধ্যে লীন হইয়াছেন।

যাহারা আমাকে যেভাবে ভজনা করে, আমি তাহাদের সেইভাবেই ফলভোগ প্রদান করি। হে পার্থ! সকল মানুষই সর্বতোভাবে আমার পথেই বিচরণ করে।

এই জগতে ফলকামী মানুষেরা দেবতাদিগের আরাধনা করে। কারণ কর্মের ফলস্বরূপ সেই সিদ্ধি তাহারা তৎক্ষণাৎ লাভ করে। কর্ম ও গুণের ভেদ অনুসারে চারটি বর্ণ (শ্রেণি) আমিই সৃষ্টি করিয়াছি। যদিও আমিই তাহাদের কর্তা, কিন্তু তুমি আমাকে অব্যয় ও অকর্তা বলিয়া জানিও। কর্মের ফলের প্রতি আমার কোনো আকাঙ্ক্ষা নাই, তাই আমি কোনো কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হই না। যে আমাকে এই প্রকারে জানে, সেও কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হয় না।

এই জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই মোক্ষকামী পুরুষগণও পূর্বে কর্ম করিয়াছিলেন। অতএব তুমিও সেই প্রাচীন পূর্বপুরুষদের কৃত কর্মই করো।

কর্ম কী এবং অকর্ম কী, এই বিষয়ে বিদ্বান ব্যক্তিরাও বিভ্রান্ত হন। সেই কর্ম আমি তোমাকে বলিতেছি, যাহা জানিলে তুমি পাপ হইতে মুক্ত হইবে। হে পার্থ! কর্ম, অকর্ম ও বিকর্মের স্বরূপ কী, তাহা ভালো করিয়া জানিয়া লও; কারণ কর্মের গতি অতি গহন ও মহান্।

যে ব্যক্তি কর্মের মধ্যে অকর্মকে দেখেন এবং অকর্মের মধ্যেও কর্মকে দেখেন, তিনিই যোগযুক্ত জ্ঞানী এবং সকল কর্মই তিনিই করেন। জ্ঞানীগণ তাঁহাকেই পণ্ডিত বলেন, যাঁহার সকল প্রচেষ্টা ফল-বাসনা হইতে মুক্ত এবং যাঁহার সকল কর্ম জ্ঞানাগ্নিতে ভস্ম হইয়া গিয়াছে।

যিনি সকল কামনা ত্যাগ করিয়াছেন এবং সর্বদা নিরাশ্রয় ও তৃপ্ত, তিনি কর্ম করিতে থাকিলেও বাস্তবে কিছুই করেন না। যিনি কামনা ত্যাগ করিয়া, সকল আসক্তি-সংগ্রহ ত্যাগ করিয়া মনকে বশে রাখেন এবং কেবল দৈহিক কর্ম করেন, তিনি পাপ হইতে দূরে থাকেন।

যিনি দ্বেষ ও দ্বন্দ্বরহিত, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে সমান মনে করেন এবং যদৃচ্ছাক্রমে (স্বাভাবিকভাবে যাহা আসে) লাভে তৃপ্ত, তিনি কর্ম করিয়াও আবদ্ধ হন না। যাঁহাদের চিত্ত সর্বদা জ্ঞানে স্থির, যিনি আসক্তিবিহীন ও মুক্ত, যজ্ঞের জন্য (ঈশ্বরের প্রীতির জন্য) তাঁহার কৃত সকল কর্ম সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইয়া যায়।

যজ্ঞ ব্রহ্ম, ব্রহ্মই যজ্ঞের অগ্নি, ব্রহ্মই হবি (আহুতি) এবং ব্রহ্মই অর্পণকারী। সকল কর্মকে যিনি ব্রহ্ম বলিয়া জানেন, তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন।

যোগী পুরুষদের মধ্যে কেহ কেহ দৈব-যজ্ঞের উপাসনায় মন দেন। আবার কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মাগ্নিতে যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞ করেন। কেহ কেহ সংযমরূপ অগ্নির মধ্যে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে আহুতি দেন। আবার কেহ কেহ ইন্দ্রিয়রূপি অনলের মধ্যে শব্দাদি বিষয়সমূহকে আহুতি দেন।

কেহ কেহ আত্মসংযম রূপ যোগানলকে সুজ্ঞানের দ্বারা প্রদীপ্ত করিয়া প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সমূহের কর্মগুলিকে তাহাতে আহুতি দেন। কেহ কেহ যোগ, তপস্যা ও দান দ্বারা যজ্ঞ করেন। আবার কোনো কোনো যতি স্বাধ্যায় (বেদপাঠ) এবং জ্ঞান দ্বারা যজ্ঞ করেন। কেহ কেহ আপান বায়ুর মধ্যে প্রাণ বায়ুকে আহুতি দেন, আবার কেহ প্রাণ বায়ুর মধ্যে আপান বায়ুকে আহুতি দেন। আবার কেহ কেহ প্রাণ ও আপান বায়ুর গতি রোধ করিয়া প্রাণায়ামের ধ্যানে রত থাকেন।

এই সকল যজ্ঞ-বিশারদ ব্যক্তি মিতাচারী হইয়া প্রাণেই প্রাণকে আহুতি দেন এবং যজ্ঞের দ্বারা পাপ ক্ষয় করেন। যাহারা যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্ন ভক্ষণ করে, তাহারা ব্রহ্মকে লাভ করে। হে অর্জুন! যজ্ঞ ত্যাগকারী ব্যক্তির ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই।

এইভাবে বহু প্রকারে ব্রহ্মের মুখে যজ্ঞের বিস্তার রহিয়াছে। এই সমস্তই কর্ম হইতে উৎপন্ন, ইহা জানিলেই নিস্তার লাভ করা যায়। ধনরূপ যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানরূপ যজ্ঞকে সর্বদাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। হে পার্থ! সকল কর্মেরই পরিসমাপ্তি জ্ঞানের মধ্যেই ঘটে।

সেবা, বিনয় ও প্রণিপাত পূর্বক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণ তখন তোমাকে সেই জ্ঞান উপদেশ করিবেন। সেই শ্রেষ্ঠ শুদ্ধ বিবেক দ্বারা তুমি আর মোহে পড়িবে না। তখন সকল জীবকে আমাতে এবং তোমাকে আমাতেই এক বলিয়া দেখিবে।

যদি তোমার পাপীদের মধ্যে ঘোর পাপাচরণও হইয়া থাকে, তবে এই জ্ঞানরূপ নৌকার দ্বারা তুমি অনায়াসে পাপসাগর পার হইতে পারিবে। হে পার্থ! যেমন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি সর্বদা ইন্ধনকে জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দেয়, তেমনই জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্মকে ভস্ম করিয়া দেয়।

এই জগতে জ্ঞানের সমান আর কোনো পবিত্র সাধন নাই। কর্মে তৎপর, জিতেন্দ্রিয় ও শ্রদ্ধাবান পুরুষ সময়মতো সেই জ্ঞান লাভ করিয়া শীঘ্রই পরম শান্তি লাভ করেন। কিন্তু শ্রদ্ধাহীন, জ্ঞানহীন ও সংশয়ী ব্যক্তি সর্বতোভাবে বিনষ্ট হয়। তাহার জন্য সুখ, ইহলোক বা পরলোক কিছুই নাই।

যিনি যোগের বল দ্বারা সকল কর্ম ত্যাগ করিয়াছেন এবং জ্ঞান দ্বারা সকল সংশয় দূর করিয়াছেন, সেই আত্মজ্ঞানী পুরুষকে কর্মের বন্ধন কখনও বাঁধিতে পারে না। অজ্ঞানতা হইতে হৃদয়ে যে ভ্রম জন্মিয়াছে, তাহাকে জ্ঞানরূপ কৃপাণ দ্বারা ছিন্ন করো। হে অর্জুন! যোগকে আশ্রয় করিয়া জ্ঞানযুক্ত হও এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

(চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত)

পঞ্চম অধ্যায়: সন্ন্যাস যোগ

অর্জুন কহিলেন: হে কৃষ্ণ! আপনি কখনও কর্ম যোগকে উত্তম বলিতেছেন, আবার কখনও সন্ন্যাসকে। এই দুটির মধ্যে কোনটি আমার জন্য শ্রেষ্ঠ, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলুন।

শ্রীভগবান্ বলিলেন: সন্ন্যাস এবং যোগ—উভয়ই মোক্ষকারী। কিন্তু সন্ন্যাসের চেয়ে কর্মযোগকে অধিক কল্যাণকর বলা হইয়াছে।

যাঁহার মধ্যে দ্বেষ বা ইচ্ছা নাই, তিনিই নিত্য সন্ন্যাসী। তিনি সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব ত্যাগ করিয়া সহজেই সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হন। মূঢ়েরা সাংখ্য (জ্ঞানযোগ) ও যোগকে (কর্মযোগ) ভিন্ন বলিয়া মনে করে, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাহা মনে করেন না। যে ব্যক্তি একটিরও পূর্ণ সাধন করেন, তিনি উভয়েরই ফল লাভ করেন।

সাংখ্য জ্ঞানী যে সুগতি প্রাপ্ত হন, কর্মযোগীও সেই একই সুগতি লাভ করেন। যিনি সাংখ্য ও যোগকে সমান বলিয়া জানেন, তিনিই তত্বকে যথার্থভাবে চেনেন। নিষ্কাম কর্ম ব্যতিরেকে কেবল সন্ন্যাস লাভ করা কঠিন। কিন্তু কর্মযোগী মুনি শীঘ্রই ব্রহ্মে বাস করেন।

যে যোগযুক্ত, শুদ্ধ মন ও আত্মবিজয়ী জন, তিনি আত্মাকে সকলের মধ্যে দেখেন। তিনি কর্ম করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না। তত্বজ্ঞ ব্যক্তি মনে করেন যে, আমি কিছুই করিতেছি না—যখন আমি খাই, দেখি, শুঁকি, শুনি, হাঁটি, স্পর্শ করি, ঘুমাই, শ্বাস গ্রহণ করি বা ত্যাগ করি, অথবা কথা বলি, চোখ খুলি বা বন্ধ করি—কারণ কেবল ইন্দ্রিয়সমূহ তাহাদের বিষয়ে বিচরণ করিতেছে।

যিনি আসক্তি ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে কর্ম অর্পণ করেন, তাঁহাকে পাপ স্পর্শ করে না, যেমন জল কমলকে স্পর্শ করে না। যোগীগণ কেবল আত্মশুদ্ধির জন্য মন, বুদ্ধি, শরীর এবং কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারাও আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম করেন।

ফলের প্রতি সর্বদা বিরক্ত ব্যক্তি চিরশান্তি লাভ করেন; কিন্তু ফল-কামনায় আসক্ত ব্যক্তি সর্বদা বন্ধনগ্রস্ত হয়।

জিতেন্দ্রিয় জীবধারী সুখের সহিত মন হইতে সকল কর্ম ত্যাগ করিয়া, কিছু না করিয়া বা না করাইয়া, নবদ্বারবিশিষ্ট পুরী (দেহ)-তে অবস্থান করেন। জীবাত্মা স্বয়ং কর্তৃত্ব বা কর্ম অথবা কর্মফলের সংযোগ সৃষ্টি করেন না। হে অর্জুন! স্বভাব (প্রকৃতি)ই সর্বদা সব কিছু করে। ঈশ্বর কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না। কিন্তু মায়া দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকায় জীব স্বয়ং মোহিত হয়।

যাহাদের হৃদয়ের অজ্ঞান জ্ঞান দ্বারা দূরীভূত হয়, তাহাদের সেই জ্ঞান সূর্যের মতো সেই তত্বকে প্রকাশিত করে। যাঁহারা তন্নিষ্ঠ (ব্রহ্মেতে আসক্ত) এবং তাহাতেই তৎপর, বুদ্ধি ও মন সেখানে স্থাপন করেন, তাঁহারা জ্ঞান দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া আর জন্মগ্রহণ করেন না।

বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গাভী, হস্তী বা কুকুরের প্রতি জ্ঞানী ব্যক্তির দৃষ্টি সর্বদা সমান থাকে। যাঁহারা মনকে সাম্যে (সমতায়) রাখেন, তাঁহারা ইহজগতেই সংসারকে জয় করেন। ব্রহ্ম নির্দোষ এবং সমতাযুক্ত, অতএব তাঁহারা সর্বত্রই ব্রহ্মে অবস্থান করেন।

প্রিয় বস্তু পাইয়া যিনি আনন্দিত হন না এবং অপ্রিয় বস্তু পাইয়া যিনি দুঃখিত হন না, সেই নির্মোহ, দৃঢ়বুদ্ধি ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মে লীন থাকেন। যে ব্যক্তি বাহ্যিক ভোগ-বিষয়ে আসক্ত হন না, তিনি আত্মা হইতে যে সুখ প্রাপ্ত হন, সেই ব্রহ্মযুক্ত ব্যক্তি সর্বদা অক্ষয় মহাসুখ অনুভব করেন।

বাহ্যিক সংযোগ হইতে উৎপন্ন যে ভোগ, তাহা সবই দুঃখের কারণ। সেগুলির আদিও আছে, অন্তও আছে। এই কারণে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সেগুলিতে রত হন না। যে ব্যক্তি মরণ পর্যন্ত কাম ও ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে পারে, সেই নরই যোগী এবং সেই সংসারে সর্বদা সুখ লাভ করে।

যে ব্যক্তি আত্মাতে রত, অন্তঃকরণে সুখী এবং যাহার মধ্যে জ্যোতি ব্যাপ্ত, সেই যোগযুক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মের স্বরূপ লাভ করিয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হন। যাহারা নিষ্পাপ, আত্মসংযমী, দ্বন্দ্ব-বুদ্ধিবিহীন এবং জীবের হিতে রত, তাঁহারাই ব্রহ্মেতে লীন হন।

যে যতি কাম ও ক্রোধ হইতে মুক্ত এবং যাঁহাদের মধ্যে আত্মজ্ঞানই প্রধান, মনকে জয় করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য চারিদিকেই নির্বাণ বিরাজমান। বাহ্যিক সকল বিষয় ত্যাগ করিয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দৃষ্টি স্থাপন করো। প্রাণ ও অপান বায়ুকে সম করিয়া সর্বদা নাসিকার মধ্যে চালিত করো। মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়কে বশ করিয়া মোক্ষে যুক্ত হও। যিনি ভয়, ক্রোধ ও ইচ্ছা ত্যাগ করেন, সেই মুনি সর্বদা মুক্ত।

যিনি আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা এবং নিত্য লোকসমূহের ঈশ্বর বলিয়া জানেন এবং সকল প্রাণীর মিত্র বলিয়া জানেন, তিনিই শান্তি লাভ করেন।

(পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত)

ষষ্ঠ অধ্যায়: অভ্যাস যোগ

শ্রীভগবান্ বলিলেন: যে ব্যক্তি ফলের আশা ত্যাগ করিয়া সর্বদা কর্তব্য কর্ম করেন, তিনিই যোগী এবং সন্ন্যাসী। যিনি অগ্নি (যাগযজ্ঞ) ও কর্ম ত্যাগ করেন, তিনি নন।

যাহাকে সন্ন্যাস বলা হয়, তাহাকেই যোগ বলিয়া জানো। কারণ সঙ্কল্প (ফলের ইচ্ছা) ত্যাগ না করিলে কেহ কখনও যোগী হইতে পারে না। যে মুনি যোগের সাধন করিতে চান, তাঁহার জন্য কর্মই সেই সাধনের কারণ। আর যখন তিনি যোগে আরূঢ় (প্রতিষ্ঠিত) হন, তখন উপশম (নিবৃত্তি) ধর্মই তাহার কারণ।

যখন যোগী বিষয়সমূহের প্রতি আসক্ত হন না এবং কর্মসমূহেও আসক্ত হন না, সকল সঙ্কল্প (বাসনা) ত্যাগ করেন, তখনই তিনি যোগারূঢ় বলিয়া অভিহিত হন। মানুষ নিজেই নিজের উদ্ধার করিবে, নিজেকে কখনও নিচে ফেলিয়া দিবে না। এই আত্মা নিজেই নিজের শত্রু, আবার নিজেই নিজের মিত্র।

যিনি নিজেকে জয় করেন, তাঁহার আত্মা নিজেই নিজের বন্ধু। আর যিনি নিজেকে জানেন না, তাঁহার আত্মা শত্রুর ন্যায় শত্রুতাই করে। যিনি অতি শান্ত এবং মনকে জয় করিয়াছেন, তাঁহার আত্মা সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণতা অথবা মান-অপমানে সর্বদা সমান থাকে।

যিনি স্থিরবুদ্ধি (কূটস্থ), ইন্দ্রিয়কে জয় করিয়াছেন এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা পূর্ণ, সোনা, পাথর ও ধুলো যাঁহার কাছে একই সমান, সেই ব্যক্তিই যোগযুক্ত। শত্রু, সুহৃদ, মধ্যস্থ, সাধু, অসাধু, দ্বেষ্য (যাহাদের ঘৃণা করা হয়), বন্ধু, উদাসীন ও মিত্র—এই সকলের মধ্যে যাঁহার সমবুদ্ধি, সেই পুরুষই বিশেষ (শ্রেষ্ঠ)।

যোগী সর্বদা একাগ্রচিত্ত ও আত্মসংযমী হইয়া নির্জনে একা অবস্থান করিবেন। তিনি আশা ও সংগ্রহের (বস্তু সঞ্চয়ের) ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া নিরন্তর যোগের মধ্যে রমণ করিবেন।

তিনি পবিত্র ভূমিতে এমন আসন স্থাপন করিবেন, যাহা স্থির, উঁচু বা নিচু নহে। কুশের উপর মৃগচর্ম, আর তাহার উপর পবিত্র বস্ত্র পাতিয়া বসিবেন। মনকে একাগ্র করিয়া, ইন্দ্রিয় ও চিত্তের কার্যকলাপকে রোধ করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য সর্বদা যোগাচরণ করিবেন।

অচঞ্চল ও দৃঢ় হইয়া, মাথা, গ্রীবা ও শরীরকে সমান রাখিবেন। অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি না ফেলিয়া কেবল নাসিকার অগ্রভাগের দিকে দৃষ্টি রাখিবেন। ব্রহ্মচারী হইয়া, শান্ত, ভয়মুক্ত ও মনকে সংযত করিয়া মৎপরায়ণ (আমাতে নিবেদিত) হইয়া চিত্তকে আমাতে যুক্ত করিবেন।

এইভাবে যিনি নিয়ত-চিত্ত ও যোগাভ্যাসে নিরন্তর রত, তিনি আমাতে স্থিত নির্বাণরূপী পরম শান্তি লাভ করেন। এই যোগ অতিরিক্ত আহার করিয়াও সিদ্ধ হয় না, আবার অতিরিক্ত উপবাসেও সিদ্ধ হয় না। অতিরিক্ত নিদ্রা বা জাগরণের ক্লেশেও সিদ্ধ হয় না।

যখন নিদ্রা, জাগরণ, আহার এবং বিচরণ সবই নিয়মিত হয় এবং সমস্ত ব্যবহার পরিমিত হয়, তখনই দুঃখনাশক যোগ সাধিত হয়। যখন সংযতচিত্ত যোগী সর্বদা আত্মার মধ্যেই রমণ করেন এবং কোনো কামনা তাঁহার থাকে না, তখনই তিনি যুক্ত (যোগী) বলিয়া অভিহিত হন।

বায়ুহীন স্থানে দীপকের শিখা যেমন অবিচল থাকে, চিত্তকে সংযত করা যোগসাধক যুক্ত পুরুষের উপমা তেমনই। যোগের সেবার দ্বারা চিত্ত যখন সর্বদা নিরুদ্ধ থাকে এবং যোগী যখন নিজেকে দেখিয়া আত্মাতে সন্তুষ্ট থাকেন, তখনই তিনি রমণ করেন।

তিনি ইন্দ্রিয়ের অগম্য এবং বুদ্ধি দ্বারা লভ্য সেই অনন্ত সুখ অনুভব করেন। যে তত্ত্বে তিনি স্থিত, তাহা হইতে তিনি এক তিলও বিচলিত হন না। এই জগতে যাহা লাভ করিলে তাহার চেয়ে উত্তম লাভ আর কিছু দেখা যায় না এবং যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে কঠিন দুঃখও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না।

যাহাতে সকল দুঃখের বিচ্ছেদ ঘটে, তাহাকেই যোগ বলা হয়। দৃঢ়চিত্ত হইয়া এই যোগ সাধন করাই উপযুক্ত। সঙ্কল্প (কামনাসমূহ) হইতে উৎপন্ন সকল কামনা-বাসনা ত্যাগ করিয়া মন দ্বারা সর্বদা সকল দিক হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করো।

ধীরে ধীরে ধৈর্যশীল বুদ্ধির দ্বারা মনকে শান্ত ও আত্মাতে স্থির করো। তারপর যেন চিত্তে আর কোনো বিষয়ের সামান্যতম চিন্তাও না আসে। এই চঞ্চল, অস্থির মন যেখান হইতে দূরে পালাইয়া যায়, সেখান হইতেই তাহাকে ফিরাইয়া আনো এবং আত্মার বশীভূত করো।

যে ব্যক্তি ব্রহ্মভূত (ব্রহ্মেতে স্থিত), প্রশান্ত মন এবং রজোগুণ হইতে মুক্ত ও নিষ্পাপ, সেই কর্মযোগী স্বয়ং পরম সুখ লাভ করেন। এই প্রকারে নিষ্পাপ হইয়া যিনি নিরন্তর যোগ করেন, তিনি ব্রহ্মপ্রাপ্তি স্বরূপ সুখ সর্বদা উপভোগ করেন।

যুক্তাত্মা সমদর্শী পুরুষ সর্বদা সর্বত্রই দেখেন—আমি সকল প্রাণীর মধ্যে আছি এবং সকল প্রাণী আমার মধ্যে আছে। যিনি সকল জীবকে আমার মধ্যে এবং আমাকে সকল জীবের মধ্যে দেখেন, আমি তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকি না এবং তিনিও আমার নিকট হইতে দূরে থাকেন না।

যে মানুষ একত্বের বুদ্ধিতে আমাকে সকল জীবের মধ্যে নিত্য দেখেন এবং আমার ভজনা করিতে থাকেন, তিনি সর্বপ্রকারে কর্ম করিয়াও আমার মধ্যেই অবস্থিত থাকেন। হে অর্জুন! নিজের ও অন্যের সুখ-দুঃখ যাঁহার কাছে সমান, সেই যোগীই সর্বদা শ্রেষ্ঠ।

অর্জুন কহিলেন: হে মধুসূদন! আপনি সমতাযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা যে যোগের কথা বলিলেন, তাহা মনের চঞ্চলতার কারণে আমার কাছে অত্যন্ত অস্থির বলিয়া মনে হইতেছে। হে কৃষ্ণ! মন চঞ্চল, হঠকারী, বলবান ও অতি দৃঢ়। মনকে বশীভূত করা আমার কাছে যেন বাতাসকে বাঁধিয়া রাখার মতোই দুষ্কর বলিয়া মনে হইতেছে।

শ্রীভগবান্ বলিলেন: হে মহাবাহো! মন নিঃসন্দেহে চঞ্চল এবং ইহাকে বশীভূত করাও কঠিন। কিন্তু হে পার্থ! অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা ইহাকে বশীভূত করা যায়। যাঁহার মন বশীভূত হয় নাই, তাঁহার জন্য যোগ লাভ করা দুষ্কর—ইহাই আমার মত। আর যিনি মনকে জয় করিয়া যত্ন করেন, তিনিই যোগকে প্রাপ্ত হন।

অর্জুন কহিলেন: যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান কিন্তু যোগসাধনে যত্নহীন এবং শেষ মুহূর্তে যোগ হইতে বিচলিত হন, সেই যোগসিদ্ধি লাভ না করিয়া তিনি কী গতি প্রাপ্ত হন? মোহাচ্ছন্ন, আশ্রয়হীন সেই ব্যক্তি কি ব্রহ্মের পথে উভয় দিক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ছিন্ন মেঘের মতো সর্বদা বিনষ্ট হইয়া যান? হে কৃষ্ণ! আপনি কৃপা করিয়া আমার এই সকল সন্দেহ দূর করুন। আপনাকে ছাড়া এই ভ্রম দূর করিবার আর কে আছেন?

শ্রীভগবান্ বলিলেন: কল্যাণকারী কর্মকারী ব্যক্তি ইহলোক বা পরলোক—কোথাও কখনও নষ্ট হন না। শুভ কর্ম করিলে দুর্গতি হয় না।

তিনি পুণ্যবানদের শুভ লোক প্রাপ্ত হইয়া সেখানে বহু বৎসর অবস্থান করেন। তারপর সেই যোগ হইতে বিচ্যুত ব্যক্তি শ্রীমান (ঐশ্বর্যশালী) ও শুচি (পবিত্র)-দের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। অথবা তিনি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী যোগীদের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সংসারে এমন অংশে জন্মগ্রহণ করা দুর্লভ।

সেই নররত্ন সেখানে তাঁহার পূর্বজন্মের বুদ্ধির (সংস্কারের) সংযোগ পুনরায় প্রাপ্ত হন। সেই বুদ্ধি দ্বারা তিনি আবার সিদ্ধিলাভের জন্য নিরন্তর যত্ন করিতে থাকেন। হে পার্থ! পূর্বের অভ্যাসের দ্বারা তিনি লাচার (স্বয়ংক্রিয়ভাবে) হইয়া সেই দিকেই আকর্ষিত হন এবং যোগের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বেদ-বর্ণিত কর্মফলের ঊর্ধ্বে উঠিয়া যান।

সেই যোগসেবী ব্যক্তি অত্যন্ত যত্নের দ্বারা সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বহু জন্মের পরে সিদ্ধ হইয়া পরম গতিতে লীন হন। হে পার্থ! যোগী সকল তপস্বী, জ্ঞানী ও কর্মনিষ্ঠদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। এই কারণে তুমি সর্বদা যোগী হও।

সকল যোগীর মধ্যে আমি তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ যুক্ততম যোগী বলিয়া মনে করি, যিনি শ্রদ্ধা সহকারে আমার ধ্যান করিয়া নিরন্তর আমার ভজনা করেন।

(ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত)

শ্রী হরি গীতা

সপ্তম অধ্যায়: জ্ঞান বিজ্ঞান যোগ

শ্রীভগবান্ বলিলেন: আমাতে চিত্ত স্থাপন করিয়া এবং আমাকেই আশ্রয় করিয়া যোগের অনুষ্ঠান করিলে, তুমি যেভাবে আমাকে সংশয়হীন ও পূর্ণরূপে জানিতে পারিবে, তাহা এখন শ্রবণ করো। আমি তোমাকে বিজ্ঞানযুক্ত সেই জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করিব, যাহা জানিবার পর এই সংসারে আর কিছুই জানিবার অবশিষ্ট থাকে না।

সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে কেহ কেহ সিদ্ধিলাভের জন্য যত্ন করে। আর সেই যত্নশীলদের মধ্যেও কোনো একজন আমাকে যথার্থরূপে জানিতে পারে। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার—এই আটটি ভাগে আমার অপরা প্রকৃতি (জড় প্রকৃতি) বিভক্ত। হে পার্থ! এইটি আমার অপরা প্রকৃতির বিস্তার বলিয়া জানিও। আর এই অপরা হইতে ভিন্ন 'পরা' প্রকৃতি হইল জীবাত্মা, যাহা এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে।

এই দুই প্রকৃতি হইতেই জগতের সকল জীব উৎপন্ন হইয়াছে। আমিই এই সমগ্র সংসারের উৎপত্তির মূল এবং বিনাশের স্থানও আমিই। আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য কোনো কিছুই নাই। যেভাবে মালায় মণিগুলি গ্রথিত থাকে, সেইভাবেই এই সমগ্র জগৎ আমাতে গ্রথিত আছে।

আমি আকাশ মধ্যে শব্দ, জলের মধ্যে রস, বেদসমূহের মধ্যে ওঙ্কার। আমি পুরুষের মধ্যে পৌরুষ এবং চন্দ্র-সূর্যের মধ্যে তেজ। পৃথিবীতে আমি পবিত্র গন্ধ, প্রাণীদের মধ্যে জীবনশক্তি (প্রাণ)। আমি অগ্নির মধ্যে তেজ এবং তপস্বীদের মধ্যে তপস্যা। হে পার্থ! আমি সকল জীবের সনাতন বীজ ও আশ্রয়। আমি তেজস্বীদের মধ্যে তেজ এবং বুদ্ধিমানদের মধ্যে বুদ্ধি। আমি বলবানদের কামনা ও আসক্তিবিহীন বল এবং ধর্মশাস্ত্রের অবিরুদ্ধ যে কাম, আমি সেই কামও বটে।

সত্ত্ব, রজ ও তম—এই সমস্ত ভাব আমার হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। উহারা সকলেই আমাতে আছে, কিন্তু আমি কখনও তাহাদের অধীন হইয়া থাকি না। এই ত্রিগুণের ভাব দ্বারা এই সমগ্র সংসার মোহগ্রস্ত। উহারা আমার সেই অব্যয় তত্ত্বকে জানিতে পারে না, যাহা এই গুণগুলির অতীত। এই ত্রিগুণময়ী আমার দৈবী মায়া অত্যন্ত দুস্তর ও অপার। কিন্তু যাহারা আমার শরণ গ্রহণ করে, তাহারা সহজেই এই মায়া পার হইয়া যায়।

যাহাদের জ্ঞান মায়া দ্বারা হরণ করা হইয়াছে, সেই মূঢ়, পাপী ও নরাধমগণ আসুরী বুদ্ধির বশীভূত হইয়া কখনও আমার ভজনা করে না। হে অর্জুন! চার প্রকারের পুণ্যকর্মা ব্যক্তি আমার ভজনা করে: ১. আর্ত (দুঃখী), ২. জিজ্ঞাসু, ৩. অর্থার্থী (ঐশ্বর্যকামী) এবং ৪. জ্ঞানী। ইহাদের মধ্যে নিত্য যুক্ত এবং অনন্যভাবে আমাতে আসক্ত জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ। কারণ আমি জ্ঞানীর কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং সেই ভক্তও আমার অত্যন্ত প্রিয়। ইহারা সকলেই উদার, কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত আমার আত্মস্বরূপ। সেই যুক্ত ব্যক্তি সর্বোচ্চ গতি লাভ করিয়া আমাতেই লীন থাকে।

বহু জন্মের শেষে যে জ্ঞানী ব্যক্তি "সকলই বাসুদেব" রূপে আমাকে ভজনা করে, হে পার্থ! সেই মহাত্মা অতিশয় দুর্লভ। নিজ স্বভাব দ্বারা চালিত এবং কামনার বশে জ্ঞানভ্রষ্ট লোকেরা বিভিন্ন নিয়ম পালন করিয়া অন্য দেবতাদের আরাধনা করে। যে যে ভক্ত যেই যেই দেবতার রূপের পূজা করে, আমি সেই সেই ভক্তের মনে সেই অটল শ্রদ্ধা বিধান করি। সেই ভক্ত সেই শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই দেবতার পূজা করে এবং তাহার সকল ইষ্ট ফল লাভ করে, কিন্তু সেই ফলও আমিই সৃষ্টি করিয়া থাকি।

কিন্তু সেই মন্দবুদ্ধি লোকেরা সর্বদা ক্ষণস্থায়ী ফলই লাভ করে। দেবভক্তেরা দেবলোকে যায়, আর আমার ভক্তেরা আমায়ই প্রাপ্ত হয়। মূঢ় মানুষেরা আমার অব্যক্ত স্বরূপকে ব্যক্ত (দেহধারী) বলিয়া মনে করে। তাহারা আমার অবিনাশী ও অনুপম ভাবকে জানিতে পারে না। আমি আমার যোগমায়ার দ্বারা আবৃত থাকি বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশিত হই না। আমি অব্যয় ও অজন্মা—এই কারণে মূঢ় মানুষেরা আমাকে জানিতে পারে না।

যে সকল জীব পূর্বে ছিল, এখন আছে এবং ভবিষ্যতে থাকিবে, তাহাদের সকলের বিষয়ে আমার জ্ঞান আছে। কিন্তু এই জীবদের মধ্যে কেহই আমাকে জানিতে পারে না। হে পরন্তপ! ইচ্ছা ও দ্বেষ হইতে যে দ্বন্দ্ব জগতে ব্যাপ্ত, তাহারই দ্বারা সকল প্রাণী মোহগ্রস্ত হয়। কিন্তু যে সকল পুণ্যবান মানুষের পাপ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছে, তাহারা দ্বন্দ্ব ও মোহ হইতে মুক্ত হইয়া দৃঢ়তার সহিত আমার ভজনা করে।

যাহারা জরা ও মৃত্যু হইতে মুক্তির জন্য আমার আশ্রয় লইয়া সাধনা করে, সেই মহাত্মাগণ ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও কর্ম—এই সব কিছু জানিতে পারে। যাহারা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞসহ আমাকে জানেন, সেই যোগযুক্তচিত্ত ব্যক্তিরা মৃত্যুকালেও আমাকে জানিতে (স্মরণ করিতে) পারে।

অষ্টম অধ্যায়: অক্ষর ব্রহ্ম যোগ

অর্জুন কহিলেন: হে কৃষ্ণ! সেই ব্রহ্ম কী? অধ্যাত্ম কী? কর্মই বা কী? অধিভূত কাহাকে বলে এবং অধিদৈবের মর্ম কী? এই দেহের মধ্যে অধিযজ্ঞ কে এবং তিনি কীভাবে থাকেন? আর জিতেন্দ্রিয় লোকেরা মৃত্যুকালে কীভাবে আপনাকে জানিতে পারে?

শ্রীভগবান্ বলিলেন: পরম অক্ষর তত্ত্বই ব্রহ্ম। জীবের নিজ স্বভাবই অধ্যাত্ম। আর যে ব্যাপার ভূতসমূহের সৃষ্টি করে, তাহাকেই কর্ম বলা হয়। নশ্বর ভাবসমূহই অধিভূত। চেতন পুরুষই অধিদৈব। আর আমিই সকল প্রাণীর দেহের মধ্যে সর্বদা অধিযজ্ঞ রূপে অবস্থান করি।

যে ব্যক্তি অন্তকালে আমার মনন করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করে, সে সংশয়হীনভাবে আমাকেই লাভ করে। অন্তিম সময়ে দেহ ত্যাগকালে মানুষ যে ভাব দ্বারা ব্যাপ্ত থাকে, সে সর্বদা সেই ভাবনায় রত থাকায় সেই ভাবকেই প্রাপ্ত হয়। এই কারণে তুমি নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো এবং যুদ্ধও করো। মন ও বুদ্ধি আমাতে স্থাপন করিলে তুমি নিঃসন্দেহে আমাকেই লাভ করিবে।

অভ্যাসের বল দ্বারা যোগযুক্ত হইয়া চিত্তকে বশে রাখিয়া, যে যোগী পরম পুরুষের আরাধনা করে, সে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়। যিনি সর্বজ্ঞ, শাসক, সূক্ষ্মতম, আদিত্যসদৃশ এবং অন্ধকার হইতে বহু দূরে অবস্থান করেন—সেই অচিন্ত্য, অনাদি ও সর্বাধার

পুরুষের যিনি নিরন্তর চিন্তন করেন। যোগের বল দ্বারা অন্তিমকালে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণকে স্থির করিয়া সেই নিশ্চল ভক্ত দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হয়।

বেদজ্ঞরা যাহাকে অক্ষর বলেন, আসক্তি ত্যাগ করিয়া যতিগণ যাহাতে প্রবেশ করে এবং যাহার জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করে, সেই পদ আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ করো। সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া হৃদয়ের মধ্যে মনকে স্থির করে। তারপর প্রাণকে মস্তকে স্থাপন করিয়া যোগী ধারণা করেন। যিনি ওঙ্কার (অক্ষর ব্রহ্ম) উচ্চারণ করিতে করিতে আমার ধ্যান করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করেন, সেই জীবই পরম গতি লাভ করে।

যে ব্যক্তি সর্বদা অনন্য মন ও প্রীতি সহকারে আমার ভজনা করে, সেই নিত্য যুক্ত যোগী আমাকে সহজেই প্রাপ্ত হয়। যে মহাত্মাগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া উত্তম সিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহারা আর দুঃখের আলয় স্বরূপ এই নশ্বর জন্ম প্রাপ্ত হন না। ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যাইয়াও জীবেরা পুনরায় এই জগতে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু হে অর্জুন! যাহারা আমাকে লাভ করে, তাহারা আর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয় না।

যাহারা ব্রহ্মার দিন-রাত্রি সহস্র যুগ দীর্ঘ বলিয়া জানে, সেই লোকেরাই দিন ও রাত্রির গতি যথার্থরূপে বুঝিতে পারে। যখন দিনের আরম্ভ হয়, তখন অব্যক্ত (ব্রহ্মা)-এর দেহ হইতে সকল ব্যক্ত বস্তু উৎপন্ন হয়। আবার রাত্রি হইলে তাহারা সেই অব্যক্তেই লীন হয়। এই ভূতসমূহ (জীবগণ) বিবশ হইয়া বারবার উৎপন্ন হয়। রাত্রিতে লীন হয় এবং দিনে আবার জন্ম ধারণ করে।

এই ব্যক্ত ও অব্যক্তের ঊর্ধ্বে অন্য একটি অব্যক্ত নিত্য পদার্থ আছে। সকল জীব বিনাশ হইলেও হে পার্থ! তাহা নষ্ট হয় না। যাহাকে পরম গতি বলে, তাহাই অব্যক্ত অক্ষর নামে পরিচিত। যাহাকে লাভ করিয়া আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম। যে পরম পুরুষে সকল জীব স্থিত এবং যাঁহার দ্বারা সকল সংসার ব্যাপ্ত, তিনি অনন্যা ভক্তি দ্বারাই লভ্য হন।

যে কালে দেহ ত্যাগ করিয়া গেলে যোগীগণ আর ফিরিয়া আসে না, সেই কাল আমি তোমাকে বলিতেছি। আর যে কালে ফিরিয়া আসে, তাহাও বলিব। দিন, অগ্নি, জ্যোতি, শুক্লপক্ষ ও ছয় মাসব্যাপী উত্তরায়ণের সময় দেহ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তিরা ব্রহ্মের কাছে চলিয়া যায়। রাত্রি, ধূম, কৃষ্ণপক্ষ ও ছয় মাসব্যাপী দক্ষিণায়নের সময় দেহ ত্যাগ করিয়া মানুষ চন্দ্রলোকে বাস করে এবং তারপর পুনরায় এই সংসারের চক্রে ফিরিয়া আসে। জ্ঞানীগণ এই শুক্ল ও কৃষ্ণ—বিশ্বের এই দুই প্রকার গতি সর্বদা বলিয়া থাকেন। প্রথমটি মুক্তি প্রদান করে, দ্বিতীয়টি দ্বারা ফিরিয়া আসিয়া এই জগতে থাকিতে হয়। এই দুইটি পথ অবগত হইয়া যোগী আর মোহে পতিত হন না। এই কারণে হে অর্জুন! তুমি সর্বদা যোগযুক্ত হও।

বেদপাঠে, যজ্ঞে, তপস্যায় ও দানে যে সকল পুণ্যফল লাভের কথা বলা হইয়াছে, যোগী পুরুষ এই জ্ঞান দ্বারা সেই সব ছাড়িয়া পরম আদি স্থান (মোক্ষ) লাভ করে।

নবম অধ্যায়: রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগ

শ্রীভগবান্ বলিলেন: তুমি দোষদর্শী নহ, এই কারণে আমি তোমাকে বিজ্ঞান-সহ সেই পরম গোপন জ্ঞান বলিতেছি, যাহা অবগত হইয়া মানুষ অশুভ হইতে মুক্ত হইবে। এই জ্ঞান রাজবিদ্যা (সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ), পরম গোপনীয়, পবিত্র, উত্তম, প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, ধর্মযুক্ত, অব্যয়, সরল এবং সুখের ভাণ্ডার। হে পার্থ! যাহাদের এই ধর্মের শুভ সারে (তত্ত্বে) শ্রদ্ধা নাই, তাহারা আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া এই মৃত্যুময় সংসারে ফিরিয়া আসে।

আমি অব্যক্ত (অপ্রকাশিত) স্বরূপ দ্বারা এই সমস্ত জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া আছি। সকল প্রাণী আমাতেই অবস্থান করে, কিন্তু আমি কখনও তাহাদের মধ্যে আবদ্ধ থাকি না। আমার যোগশক্তির প্রভাব দেখো—এই ভূতসমূহ (প্রাণিগণ) আমাতে অবস্থান করে না। আমিই উহাদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা, কিন্তু উহাদের প্রতি আমার কোনো আসক্তি নাই। যেভাবে আকাশের মধ্যে বায়ু সর্বদা অবস্থান করে, হে পার্থ! তুমি সেইভাবেই বুঝিও যে সকল ভূতগণ (প্রাণী) সর্বদা আমাতেই রহিয়াছে।

কল্পের শেষে সকল জীব আমার প্রকৃতির মধ্যে লীন হয়। আবার যখন কল্পের আরম্ভ হয়, আমি পুনরায় তাহাদিগকে সৃষ্টি করি। আমি আমার প্রকৃতিকে (মায়াকে) আশ্রয় করিয়া প্রকৃতির বশীভূত এই ভূতসমূহকে বারবার সৃষ্টি করি। হে পার্থ! আমি এই কর্মের বন্ধনে কখনও আবদ্ধ হই না। কারণ আমি উদাসীনভাবে আসক্তি ত্যাগ করিয়া সকল কর্ম করি। আমারই তত্ত্বাবধানে প্রকৃতি এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করে। এই কারণেই জগৎ বারবার আবর্তিত হইতে থাকে।

আমি সকল প্রাণীর ঈশ্বর—এই ভাব না জানিয়া, মূঢ় ব্যক্তিরা আমাকে মানুষের দেহধারী মনে করিয়া অবজ্ঞা করে। তাহাদের চিত্ত ভ্রষ্ট, আশা, জ্ঞান ও কর্ম সবই নিরর্থক। তাহারা মোহাত্মক আসুরী ও রাক্ষসী স্বভাব আশ্রয় করে। হে পার্থ! দৈবী প্রকৃতির আশ্রয় লইয়া জ্ঞানীগণ আমাকে ভূতসমূহের আদি কারণ এবং অব্যয় জানিয়া অনন্য মনে আমার ভজনা করে। উহারা সর্বদা যত্ন সহকারে আমার কীর্তন করে, দৃঢ় ব্রত ধারণ করিয়া থাকে এবং ভক্তিভরে আমার বন্দনা ও ভজন করে।

কেহ কেহ ভেদ ও অভেদের জ্ঞানরূপ যজ্ঞের বিধান দ্বারা, আবার কেহ কেহ সর্বতোমুখী (বিশ্বরূপের) ধ্যানের দ্বারা আমার পূজা করে। আমিই শ্রৌত ও স্মার্ত যজ্ঞ, আমিই স্বধা ও আধার। আমিই ঘৃত, ঔষধি, অগ্নি, আহুতি এবং মন্ত্রের সার। আমি এই

জগতের পিতা, মাতা, পিতামহ এবং বিশ্বের ধারণকারী। আমি ঋক্, সাম ও যজু—এই তিন শ্রুতিতে (বেদে) জানবার যোগ্য, পবিত্র ও ওঙ্কার। আমি পোষক, প্রলয়, উৎপত্তি, গতি, আধার, মিত্র, নিবাসস্থান (আশ্রয়), সাক্ষী, শরণ, প্রভু এবং অব্যয় বীজ।

আমি তাপ দিই, জল রোধ করি এবং বৃষ্টি বর্ষণ করি। আমিই অমৃত এবং মৃত্যুও আমি। হে অর্জুন! সৎ (ব্যক্ত) এবং অসৎ (অব্যক্ত) উভয়ই আমি। যে সকল ত্রৈবিদ্য (তিন বেদের জ্ঞানসম্পন্ন) সোমরস পান করিয়া নিজেদের নিষ্পাপ করে এবং স্বর্গের ইচ্ছায় যজ্ঞ দ্বারা আমার পূজা করে; তাহারা সুরেন্দ্রের (ইন্দ্রের) পুণ্য লোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দেবগণের মধ্যে দিব্য ও অনোখা ভোগ ভোগ করে। তাহারা সেই বিশাল স্বর্গলোকে সুখ ভোগ করিয়া, পুণ্য ক্ষয় হইলে পুনরায় এই দুঃখের জালে (মর্ত্যলোকে) ফিরিয়া আসে। এইভাবে তিন বেদে কথিত কর্মফলে লীন সেই কামনাপ্রিয় লোকেরা সর্বদা আসা-যাওয়ার (জন্ম-মৃত্যুর) অধীন থাকে।

কিন্তু যে ভক্তগণ অনন্য ভাবাপন্ন হইয়া সর্বদা আমার ভজনা করেন, আমি প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং তাঁহাদের যোগ (যাহা নাই তাহা লাভ) এবং ক্ষেম (যাহা আছে তাহা রক্ষা) নির্বাহ করি। হে পার্থ! যে মানুষ শ্রদ্ধার সহিত অন্যান্য দেবতাদের ভজনা করে, তাহারাও আমারই পূজা করে, কিন্তু তাহা বিধিহীন (শাস্ত্রবিধি না মানিয়া)। হে পার্থ! সকল যজ্ঞের ভোক্তা এবং বিশ্বের স্বামী—সকলই আমি। কিন্তু তাহারা তত্ত্বতঃ আমাকে জানে না, এই কারণে তাহারা পথভ্রষ্ট হয়। দেবভক্তেরা দেবগণকে, পিতৃগণের প্রতি অনুরক্তেরা পিতৃগণকে এবং যাহারা ভূতপূজা করে তাহারা ভূতগণকে লাভ করে। কিন্তু আমার ভক্তেরা আমাকেই লাভ করে।

যে ভক্ত পবিত্র চিত্তে পত্র, পুষ্প, ফল অথবা জল ভক্তি সহকারে আমাকে অর্পণ করে, আমি সেই ভক্তের উপহার প্রীতির সহিত গ্রহণ করি। হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কিছু করো—খাও, পান করো, হোম করো, দান করো বা তপস্যা করো—সবই আমাতে সমর্পণ করো। হে পার্থ! এইরূপে তুমি শুভ-অশুভ ফলদায়ক কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। সন্ন্যাস যোগে যুক্ত হইয়া মুক্ত হইয়া তুমি আমাকেই লাভ করিবে।

আমি কাহারও শত্রু বা মিত্র নই, সকলের প্রতিই আমার সমান দৃষ্টি। কিন্তু যে ভক্ত আমাকে ভজে, সে আমাতে বাস করে, আর আমিও তাহার হৃদয়ে বাস করি। যদি কোনো দুরাচারী ব্যক্তিও অনন্যা ভক্তি মনে লইয়া আমাকে ভজনা করে, তবে নিশ্চয়ই তাহাকে সাধু বলিয়া মান্য করা উচিত। সে শীঘ্রই ধর্মপরায়ণ হইয়া চিরস্থায়ী শান্তি লাভ করে। এই সত্য তুমি জানিয়া রাখো—আমার ভক্তের কখনও বিনাশ হয় না।

হে পার্থ! যাহারা পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে—সেই নারী, বৈশ্য ও শূদ্রগণও আমার আশ্রয় লইয়া পরমপদ লাভ করে। তবে পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণ ভক্ত এবং রাজর্ষিদের কথা আর কী বলিব! হে পুত্র! তুমি এই দুঃখপূর্ণ নশ্বর জগতে থাকিয়া আমার ভজনা

করো। আমাতে মন লাগাও, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা করো ও বন্দনা করো। এইভাবে মৎপরায়ণ ও যুক্তাত্মা হইয়া তুমি আমাকেই লাভ করিবে।

দশম অধ্যায়: বিভূতি যোগ

শ্রীভগবান্ বলিলেন: হে মহাবাহো! আমার পরম শুভ বাণী এখন আরও শ্রবণ করো। যেহেতু তুমি আমার প্রিয়, তাই আমি তোমার কল্যাণের জন্য এই সকল কথা বলিতেছি। দেবতা ও মহর্ষিগণ কেহই আমার উৎপত্তি জানিতে পারে না। কারণ আমি সর্বপ্রকারে তাঁহাদেরও আদি কারণ, এই কারণে তাঁহারা আমাকে চিনিতে পারে না। যে ব্যক্তি আমাকে অজন্মা, অনাদি ও মহেশ্বর বলিয়া জানে, সেই জ্ঞানী মানুষ সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।

বুদ্ধি, জ্ঞান, মোহশূন্যতা, ক্ষমা, সত্য, শম (মনসংযম), দম (ইন্দ্রিয়সংযম), সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপস্যা, দান, যশ ও অয়শ—প্রাণীদের এই নানাবিধ ভাব আমার হইতেই উৎপন্ন হয়। হে পার্থ! সপ্ত মহর্ষিগণ এবং চারজন প্রথম মনুও আমার মানস ভাব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন। আর তাঁহাদের হইতে এই সকল প্রজা সৃষ্টি হইয়াছে।

যে ব্যক্তি আমার এই বিভূতি (ঐশ্বর্য) ও যোগশক্তিকে যথার্থরূপে জানিতে পারে, হে পার্থ! সে সংশয়হীন হইয়া দৃঢ় যোগ লাভ করে। আমিই সকলের উৎপত্তির কারণ এবং আমার হইতেই সকল কিছু প্রবর্তিত হয়। এই কথা জানিয়া জ্ঞানী ভক্তেরা ভক্তিভরে দিন-রাত আমাকে ভজনা করে। উহারা আমাতে প্রাণ ও মন অর্পণ করিয়া আমারই কথা আলোচনা করে, পরস্পরকে জ্ঞান দান করে এবং সর্বদা সন্তোষ লাভ করিয়া আনন্দে থাকে। এইভাবে যুক্ত হইয়া যে সকল মানুষ প্রীতির সহিত নিরন্তর আমার ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে এমন বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যাহার দ্বারা তাহারা আমাকে লাভ করিতে সমর্থ হয়। হে পার্থ! তাহাদের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া, আমি কৃপাবশতঃ জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাইয়া তাহাদের অজ্ঞানের অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করি।

অর্জুন কহিলেন: আপনি পরম ব্রহ্ম, পরম পবিত্র এবং অনুপম পরম ধাম। আপনি আদি দেব, অজন্মা, অবিনাশী এবং অনন্ত স্বরূপ। নারদ, অসিত, দেবল ও ব্যাস—এই মহর্ষিগণও এই কথা বলেন। হে জগদীশ! আপনি নিজেও আমাকে সেই কথাই বলিতেছেন। হে কেশব! আপনার সকল কথাকেই আমি সত্য বলিয়া মানি। হে হরি! দেবতা বা দানব কেহই আপনার ব্যক্ত স্বরূপ জানিতে পারে না। হে ভূতভাবন (সকল ভূতের সৃষ্টিকর্তা), ভূতেশ্বর, দেবদেব ও জগৎপতি! পুরুষোত্তম আপনি স্বয়ংই কেবল আপনাকে জানিতে পারেন। আপনি যে যে মহান্ বিভূতি দ্বারা এই সংসারে ব্যাপ্ত আছেন, আপনার সেই দিব্য আত্ম-বিভূতিসমূহ আমাকে বিস্তারিতভাবে বলুন। কীভাবে সর্বদা আপনার চিন্তন করিতে করিতে আমি আপনাকে জানিতে

পারিব? আর কোন্ কোন্ বস্তুর মধ্যে আমি আপনার চিন্তন করিব, তাহা আমাকে বলুন। হে ভগবন্! আপনার যোগশক্তি এবং বিভূতিসমূহ আমাকে বিস্তারিতভাবে বলুন। আপনার অমৃতময় বাণীধারা শুনিয়া আমার মন তৃপ্ত হইতেছে না।

শ্রীভগবান্ বলিলেন: হে কৌন্তেয়! আমার দিব্য বিভূতিসমূহ অনন্ত। আমি এখন তোমাকে প্রধান প্রধান বিভূতিগুলি বলিতেছি। হে পার্থ! আমি সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থিত অন্তরাত্মা। আমিই সকল প্রাণীর আদি, মধ্য ও অন্ত।

- আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণু। সকল জ্যোতির মধ্যে আমি সূর্য। নক্ষত্রসমূহের মধ্যে আমি চন্দ্র।
- বেদসমূহের মধ্যে আমি সামবেদ। দেবতাদের মধ্যে আমি ইন্দ্র। জীবের মধ্যে আমি চেতন শক্তি এবং ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে আমি মন।
- সকল রুদ্রের মধ্যে আমি শঙ্কর (শিব)। যক্ষ ও রাক্ষসগণের মধ্যে আমি কুবের। বসুদের মধ্যে আমি অগ্নি এবং পর্বতসমূহের মধ্যে আমি সুমেরু পর্বত।
- তুমি আমাকে প্রধান পুরোহিতদের মধ্যে বৃহস্পতি বলিয়া জানিও। সেনানায়কদের মধ্যে কার্তিকেয় (স্কন্দ) এবং জলাশয়সমূহের মধ্যে আমি সাগর।
- মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু। বাণীসমূহের মধ্যে আমি ওঙ্কার। সকল স্থাবর (অচল বস্তুর) মধ্যে আমি হিমালয় পর্বত এবং যজ্ঞের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ।
- সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিল মুনি। দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ। গন্ধর্বগণের মধ্যে চিত্ররথ এবং বৃক্ষসমূহের মধ্যে আমি অশ্বত্থ বৃক্ষ।
- সকল অশ্বের মধ্যে আমি উচ্চৈঃশ্রবা। হস্তীদের মধ্যে আমি ঐরাবত এবং মানুষের মধ্যে আমি রাজা (নৃপ)।
- গাভীগণের মধ্যে আমি কামধেনু। সর্পগণের মধ্যে আমি বাসুকি। শস্ত্রসমূহের মধ্যে আমি বজ্র এবং প্রজাসৃষ্টিকারী কারণসমূহের মধ্যে আমি কন্দর্প (কামদেব)।
- পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্যমা। নাগগণের মধ্যে আমি শেষনাগ। শাসকদের মধ্যে আমি যম এবং জলচরদের মধ্যে আমি বরুণ।
- দৈত্যদের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ। গণনাকারীদের মধ্যে আমি কাল (সময়)। পক্ষীদের মধ্যে আমি গরুড় এবং পশুদের মধ্যে আমি সিংহ (মৃগেন্দ্র)।
- নদীসমূহের মধ্যে আমি গঙ্গা। শস্ত্রধারীদের মধ্যে আমি রাম। বায়ুর বেগের মধ্যে আমি বায়ু এবং মৎস্যদের মধ্যে আমি মকর।

হে পার্থ! আমিই সকল সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্ত। বিদ্যাসমূহের মধ্যে আমি ব্রহ্মবিদ্যা এবং বাদ-বিবাদের মধ্যে আমি তর্ক। সকল সমাসের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব সমাস। বর্ণমালার মধ্যে আমি অ-কার। আমি অক্ষয় কাল এবং হে অর্জুন! আমিই বিশ্বের ধারক। আমি সকলকে হরণকারী মৃত্যু এবং যাহারা ভবিষ্যতে হইবে তাহাদের উৎপত্তির কারণ। নারীগণের মধ্যে আমি কীর্তি, শ্রী, বাক্য (বাক্), স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা।

সামসমূহের মধ্যে আমি বৃহৎসাম। ঋতুসমূহের মধ্যে আমি বসন্ত। মাসসমূহের মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ। ছন্দসমূহের মধ্যে আমি গায়ত্রী। আমি তেজস্বীদের তেজ এবং ছলকারীদের মধ্যে জুয়া। আমি বিজয় এবং নিশ্চয়তা (সংকল্প)। আমি সত্ত্বশীলদের সত্ত্ব। বৃষ্ণিবংশীয়দের মধ্যে আমি বাসুদেব (কৃষ্ণ)। পাণ্ডবদের মধ্যে আমি অর্জুন (পার্থ)। মুনিদের মধ্যে আমি ব্যাসদেব এবং কবিদের মধ্যে আমি শুক্রাচার্য। আমি শাসকদের দণ্ড (শাসনশক্তি) এবং বিজয়ীদের নীতি (সুনীতি)। গোপনীয় বিষয়সমূহের মধ্যে আমি মৌন এবং জ্ঞানীদের জ্ঞান।

হে অর্জুন! এইভাবে প্রাণীমাত্রের যাহা বীজ, সে সকলই আমি। আমাকে ছাড়া এই চরাচর জগতে আর কিছুই নাই। হে পার্থ! আমার দিব্য বিভূতিসমূহ অনন্ত ও অপার। আমি তোমাকে দিগ্দর্শন (সংক্ষেপে উদাহরণ) দেওয়ার জন্য কিছু বিভূতির বিস্তার বলিলাম। এই জগতে যে যে বস্তু শক্তিমান, ঐশ্বর্যশালী ও শ্রীসম্পন্ন, সে সকলই আমার তেজের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া জানিও। তোমার বিস্তারিত জ্ঞানে কী প্রয়োজন? তুমি এই সারটুকু জানিয়া লও—এই সমগ্র জগৎ আমার এক অংশ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া আছে।

শ্রী হরি গীতা

একাদশ অধ্যায়: বিশ্বরূপ দর্শন যোগ

অর্জুন কহিলেন: আপনি দয়া করিয়া যে পরম গোপনীয় উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেই অধ্যাত্ম বিষয়ক জ্ঞান দ্বারা আমার সমস্ত মোহ দূর হইয়াছে। আমি উৎপত্তি ও প্রলয়ের সেই তত্ত্ব বিস্তারিতভাবে শ্রবণ করিয়াছি। আপনার অক্ষয় ও অনন্ত মহত্ত্বের কথাও আমি শুনিলাম। হে প্রভো! আপনি যেরূপ নিজেকে বলিয়াছেন, আপনি ঠিক সেইরূপই বটেন। এখন আমি আপনার সেই ঐশ্বর্যময় রূপ দর্শন করিতে বাসনা করি। হে যোগেশ্বর! যদি আপনি মনে করেন যে আমি সেই রূপ দেখিতে সমর্থ হইব, তবে আপনার সেই অব্যয় রূপটি আমাকে এখনই দেখান।

শ্রীভগবান্ বলিলেন: হে পার্থ! তুমি আমার শত শত সহস্র সহস্র প্রকারের বিভিন্ন বর্ণ ও আকারবিশিষ্ট, দিব্য এবং অনুপম রূপসমূহ দর্শন করো। হে ভারত! তুমি রুদ্র, আদিত্য, বসু, অশ্বিনীকুমার ও মরুৎগণকে দর্শন করো। যাহা পূর্বে কখনও দেখা হয় নাই, এখন সেই অনেক আশ্চর্য রূপ দেখিতে পাও। আমার এই দেহের মধ্যেই তুমি চরাচরসহ সমগ্র জগৎকে একস্থানে সমবেত দেখ। আর যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা করো, তাহাও এই দেহের মধ্যেই দেখ। তুমি তোমার নিজের চক্ষু দ্বারা আমাকে দেখিতে পারিবে না। আমি তোমাকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করিতেছি, তুমি আমার যোগশক্তির সকল বৈভব দর্শন করো।

সঞ্জয় কহিলেন: হে রাজন! শ্রীকৃষ্ণ যখন পার্থকে এই কথা বলিলেন, তখন তিনি তখনই ঐশ্বর্যযুক্ত ও মহা অদ্ভুত বিশ্বরূপের দর্শন দিলেন।

সেই রূপে অনেক মুখ ও নেত্র ছিল, অপূর্ব বেশভূষা ছিল। তিনি অনেক দিব্য গহনা পরিধান করিয়াছিলেন এবং অনুপম শস্ত্র-সজ্জায় সজ্জিত ছিলেন। তিনি দিব্য মালা, বস্ত্র ও গন্ধ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই রূপ সীমাহীন, অদ্ভুত ও বিশ্বরূপ ছিল। আকাশে যদি সহস্র সহস্র সূর্য একসাথে উদিত হয় এবং তাহাদের মহান্ তেজের যে পুঞ্জ হয়, সেই মহাত্মা (কৃষ্ণের) কান্তির সহিত তাহারও কিছু কিছু তুলনা হইতে পারে। সেই দেবদেবের (কৃষ্ণের) দেহের মধ্যে অর্জুন তখনই বিবিধ প্রকারে বিভক্ত চরাচরসহ সমগ্র জগৎকে একস্থানে সমবেত দেখিলেন। তখন ধনঞ্জয় আশ্চর্যে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলেন এবং মস্তক নত করিয়া হাত জোড় করিয়া বলিতে শুরু করিলেন:

অর্জুন কহিলেন: হে ভগবন্! আমি আপনার দেহের মধ্যে সকল দেবগণকে দেখিতেছি। হে দেব! আমি আপনার মধ্যে প্রাণীসমূহের সকল সমবায়কে দেখিতেছি। শুভ কমল আসনে ব্রহ্মদেব ইহাতেই বিরাজমান। ইহাতেই মহেশ্বর, ঋষিগণ এবং দিব্য সর্পগণও সজ্জিত রহিয়াছেন।

আপনার এই অনুপম হরি-স্বরূপে বহু বাহু, অনেক উদর, বহু মুখ এবং নেত্র রহিয়াছে। হে বিশ্বেশ্বর! আমি আপনার আদি, মধ্য ও অন্ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। হে অনন্ত! আমি সবদিকে আপনার বিশ্বরূপকে ছায়া ফেলিতে দেখিতেছি। আপনি মুকুট পরিধান করিয়া রহিয়াছেন, সুন্দর গদা ও শুভ চক্র ধারণ করিয়া আছেন। আপনি তেজোরূপ এবং সকল দিককে উদ্ভাসিত করিতেছেন। হে ভগবন্! আপনি দুর্নিবার্য ও অপরিসীম। আপনি দীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের মতো দ্যুতিমান হইয়া সবদিকে প্রকাশ পাইতেছেন।

আপনি জানবার যোগ্য অক্ষর ব্রহ্ম, আপনি অপরিসীম। হে জগদীশ! আপনি সমগ্র বিশ্বমণ্ডলের একমাত্র আধার। আপনি অব্যয়, সনাতন ধর্মের রক্ষক এবং সর্বদা মহান্। আমার বিশ্বাস, আপনিই সেই সনাতন পুরুষ, হে ভগবন্! আপনার আদি, মধ্য বা অন্ত নাই, আপনি অনন্ত বলের ভাণ্ডার। চন্দ্র ও সূর্য আপনার চক্ষুস্বরূপ এবং আপনার ভুজগুলির বিস্তার অপরিসীম। আমি আপনার মুখে প্রচণ্ড প্রজ্জ্বলিত অগ্নি দেখিতেছি। হে হরি! আপনি আপনার তেজ দ্বারা সমগ্র সংসারকে তপ্ত করিতেছেন।

আপনি আকাশ, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ এবং সকল দিক এই রূপ দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। এই উগ্র ও অদ্ভুত রূপ দেখিয়া ত্রিলোক থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। এই দেববৃন্দ আপনার মধ্যেই প্রবেশ করিতেছে। ভীত হইয়া হাত জোড় করিয়া উহারা "জয় জয় দেব" শব্দ শুনিাতেছে। সিদ্ধগণের সকল সংঘ ও মহর্ষিগণও "স্বস্তি" বলিতে বলিতে আসিতেছেন এবং বিবিধ স্তোত্র পাঠ করিয়া আপনার গুণগান করিতেছেন।

সকল রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্যগণ সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন। সকল পিতৃগণ, বিশ্বেদেব, অশ্বিনীকুমার এবং মহান্ সিদ্ধগণ। গন্ধর্বগণ, রাক্ষস, মরুৎ ও যক্ষদের সমবায়ও—হে হরি! চকিত মনে আপনাকে দেখিতেছে। হে মহাবাহো! আপনার এই বহু নেত্র ও মুখ বিশিষ্ট, অপার স্বরূপ। আপনার হাত, পা ও জঙ্ঘার বিস্তার অনেক। ইহাতে বহু উদর ও অনেক ভয়ংকর দাঁত রহিয়াছে। এই রূপ দেখিয়া সকলেই ভীত হইতেছে এবং আমারও ভয় হইতেছে।

হে হরি! এই আকাশচুম্বী, ঝলমলে এবং অনেক রঙের রূপ। আপনার চোখগুলি বড়, আর খোলা মুখটিও অদ্ভুত আকারের। এই রূপ দেখিয়া আমি, হে হরি! মনোর মধ্যে ঘাবড়াইয়া যাইতেছি। হে ভগবন্! আমি ধৈর্য ধারণ করিতে পারিতেছি না এবং শান্তিও পাইতেছিছি না। আপনার এই ভয়ঙ্কর দাঁতযুক্ত, মহাবিকরাল মুখ দেখিতেছি। মনে হইতেছে যেন এই মুখ প্রলয়কালীন প্রচণ্ড অগ্নি। এই মুখ দেখিয়া আমার সুখ নাই, আমি সকল দিক ভুলিয়া গিয়াছি। হে দেবেশ! হে জগৎ-আধার! হে ভগবন্! এখনই করুণা করুন।

এই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা, তাহাদের সহিত নৃপতিগণের সকল সমবায়ও। শ্রী ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কর্ণ এবং আমাদের প্রধান প্রধান যোদ্ধারাও। হে হরি! আপনার ভয়ঙ্কর দাঁতযুক্ত বিকরাল মুখের মধ্যে অতি বেগে সবেগে প্রবেশ করিতেছে। সেই রণ-শূরদের কিছু অংশ দাঁতের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যাইতেছে। এই দাঁতের মধ্যে পিষ্ট হইয়া তাহাদের শির চূর্ণ হইতেছে।

যেভাবে বহু নদীর স্রোত সমুদ্রে গিয়া প্রবেশ করে, সেইভাবেই নরগণ বেগের সহিত আপনার জ্বালাযুক্ত মুখসমূহে প্রবেশ করিতেছে। যেভাবে পতঙ্গেরা জ্বলন্ত আগুনে বেগে প্রবেশ করে, সেইভাবেই এই নরগণ মৃত্যুর জন্য আপনার মুখগুলির মধ্যে গিয়া আশ্রয় লইতেছে। হে দেবেশ! আপনি জিহ্বা লেহন করিতে করিতে সবদিক হইতে এই জ্বালাপূর্ণ মুখে নরদের ধরিতেছেন

এবং সকলকেই ভক্ষণ করিতেছেন। হে বিষ্ণু! আপনার উগ্র প্রভা জগতে ব্যাপ্ত হইতেছে। হে সুরেশ! আপনি আপনার তেজ দ্বারা সমগ্র সংসারকে তপ্ত করিতেছেন।

আপনি উগ্র ও অদ্ভুত রূপধারী কে? তাহা আমাকে বলুন। হে দেবদেব! হে দেব! আমি আপনাকে নমস্কার করি, এখনই প্রসন্ন হোন। আপনি আদি স্বরূপ কে, তাহা আমি জানিতে চাই। আপনার এই দিব্য কার্য সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নাই।

শ্রীভগবান্ বলিলেন: আমি কাল (সময়), লোকসমূহের বিনাশকারী, আমি উগ্র রূপ ধারণ করিয়াছি। আমি এই জগতে সংহারের জন্য আসিয়াছি। তুমি যুদ্ধ করো বা না করো, হে ধনঞ্জয়! তোমা ভিন্নও যে সকল মহান্ বীর যোদ্ধা দাঁড়াইয়া আছে, তাহারা সকলেই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

অতএব, দণ্ডায়মান হও! শত্রুদলকে জয় করো! এবং সম্মান লাভ করো! তারপর ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ এই মহান্ রাজ্য ভোগ করো। হে পার্থ! এই বীরগণকে আমি পূর্বেই বধ করিয়া রাখিয়াছি। তুমি কেবল নামমাত্রের জন্য যুদ্ধে অগ্রসর হও। এই ভীষ্ম, দ্রোণ, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য যে সকল শ্রেষ্ঠ বীর আছে, তাহাদিগকে আমি পূর্বেই বধ করিয়াছি। হে বীরবর! তুমি ব্যাকুল হইও না। হে পার্থ! এই নিহতদের (আমার দ্বারা ইতোমধ্যেই বিনাশপ্রাপ্তদের) বধ করো! তুমি যুদ্ধে শত্রুদের জয় করিবেই।

সঞ্জয় কহিলেন: তখন মুকুটধারী পার্থ কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া ভীত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে। নত হইতে হইতে, গদ্গদ্ কণ্ঠে এবং আরও ভীত হইয়া, বন্দনা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে এই বচন বলিলেন:

অর্জুন কহিলেন: হে হৃষীকেশ! আপনার কীর্তন করিলে জগৎ অনুরাগপূর্ণ ও হর্ষিত হইতেছে। রাক্ষসগণ আপনার ভয়ে দশ দিকে পলাইতেছে। হে সুরেশ! সকল সিদ্ধগণের সংঘ বারংবার আপনাকে নমস্কার করিতেছে। হে হৃষীকেশ! ইহা তাহাদের উপযুক্ত ব্যবহারই বটে।

আপনি ব্রহ্মারও আদি কারণ এবং তাঁহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তবে হে মহাত্মন্! আপনার বন্দনা কেন না করা হইবে? আপনি সংসারের আধার, হে দেবদেব! আপনি অনন্ত। আপনি সৎ, অসৎ এবং এই দুইয়েরও পরে অবস্থিত অক্ষর ব্রহ্ম, আপনিই সেই ভগবান্। হে ভগবন্! আপনি সবচেয়ে পুরাতন পুরুষ, আপনি বিশ্বের আধার। আপনি আদি দেব এবং অপরিসীম উত্তম ধাম। হে ভগবন্! আপনিই জ্ঞাতা এবং জানবার যোগ্য বস্তু। হে দেবদেব! আপনি অনন্ত এবং সমগ্র সংসারে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন।

আপনি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ এবং আপনিই চন্দ্র (রাকেশ)। আপনি ব্রহ্মা এবং তাঁহারও পিতা (আদি কারণ), হে অখিলেশ! হে দেবদেব! আপনাকে সহস্র সহস্র বার প্রণাম। পুনরায় প্রণাম! প্রণাম! হে নাথ! বারংবার প্রণাম! হে সুরেশ! সম্মুখ ও পিছন হইতে আপনাকে সানন্দ প্রণাম। হে সর্বেশ! চারিদিক হইতে আপনাকে বারবার প্রণাম। আপনার বীর্য ও শৌর্য অনন্ত, আপনি অতুলনীয় বলবান। হে ভগবন্! আপনি সকলে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, এই কারণে আপনি 'সর্ব'।

আপনাকে নিজের সখা মনে করিয়া, আপনার মহিমা না জানিয়া, আমি স্নেহে, অসাবধানতাবশত বা হঠকারিতাবশত যে সকল কথা বলিয়াছি—"হে কৃষ্ণ!", "হে যাদব!", "হে সখা!" বলিয়া। হে অচ্যুত! পরিহাসের জন্য, আহার ও বিহারের সময়, একাকী বসিয়া, সবাইয়ের মধ্যে অথবা অন্যান্য কোনো ব্যবহারের ক্ষেত্রে। আমি আপনার কাছে সকল অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। সংসারে আপনার মতো অতুলনীয়, অপরিসীম ও অগাধ আর কেহ নাই। আপনি সকল চরাচরের পিতা, আপনি জগৎ-আধার। আপনি গুরুগণেরও গুরু, অত্যন্ত পূজনীয় ও অপরিসীম। হে প্রভো! ত্রিলোকে আপনার সমান আর কেহই নাই। অনুপম ও অতুলনীয় প্রভাব -এর ঊর্ধ্বে আর কে বা কী থাকিতে পারে?

এই কারণে, হে বন্দনার যোগ্য ঈশ্বর! আমি শরীরকে আপনার চরণে নত করিয়া আপনাকে প্রসন্ন করার জন্য প্রণাম করিতেছি। যেভাবে পিতা পুত্রের, প্রিয়তমা প্রিয়ের, বা মিত্র সখার অপরাধ সহ্য করিতে সমর্থ হন, তেমনই আপনি আমার অপরাধ সহন করুন। হে ভগবন্! পূর্বে কখনও না দেখা এই রূপ দেখিয়া আমি হর্ষিত হইয়াছি, কিন্তু ভয় দ্বারা আমার মন ব্যাকুলও হইয়াছে। হে দেবেশ! হে বিশ্বাধার! হে দেব! এখনই প্রসন্ন হোন। হে নাথ! আপনার প্রথম রূপটিই আমাকে দেখান। আমি মুকুট ধারণ করিয়া, শুভ করে চক্র ও গদা ধারণ করিয়া আপনাকে দেখিতে চাই। হে সহস্রবাহু! হে বিশ্বরূপী! আপনি আমাকে আবার সেই শান্ত দর্শন দিন। হে দেবেশ! আপনি সেই চতুর্ভুজ রূপটিই ধারণ করুন।

শ্রীভগবান্ বলিলেন: হে পার্থ! তোমার প্রতি পরম প্রসন্ন হইয়া অনুগ্রহের ভাব দ্বারা আমি আমার মহান্ বিশ্বরূপ যোগের প্রভাব দ্বারা দেখাইলাম। এই পরম তেজোময় বিরাট্ রূপ অনন্ত, আদি ও অনুপম। তোমা ব্যতীত এই রূপ আর কেহ কখনও দেখে নাই। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! এই বিরাট্ স্বরূপ এই মনুষ্যলোকে বেদপাঠ, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, উগ্র তপস্যা বা ক্রিয়া-কর্মের বিধান দ্বারাও দেখা যায় না। হে অর্জুন! তুমি ছাড়া আর কেহই আমার এই রূপ দেখিতে পারে না। এই ঘোর রূপ দেখিয়া তুমি মুগ্ধ বা অধীর হইও না। তুমি আবার আমার প্রথম রূপটি দেখো এবং ভয় ত্যাগ করিয়া মনে তুষ্ট হও।

সঞ্জয় কহিলেন: এই কথা বলিয়া তিনি আবার নিজের সৌম্য রূপটি ধারণ করিলেন। এইভাবে ভগবান্ ভীত ও ব্যাকুল পার্থকে ধৈর্য প্রদান করিলেন।

অর্জুন কহিলেন: হে ভগবন্! আপনার এই শান্ত মনুষ্য-দেহ দেখিয়া আমার মন স্থির হইল। আমি পূর্বের মতো আমার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পাইলাম।

শ্রীভগবান্ বলিলেন: হে পার্থ! যে রূপ তুমি এখন দর্শন করিলে, এই রূপ অত্যন্ত দুর্লভ। দেবতারাও এই রূপের লালসা মনে লইয়া ইহার জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন। তুমি যাহাকে দেখিয়াছ, তাহা তপস্যা, দান, যজ্ঞ অথবা বেদসমূহ দ্বারাও দেখা যায় না। হে পার্থ! একমাত্র আমার অনন্য ভক্তি দ্বারাই এই জ্ঞান, দর্শন এবং তত্ত্বজ্ঞানের সহিত আমাতে প্রবেশ—সকলই সম্ভব হয়।

যে ব্যক্তি আমার জন্য কর্মে তৎপর, নিত্য মৎপরায়ণ ও আমার ভক্ত, যে সকলের প্রতি বৈরভাব হইতে মুক্ত এবং আসক্তিহীন, সেই ব্যক্তিই আমাকে প্রাপ্ত হয়।

দ্বাদশ অধ্যায়: ভক্তি যোগ

অর্জুন কহিলেন: যাহারা অব্যক্তকে ভজনা করেন এবং যাহারা আপনার সাকার রূপে ধ্যান করেন, এই যোগীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগবেত্তা কাহারা?

শ্রীভগবান্ বলিলেন: যাহারা সর্বদা আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে যোগযুক্ত হইয়া আমার ভজনা করেন, আমি তাঁহাদেরকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। আর যাহারা অব্যক্ত, অক্ষর, অনির্দেশ্য, অচিন্ত্য, নিত্য, কূটস্থ ও সর্বব্যাপী উত্তম স্বরূপকে ভজনা করেন; সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত রাখিয়া সর্বদা সমবুদ্ধি ধারণ করেন এবং সকল প্রাণীর হিতসাধন করেন, হে পার্থ! তাঁহারাও আমাকে প্রাপ্ত হন।

কিন্তু যাহারা অব্যক্তে আসক্ত হয়, তাহাদের অত্যন্ত ক্লেশ হয়। সেই বিরাট্ গতি লাভ করিতে মানুষকে বিশেষ কষ্ট সহ্য করিতে হয়। কিন্তু যাহারা মৎপরায়ণ হইয়া সকল কর্ম আমার কাছে সমর্পণ করে, অনন্য মনে সর্বদা আমার ধ্যান করিতে করিতে

ভজনা করে, আমাতে চিত্ত নিবিষ্টকারী তাহাদের উদ্ধার আমি শীঘ্র করি। এই মৃত্যুময় সংসার হইতে আমিই তাহাদের বেড়া পার (উদ্ধার) করিয়া দিই।

তুমি আমাতে মন লাগাও, আমার মধ্যেই বুদ্ধি স্থির করো। তবে নিঃসন্দেহে তুমি আমাতেই লীন হইবে। হে ধনঞ্জয়! যদি তুমি সঠিকভাবে আমাতে মনকে স্থির করিতে না পারো, তবে অভ্যাস যোগের দ্বারা যত্নপূর্বক আমার প্রতি লালসা (আকাঙ্ক্ষা) সৃষ্টি করো। যদি অভ্যাস করাও সম্ভব না হয়, তবে আমার জন্য কর্ম করো। হে অর্জুন! আমার জন্য কর্ম করিলেও তুমি সকল সিদ্ধি লাভ করিবে। যদি ইহাও না পারো, তবে আমার আশ্রয় লইয়া যোগ দ্বারা চিত্তকে সংযত করো এবং কর্মফলের সকল ভোগ ত্যাগ করো।

অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান উত্তম, জ্ঞান অপেক্ষা গুরু ধ্যান উত্তম। আর গুরু ধ্যান অপেক্ষা ফলের ত্যাগ উত্তম। কারণ ত্যাগই শান্তি প্রদান করে।

যিনি সকল প্রাণীর প্রতি দ্বেষহীন, মিত্রভাবাপন্ন ও করুণাবান হন। যিনি সুখ-দুখে সমান, মদ (অহংকার) ও মমতা শূন্য এবং মহান্ ক্ষমাশীল হন। যিনি নিত্য সন্তুষ্ট, মন ও বুদ্ধি দ্বারা আমাতে আসক্ত, দৃঢ় নিশ্চয়ী এবং সংযমী—সেই ভক্ত আমার প্রিয়। যাঁহার দ্বারা মানুষ ক্লেশ পায় না এবং যিনি মানুষের দ্বারা ক্লেশপ্রাপ্ত হন না। যিনি ভয়, ক্রোধ, হর্ষ এবং বিষাদ মুক্ত—সেই জনই আমার প্রিয়।

যিনি পবিত্র, উদাসীন, দক্ষ, যাঁহার কোনো দুঃখ বা বাধা থাকে না। যিনি ইচ্ছাহীন, সকল কার্য আরম্ভের ত্যাগকারী—সেই ভক্তই আমার প্রিয়। যিনি দ্বেষ বা হর্ষ করেন না, শোক মুক্ত এবং কামনা শূন্য। যিনি শুভ ও অশুভ ফল ত্যাগ করেন, সেই ভক্তই আমার অতিশয় প্রিয়। যিনি শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমান, অপমান ও মান সমান বলিয়া গণ্য করেন। যিনি ঠান্ডা-গরম, সুখ-দুঃখ যাঁহার কাছে সমান, যিনি আসক্তিহীন ও বুদ্ধিমান্। যিনি নিন্দা ও প্রশংসা সমান বলিয়া মনে করেন, মৌনী এবং সর্বদা সন্তুষ্ট। যিনি গৃহহীন (এক স্থানে স্থির নন), নিশ্চল বুদ্ধিমান্—সেই ভক্তই আমার প্রিয়।

যাহারা মৎপরায়ণ হইয়া এই সুধাময় ধর্মে অনুরাগী হন, সেই নিত্য শ্রদ্ধাবান জনই আমার পরম প্রিয় ভক্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়: ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ

শ্রীভগবান্ বলিলেন: কৌন্তেয়, জ্ঞানীগণ এই দেহকে ক্ষেত্র বলিয়া থাকেন। যিনি এই ক্ষেত্রকে জানেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত হন। হে পার্থ, সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ আমাকেই জানিও। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের এই জ্ঞানই আমার প্রকৃত জ্ঞান বলিয়া জানিও।

সেই ক্ষেত্র কী, কেমন, কোথা হইতে উৎপন্ন, কী কী বিকারযুক্ত এবং ক্ষেত্রজ্ঞও কী প্রভাব যুক্ত—তাহা আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ করো। সেই জ্ঞান অনেক ঋষি দ্বারা বহু প্রকার ছন্দ ও অনেক পদ দ্বারা গীত হইয়াছে। এবং যুক্তিসঙ্গত বিচারের সহিত ব্রহ্মসূত্রসমূহেও তাহা বর্ণিত।

মন, বুদ্ধি এবং মহাভূতসমূহ, অহংকৃত ভাব (অহংকার), পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সকল বিষয় এবং সকল ইন্দ্রিয়গণও। সুখ-দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, ধৈর্য এবং দেহ-সমষ্টি (সংঘাত), চেতনা—এইগুলির সমুদায় দ্বারা যে সমষ্টি গঠিত, সংক্ষেপে তাহাই ক্ষেত্র।

অভিমান ও দম্ভের অভাব, সরলতা, পবিত্রতা, অহিংসা, স্থীরতা, ক্ষমা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, আচার্যের সেবা, দীনতা। ইন্দ্রিয় বিষয়ে বৈরাগ্য এবং সর্বদা মদ (অহংকার)-এর নিবারণ। জন্ম, জরা, দুঃখ, রোগ ও মৃত্যুর দোষকে নিত্য বিচার করা। নারী ও পুত্রের প্রতি আসক্ত না হওয়া, সকল কর্মফলের কামনা ত্যাগ করা। শুভ ও অশুভ ফল প্রাপ্তিতেও সর্বদা একরকম থাকা। আমাতে অনন্য বিচার দ্বারা ব্যভিচারহীন ভক্তি থাকা। একান্ত স্থান সেবা করা এবং মানুষের ভিড়ে আসক্ত না হওয়া। অধ্যাত্ম জ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞানের বিচার—এই সব কিছুই জ্ঞান। ইহার বিপরীত আর যাহা কিছু আছে, সকলই অজ্ঞান।

এখন জ্ঞেয় বস্তুর কথা বলিতেছি, যাঁহার জ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভ হয়। তিনি সৎ বা অসৎ নহেন, পরব্রহ্ম তো অনাদি ও অপরিসীম।

তাঁহার হাত, পা, মাথা, চোখ ও মুখ সবদিকেই রহিয়াছে। তাঁহার কানও সবদিকে, তিনি সর্বত্রই ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। তিনি ইন্দ্রিয়বিহীন হইয়াও সকল ইন্দ্রিয় গুণের আভাস দান করেন। তিনি জগতের পালক, গুণাতীত হইয়াও গুণসমূহের মধ্যে লীন থাকেন। তিনি প্রাণীদের ভিতরে ও বাইরে, দূরেও আছেন এবং কাছেও। তিনি চর ও অচর, অতি সূক্ষ্ম বলিয়া কখনও জানা যায় না।

তিনি অবিভক্ত হইয়াও প্রাণীদের মধ্যে সর্বদা বিভক্তের মতো থাকেন। সেই জ্ঞেয় দেবতা পালক, নাশক এবং জন্মদাতাও বটেন। তিনি জ্যোতিসমূহেরও জ্যোতি, তিনি অন্ধকারেরও ঊর্ধ্বে, তিনিই জ্ঞান। তিনি সকলে বাস করেন, তিনি জ্ঞেয় এবং জ্ঞান দ্বারা লভ্য মহান্।

হে পার্থ, এই ক্ষেত্র, জ্ঞান ও মহান্ জ্ঞেয়কে আমি সংক্ষেপে বলিলাম। এই তত্ত্ব জানিলে আমার ভক্ত আমাতেই আসিয়া বাস করে।

প্রকৃতি এবং পুরুষ—উভয়কেই অনাদি বলিয়া বিচার করা হয়। কার্য ও করণসমূহের উৎপত্তির কারণ প্রকৃতিই। আর এই জীবকে সুখ-দুঃখ ভোগের নিমিত্ত কারণ বলা হইয়াছে। প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়া পুরুষ সর্বদা প্রকৃতির গুণ ভোগ করে। এই গুণের সংযোগেই সে ভালো-মন্দ সকল যোনিতে জন্ম পায়।

এই দেহের মধ্যে পরমাত্মা রূপে যাঁহাকে বলা হইয়াছে, সেই পরম পুরুষ দ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্তা, ভোক্তা এবং মহান্ শিব (মঙ্গলময়) বটেন। এইভাবে গুণ সহ পুরুষ ও প্রকৃতিকে যিনি জানিতে পারেন, তিনি যেরূপ আচরণই করুন না কেন, এই জগতে আর কখনও জন্ম লন না।

কেহ কেহ ধ্যান দ্বারা আত্মাকে আত্মাতে দর্শন করেন। কেহ কর্মযোগের দ্বারা কর্ম দ্বারা, আর কেহ সাংখ্যযোগের দ্বারা জ্ঞান দ্বারা (তাঁহাকে লাভ করেন)। যাহারা অন্ধকার (অজ্ঞান) জীব এবং অন্যের নিকট শুনিয়া ভজনা করে, সেই শ্রুতিতে নিবিষ্ট বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও নিঃসন্দেহে মৃত্যু পার হয়।

জানিও যে চরাচর জগৎ-এর সকল জীব ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগেই বিস্তারিতভাবে উৎপন্ন হইয়াছে। যিনি সকল নশ্বর ভূতের মধ্যে অবিনাশী ঈশ্বরকে নিত্য ও সমভাবে অবস্থিত দেখেন, সেই পুরুষই যথার্থ দেখেন। যিনি সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত ঈশ্বরকে সমভাবে দেখেন, তিনি নিজের বিনাশ করেন না (আত্মাকে নষ্ট করেন না) এবং পরম পদ লাভ করেন।

যখন প্রকৃতিই সকল কর্ম করে এবং আত্মা সর্বদা অকর্তা—এইভাবে যিনি দেখেন, সেই জনই যথার্থ দেখেন। যখন মানুষ প্রাণীদের ভিন্নতাকে এক সত্তার মধ্যে দর্শন করে, এবং সেই এক সত্তা হইতেই সকলের বিস্তার দেখে, তখনই সে ব্রহ্মকে লাভ করে।

এই ঈশ্বর অব্যয়, নির্গুণ এবং অনাদি বলিয়া দেহের মধ্যে থাকিয়াও কখনও কর্ম করেন না এবং লিপ্তও হন না। যেভাবে সর্বব্যাপী আকাশ সূক্ষ্ম বলিয়া লিপ্ত হয় না, সেইভাবেই সর্বত্র অবস্থিত আত্মা দেহে থাকিয়াও লিপ্ত হয় না। যেভাবে একটি সূর্য সমগ্র জগৎকে তেজ দ্বারা সর্বদা প্রকাশিত করে, সেইভাবেই ক্ষেত্রজ্ঞও ক্ষেত্রকে সর্বদা প্রকাশিত করে।

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য এবং প্রকৃতি হইতে মুক্তি—এই জ্ঞান দ্বারা যাঁহারা যথার্থরূপে বোঝেন, তাঁহারাই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

চতুর্দশ অধ্যায়: গুণত্রয় বিভাগ যোগ

শ্রীভগবান্ বলিলেন: আমি এখন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানসমূহের মধ্যে সেই জ্ঞান আবার বলিতেছি। যে জ্ঞান লাভ করিয়া মুনিগণ এই জগতে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই জ্ঞানের আশ্রয় লইয়া যাহারা আমার রূপ লাভ করে, তাহারা সৃষ্টির সময় জন্ম গ্রহণ করে না এবং প্রলয়ের সময়ও দুঃখ ভোগ করে না।

আমি আমার প্রকৃতিরূপ যোনিতে গর্ভ (জীবের বীজ) স্থাপন করি। সেই গর্ভ হইতেই সকল প্রাণী সর্বদা উৎপন্ন হয়। সকল যোনির মধ্যে মূর্তিদের যে অনেক রূপ রহিয়াছে, আমিই বীজ প্রদানকারী পিতা এবং প্রকৃতিই অনুপম যোনি।

প্রকৃতি হইতে সত্ত্ব, রজ ও তম—এই ত্রিগুণ উৎপন্ন হইয়া বিস্তার লাভ করে। এই গুণসমূহ অবিনশ্বর জীবাত্মাকে দেহের মধ্যে আবদ্ধ করে। সত্ত্বগুণ নির্মল বলিয়া প্রকাশক এবং অবিকার। এই সত্ত্বগুণ সুখ ও জ্ঞানের দ্বারা সেই নিষ্পাপ জীবকে আবদ্ধ করে। জানিও যে রজোগুণ তৃষ্ণা ও আসক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়া রাগপূর্ণ হয়। হে কৌন্তেয়, তাহা কর্মের প্রসঙ্গে জীবকে আবদ্ধ করে।

তমোগুণ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়া সকল জীবকে মোহিত করে। ইহা আলস্য, নিদ্রা ও প্রমাদ দ্বারা জীবকে বাঁধিয়া ফেলে। সত্ত্বগুণ সুখে আসক্ত করে, রজোগুণ কর্মে আসক্ত করে। আর তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া প্রমাদ (ভুল)-এর দিকে চালিত করে।

যখন রজ ও তম দমন হয়, তখন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায়। তম ও সত্ত্ব দমন হইলে রজোগুণ বাড়ে। আর রজ ও সত্ত্ব দমন হইলে দেহধারীর মধ্যে তমোগুণ প্রবল হয়। যখন দেহের সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে জ্ঞানের আলো প্রকাশিত হয়, তখন জানা উচিত যে দেহে সত্ত্বগুণই প্রবল।

হে অর্জুন, যখন তৃষ্ণা, অশান্তি, প্রবৃত্তি হয় এবং মন প্রলোভনের মধ্যে পড়ে। আর কর্মের আরম্ভ হয়, তখন রজোগুণই বৃদ্ধি পাইয়াছে। হে কৌন্তেয়, যখন মোহ ও প্রমাদ হয়, মনে আলো থাকে না এবং আলস্য উৎপন্ন হয়, তখন তমোগুণই প্রবল।

এই দেহ হইতে মৃত্যুকালে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইলে, সে জ্ঞানীদের শুদ্ধ ও বিশাল লোক প্রাপ্ত হয়। রজের বৃদ্ধিতে মরিলে, জীব কর্মে আসক্ত পুরুষদের মধ্যে জন্ম নেয়। আর তমোগুণে মরিলে মানুষ জড় যোনিতে জন্ম নেয়।

পুণ্যকর্মের ফল সর্বদা শুভ, শ্রেষ্ঠ ও সাত্ত্বিক জ্ঞান। রজোগুণের ফল দুঃখ এবং তমোগুণের ফল সর্বদা অজ্ঞান। সত্ত্ব হইতে জ্ঞান, রজ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে সর্বদা মোহ ও প্রমাদ উৎপন্ন হয়।

সাত্ত্বিক পুরুষ স্বর্গাদিতে বাস করেন, রাজসিক ব্যক্তিরা নরলোকে (মনুষ্যলোকে) থাকেন। আর যাহারা তামসিক গুণে থাকে, তাহারা অধোগতিতে (নিকৃষ্ট যোনিতে) প্রবেশ করে। যখন দ্রষ্টা (আত্মাকে দেখা ব্যক্তি) এই ত্রিগুণ ছাড়া অন্য কোনো কর্তাকে দেখে না। এবং গুণসমূহের ঊর্ধ্বে যে পরম তত্ত্ব, তাহা জানিতে পারে, তখনই সেই জন আমাকে প্রাপ্ত হয়।

যে দেহধারী এই দেহের কারণ স্বরূপ তিন গুণকে পার (অতিক্রম) করিতে পারে, সে জন্ম, মৃত্যু, জরাদি দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতত্বে লীন হয়।

অর্জুন কহিলেন: হে প্রভো! যে জন ত্রিগুণকে অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহার লক্ষণ কী কী? তিনি কীভাবে গুণসমূহ পার হন এবং তাঁহার আচরণই বা কেমন, বলুন।

শ্রীভগবান্ বলিলেন: হে পার্থ! তিনি গুণসমূহের প্রকাশ (সত্ত্ব), প্রবৃত্তি (রজ) ও মোহ (তম) -এর জন্য দ্বেষ করেন না। আবার যখন উহারা প্রাপ্ত হয় না, তখন তাহার জন্য বিশেষ আকাঙ্ক্ষাও করেন না। তিনি গুণসমূহের প্রতি উদাসীনের মতো থাকেন এবং কিছুতেই বিচলিত হন না। তিনি জানেন যে সকল কার্য ত্রিগুণই করিতেছে, এই জ্ঞান থাকায় তিনি বিচলিত হন না।

তিনি স্বস্থ (নিজের স্বরূপে স্থিত), সুখ-দুঃখ তাঁহার কাছে সমান, ঢেলা, পাথর ও সোনাও তাঁহার কাছে সমান। যিনি ধীর, নিন্দা-স্তুতি যাঁহার কাছে সমান, এবং অপ্রিয়-প্রিয়ও যাঁহার কাছে তুল্য। মিত্র ও শত্রু যাঁহার কাছে সমান, অপমান ও মান যাঁহার কাছে সমান। যিনি সকল কার্য আরম্ভের ত্যাগকারী—সেই মহান্ পুরুষই গুণাতীত।

যিনি শুদ্ধ ও নিশ্চল ভক্তি দ্বারা নিত্য আমার ভজনা করেন, সেই ব্যক্তি তিন গুণকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

আমিই সেই অব্যয় অমৃত, আমিই সেই মহান্ ব্রহ্মস্বরূপ। আমিই সনাতন ধর্ম এবং অপরিসীম আনন্দের নিধান।

পঞ্চদশ অধ্যায়: পুরুষোত্তম যোগ

শ্রীভগবান্ বলিলেন: যাঁহার মূল (কারণ) উপরে এবং শাখা (কার্যসমূহ) নিচে, এবং পত্রসমূহ বেদস্বরূপ, সেই অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষের তত্ত্ব যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই বেদজ্ঞ। এই বৃক্ষের শাখাগুলি গুণ দ্বারা পালিত হইয়া নিচে ও উপরে ছাইয়া রহিয়াছে এবং বিষয়গুলি পল্লবস্বরূপ। নরলোকে কর্মের বন্ধনযুক্ত এই বৃক্ষের মূলগুলি নিচের দিকে দৃঢ়ভাবে প্রসারিত রহিয়াছে।

ইহার স্বরূপ এই জগতে আদি, মধ্য বা আধার দ্বারা জানা যায় না। এই দৃঢ়মূল অশ্বত্থ বৃক্ষকে আসক্তি-রূপ শস্ত্রের প্রহার দ্বারা ছেদন করো। তারপর সেই শ্রেষ্ঠ পদকে ঠিকভাবে খুঁজিয়া বাহির করো। যে পদকে প্রাপ্ত হইয়া আর কখনও সংসারে ফিরিতে হয় না। আমি সেই আদি ও মহান্ পুরুষের শরণাপন্ন। যে পুরুষ হইতে এই সকল পুরাতন প্রবৃত্তি-বিধান উৎপন্ন হইয়াছে।

যাহারা আসক্তি দোষকে জয় করিয়াছেন, যাঁহাদের মধ্যে মোহ বা মান নাই। যাঁহাদের মনে সর্বদা অধ্যাত্ম জ্ঞান প্রবল থাকে। যাঁহাদের মধ্যে সুখ-দুঃখ ও দ্বেষ আদি দ্বন্দ্ব নাই এবং কোনো কামনাও নাই—সেই জ্ঞানী পুরুষেরা সর্বদা অব্যয় পরম পদকে লাভ করেন।

যেখানে সূর্যের প্রকাশ পৌঁছায় না, চন্দ্র বা আগুনেরও কোনো প্রয়োজন হয় না। যে পদ লাভ করিয়া মানুষ আর কখনও ফিরিয়া আসে না, তাহাই আমার পরম ধাম।

এই লোকে (সংসারে) জীবই আমার সনাতন অংশ। এই জীব প্রকৃতিতে বাস করিয়া মন সহ ছয়টি ইন্দ্রিয়কে (পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন) আকর্ষণ করে। যখন জীব দেহ ধারণ করে অথবা দেহ ত্যাগ করিয়া সম্পর্ক ছাড়ে, তখন সে বায়ুর যেমন গন্ধকে লইয়া যায়, সেইরূপ মন হইতে এইসব ইন্দ্রিয়কে গ্রহণ করে। রসনা, ত্বক, চক্ষু, কান ও নাক এবং মনকে আশ্রয় করিয়া এই জীব বিষয়সমূহকে ভোগ করে।

দেহ ত্যাগ করিয়া যাইবার সময়, দেহে অবস্থান কালে অথবা গুণযুক্ত হইয়া ভোগ করিবার সময়েও মূঢ় মানুষ ইহাকে জানিতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানীরাই কেবল ইহাকে জানেন। যোগী পুরুষেরা যত্ন করিয়া নিজের মধ্যে তাঁহাকে স্থাপন করিয়া চিনতে পারেন। কিন্তু অশুদ্ধ আত্মা ও মূঢ়েরা যত্ন করিয়াও তাঁহাকে জানিতে পারে না।

যাঁহার দ্বারা জগৎ প্রকাশিত হয়, দিবাকরের (সূর্যের) মধ্যে যে দিব্য তেজ রহিয়াছে। অগ্নি এবং চন্দ্রের মধ্যে যে তেজ আছে, তাহা আমারই তেজ। আমি পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার নিজ তেজ দ্বারা প্রাণীসমূহকে ধারণ করিয়া আছি। আমি রসস্বরূপ চন্দ্র হইয়া সকল ঔষধিকে পুষ্ট করি। আমি বৈশ্বানর (পাচক অগ্নি)-এর রূপে প্রাণীসমূহের মধ্যে বাস করিয়া প্রাণ ও অপান বায়ু যুক্ত হইয়া চার প্রকার অন্নকে (ভোজ্যকে) পাচন করি।

স্মৃতি, জ্ঞান এবং ভ্রান্তি দূর করা (অপোহ), আমার হইতেই হয়। আমি সকলের মধ্যে বাস করি। আমি বেদান্তের কর্তা, বেদ দ্বারা জানবার যোগ্য এবং শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞও আমাকে বলা হয়।

এই লোকে সর্বদা ক্ষর (বিনাশী) এবং অক্ষর (অবিনাশী) দুই প্রকার পুরুষ আছেন। ক্ষর (বিনাশী) সকল ভূতকে বলা হয় এবং অক্ষর (অবিনাশী) কূটস্থকে (স্থির) বলা হয়। এই দুই পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর একজন উত্তম পুরুষ আছেন, তাঁহাকেই পরমাত্মা বলা হয়। তিনি অব্যয় ঈশ্বর রূপে ত্রিলোকে প্রবেশ করিয়া সকল জগৎকে পোষণ করেন।

আমি ক্ষর ও অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং সংসারেও আমিই শ্রেষ্ঠ। এই কারণে বেদ ও লোকব্যবহারের মধ্যে আমি পুরুষোত্তম নামে অভিহিত। হে পার্থ! যে ব্যক্তি মোহ ত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তম রূপে আমাকে জানিতে পারে, সেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্বজ্ঞ হইয়া সকল প্রকারে আমারই ভজনা করে।

আমি তোমাকে এই গোপনীয়ের চেয়েও গোপনীয় মহান্ জ্ঞান বলিলাম। এই জ্ঞান জানিলে বুদ্ধিমান্ মানুষ সর্বদা জীবনকে সফল করিয়া তোলে।

শ্রী হরি গীতা

ষোড়শ অধ্যায়: দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ যোগ

শ্রীভগবান্ বলিলেন: হে পার্থ! ভয়হীনতা, চিত্তের বিশুদ্ধতা, জ্ঞানের প্রতি দৃঢ়তা, দান, আত্মসংযম, যজ্ঞ, তপস্যা, স্বাধ্যায় (শাস্ত্র পাঠ), সরলতা, অহিংসা, সত্য, দয়া, শান্তি ও ক্রোধহীনতা। লজ্জা, অচঞ্চলতা, নিন্দা না করা, তৃষ্ণাহীনতা। ধৈর্য, তেজ, পবিত্রতা, ক্ষমা, অ-শত্রুতা ও মান-অভিমানহীনতা—এইগুলি সেই দৈবী সম্পদ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের লক্ষণ।

আসুরী সম্পদ লইয়া যাহারা জন্ম গ্রহণ করে, তাহাদের মধ্যে দম্ভ, মান, মিথ্যাচার, ক্রোধ, কঠোরতা এবং অজ্ঞানতা দেখা যায়। এই দৈবী সম্পদ মুক্তি দান করে এবং আসুরী সম্পদ বন্ধন সৃষ্টি করে। হে অর্জুন! তুমি দৈবী সম্পদ লাভ করিয়াছ, অতএব শোক করিও না। এই সংসারে দৈবী ও আসুরী—এই দুই প্রকার সৃষ্টি রহিয়াছে। দৈবী সম্পদ সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হইয়াছে, এখন হে পার্থ! তুমি আসুরী সম্পদ সম্পর্কে শ্রবণ করো।

আসুরী প্রকৃতির মানুষ কী কর্তব্য (প্রবৃত্তি) এবং কী অকর্তব্য (নিবৃত্তি), তাহা জানে না। তাহাদের মধ্যে সদাচার, সত্য বা শুদ্ধতা—কিছুই থাকে না। অসুরেরা বলে, এই জগৎ মিথ্যা, ঈশ্বরহীন এবং আধারহীন। ইহা কেবল পরস্পরের সংযোগে ভোগ সাধনের জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করিয়া, এই সকল মূঢ় মানুষ, নষ্টাত্মা এবং পরের অপকার সাধনে রত হইয়া থাকে। জগতের বিনাশের জন্য তাহারা ক্রূর কর্ম করিয়া সংসারে জন্ম নেয়।

তাহারা অহংকার, দম্ভ ও মদে লীন থাকে এবং অপূরণীয় কামনাকে আশ্রয় করে। মোহের বশে তাহারা অসৎ আগ্রহ লইয়া অপবিত্র আচরণে প্রবৃত্ত হয়। মৃত্যু পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে অনন্ত চিন্তা সর্বদা বিরাজ করে। তাহারা বিষয় ভোগে মত্ত থাকে এবং উহা কেই আনন্দ বলিয়া মনে করে। তাহারা আশার কু-বন্ধনে বাঁধা পড়ে, কামনা ও ক্রোধের ধুন তাহাদের মধ্যে থাকে। কেবল সুখ ভোগের জন্য তাহারা অন্যায়ভাবে ধন-সম্পদ লাভের ইচ্ছা করে।

তাহাদের ধারণা—"আমি এই ধন লাভ করিয়াছি, আরও মনোরথ পূর্ণ করিব। এই শত্রুকে আজ মারিলাম, কাল অন্যকেও বধ করিব। আমিই সুখী, বলবান, ঈশ্বর এবং সিদ্ধ পুরুষ। আমিই ভোগী ও সুখী।" "আমি শ্রীমান্ ও কুলীন, আমার মতো আর কে আছে? আমি দান, যজ্ঞ ও সুখ ভোগ করিব।"—এইভাবে তাহারা মূঢ়তা দ্বারা মোহিত হইয়া কথা বলে।

তাহারা অনেক কল্পনাতে ভুলিয়া গিয়া মোহের বন্ধনে থাকে। সেই নীচ ব্যক্তিরা কাম-ভোগে লিপ্ত হইয়া নরকে পতিত হয়। ধন, মান ও মদে মত্ত হইয়া, নিজ-প্রশংসায় রত এই অজ্ঞ ও অহংকারী লোকেরা দম্ভের সহিত বিধিহীন যজ্ঞ করে—কেবলমাত্র নামের জন্য। বল, কামনা, ক্রোধ ও গর্বের বশে মত্ত হইয়া উহারা সকলের মধ্যে এবং নিজের দেহের মধ্যে অবস্থিত আমাকে (দেবতাকে) দ্বেষ করে এবং শত্রু বলিয়া গণ্য হয়।

যে নরাধম, ক্রূর, দ্বেষী এবং পাপাচারে লীন, আমি তাহাকে সর্বদা এই সংসারে আসুর যোনিতে নিক্ষেপ করি। তাহারা জন্ম-জন্মান্তরে সর্বদা আসুর যোনিই প্রাপ্ত হইতে থাকে। তাহারা আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া অবশেষে অতি অধোগতি লাভ করে।

এই কাম, লোভ ও ক্রোধ—এই তিনটিই নরকের দ্বার। এই কারণে আত্মার বিনাশকারী এই তিনটিকেই সর্বপ্রকারে ত্যাগ করা উচিত। হে পার্থ! যে পুরুষ এই নরকের দ্বারসমূহ হইতে মুক্ত হয়, সে নিজের জন্য শুভ আচরণ করিয়া পরম গতি লাভ করে। যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া মনগড়া কর্ম করে, সে কখনও সিদ্ধি, সুখ অথবা পরম গতি—কিছুই লাভ করে না। এই কারণে কার্য ও অকার্যের (করণীয় ও অকরণীয়ের) সিদ্ধান্তের জন্য শাস্ত্রকেই প্রমাণ মানা উচিত। শাস্ত্রে যাহা করতে বলা হইয়াছে, তাহা জানিয়া তুমি তাহাই করো।

সপ্তদশ অধ্যায়: শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ

অর্জুন কহিলেন: হে কৃষ্ণ! যাহারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়াও শ্রদ্ধাপূর্বক যজন (পূজা) করে, তাহাদের সেই নিষ্ঠা সাত্ত্বিক, রাজসিক নাকি তামসিক—তাহা আমাকে বলুন।

শ্রীভগবান্ বলিলেন: হে পার্থ! প্রাণীদের মধ্যে স্বভাবজাত শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী—এই তিন প্রকার হয়। তুমি বিস্তারিতভাবে শ্রবণ করো। সকলের শ্রদ্ধা সত্ত্ব গুণের মতো। মানুষ শ্রদ্ধা স্বরূপ, তাহার শ্রদ্ধা যেরূপ, সে সর্বদা সেইরূপই হয়। সাত্ত্বিক মানুষ দেবতাদের যজন করে, রাজসিক মানুষ যক্ষ-রাক্ষসের যজন করে এবং তামসিক মানুষ ভূত-প্রেতের যজন করে।

যে সকল পুরুষ শাস্ত্রবিধিহীন হইয়া ঘোর তপস্যা করে, যাহারা দম্ভ-মদে পরিপূর্ণ এবং কামনা ও আসক্তির বশে থাকে। যাহারা পাঁচ ভূত (দেহ) এবং দেহের মধ্যে অবস্থিত আমাকেও কষ্ট দেয়, সেই মূঢ়মতি ব্যক্তিকে মহান্ অসুর বলিয়া জানিও।

হে পার্থ! আহার যেমন তিন প্রকার হয় এবং সকলের প্রিয় হয়, তেমনই তপস্যা, দান এবং যজ্ঞও তিন প্রকার। বিস্তারিতভাবে শ্রবণ করো।

সাত্ত্বিক আহার সেইগুলি, যাহা আয়ু, বুদ্ধি, বল, সুখ, প্রীতি ও স্বাস্থ্য দান করে। যাহা রসময়, হৃদয়ের প্রিয়, চিরস্থায়ী ও স্নিগ্ধ। নোনতা, টক, ঝাল, গরম, রুক্ষ এবং দাহক (জ্বালা সৃষ্টিকারী) ও তীব্র যে সকল খাদ্য, যাহা দুঃখ, শোক ও রোগ সৃষ্টি করে, তাহা রাজসিক ব্যক্তির সর্বদা প্রিয় হয়। যে ভোজন কিছুকাল রাখা হইয়াছে, বাসি, রসবিহীন, পচা, দূষিত, জুটা এবং অপবিত্র, তামসী প্রকৃতির মানুষ সেই ভোজন ভোগ করে।

ত্রয়বিধ যজ্ঞ, তপস্যা ও দান

যজ্ঞ:

- সাত্ত্বিক: যে যজ্ঞ শাস্ত্রবিধি অনুসারে, কর্তব্য মনে করিয়া এবং ফলের আশা ত্যাগ করিয়া শান্ত মন দ্বারা করা হয়।
- রাজসিক: হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যে যজ্ঞে সর্বদা ফলের বাসনা থাকে এবং যাহা দম্ভাচরণের জন্য করা হয়, তাহাকে রাজসিক যজ্ঞ জানিবে।
- তামসিক: যে যজ্ঞে শাস্ত্রবিধির অভাব থাকে, অন্নদান ও দক্ষিণা দেওয়া হয় না, মন্ত্র ও শ্রদ্ধারও অভাব থাকে, তাহাকে তামসিক যজ্ঞ বলা হয়।

তপস্যা:

- শারীরিক তপস্যা: দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও জ্ঞানীজনদের পূজা, ব্রহ্মচর্য, পবিত্রতা, অহিংসা ও নম্রতা—এইগুলি দেহের তপস্যা।
- বাচিক তপস্যা: যে বচন সত্য, হিতকর, মধুর এবং সর্বদা উদ্বেগহীন, এবং শাস্ত্র অধ্যয়নের অভ্যাস—এইগুলি বাণীর তপস্যা।
- মানসিক তপস্যা: সৌম্যভাব, মৌন, মনের প্রসন্নতা, সর্বদা শুদ্ধ ভাব রাখা এবং মনোনিগ্রহ করা—এইগুলি মনের তপস্যা।

- সাত্ত্বিক তপস্যা: এই ত্রয়বিধ তপস্যা যখন শ্রদ্ধা সহকারে এবং ফলের কামনা ত্যাগ করিয়া করা হয়।
- রাজসিক তপস্যা: যে তপস্যা সৎকার, পূজা ও মান-সম্মানের জন্য দম্ভের সহিত করা হয়, তাহা অনিশ্চিত ও নশ্বর বলিয়া রাজসিক বলা হয়।
- তামসিক তপস্যা: যে তপস্যা মূঢ়তা ও জিদের বশে নিজেকে কষ্ট দিয়া করা হয়, অথবা অন্যকে বিনাশের জন্য করা হয়, তাহাকে তামসিক তপস্যা বলা হয়।

দান:

- সাত্ত্বিক দান: যে দান কর্তব্য মনে করিয়া, উপকারীর চিন্তা না করিয়া, দেশ, কাল ও সু-পাত্রের প্রতি মনোযোগ রাখিয়া দেওয়া হয়।
- রাজসিক দান: যে দান প্রতি-উপকারের জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়া দেওয়া হয়, অথবা ফলের আশায় দেওয়া হয়।
- তামসিক দান: যে দান দেশ, কাল ও সু-পাত্র না দেখিয়া, অসম্মানপূর্বক অথবা অবহেলার সহিত দেওয়া হয়।

'ওঁ তৎ সৎ' এর মহিমা

শুভ ওঁ তৎ সৎ—ইহাই ব্রহ্মের তিন প্রকার উচ্চারণ বলিয়া কথিত। আদি কালে বেদ, ব্রাহ্মণ এবং মহান্ যজ্ঞ এই তিনটি হইতেই নির্মিত হইয়াছে। এই কারণে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা সর্বদা শাস্ত্রোক্ত কর্মবিধি অনুসারে 'ওঁ' উচ্চারণ করিয়া নিত্য যজ্ঞ, তপস্যা ও দান করেন।

কল্যাণ-ইচ্ছুক ব্যক্তিরা ফলের ত্যাগ করিয়া সর্বদা 'তৎ' (সেই ব্রহ্ম) শব্দ উচ্চারণ করিয়া বিবিধ প্রকারে তপস্যা, যজ্ঞ ও দানাদি কার্য করেন। সৎ ও সাধু ভাবসমূহের জন্য সর্বদা 'সৎ' শব্দের প্রয়োগ হয়। হে পার্থ! উত্তম কর্মেও 'সৎ' শব্দের প্রয়োগ হয়। দান, তপ ও যজ্ঞের মধ্যে দৃঢ়তাকেও 'সৎ' বলা হয়। আর সেইগুলির জন্য যে কর্ম করা হয়, তাহাকেও 'সৎ' বলা হয়।

শ্রদ্ধা ছাড়া যে দান, তপস্যা বা হোম—সবই 'অসৎ'। তাহা এই লোকে বা মৃত্যুর পরেও কোনো কল্যাণ দান করে না।

অষ্টাদশ অধ্যায়: মোক্ষ সন্ন্যাস যোগ

অর্জুন কহিলেন: হে মহাবাহো! সন্ন্যাস এবং ত্যাগ—এই তত্ত্বগুলি পৃথকভাবে আমাকে বলুন। হে হৃষীকেশ! এই সবকিছুর জ্ঞান লাভের ইচ্ছা আমার রহিয়াছে।

শ্রীভগবান্ বলিলেন: জ্ঞানীগণ সন্ন্যাস বলিতে সকল কাম্য কর্মের (ফল কামনাকৃত কর্মের) ত্যাগ বলিয়া মনে করেন। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ত্যাগ বলিতে সকল কর্মফলের ত্যাগ বলিয়া বর্ণনা করেন।

কিছু বিদ্বান বলেন, সকল কর্মই দোষযুক্ত, তাই ত্যাজ্য। আবার কিছু বিদ্বান এই জ্ঞান দেন যে যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা ত্যাগ করা উচিত নয়। হে পার্থ! ত্যাগের বিষয়ে আমার যে যথার্থ বিচার, তাহা শ্রবণ করো। হে পুরুষব্যাঘ্র! এই ত্যাগ তিন প্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছে।

যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ যে সকল কর্ম, তাহা করার যোগ্য এবং কখনও ত্যাজ্য নয়। যজ্ঞ, দান ও তপ বিদ্বান ব্যক্তিকেও শুদ্ধ করে। এই কর্মগুলিও আসক্তি ছাড়া এবং ফল নিত্য ত্যাগ করিয়া করা উচিত। হে পার্থ! ইহাই আমার শ্রেষ্ঠ ও নিশ্চিত মত।

নিজের নির্দিষ্ট কর্ম কখনও ত্যাগের যোগ্য হয় না। যদি মোহের বশে ত্যাগ করা হয়, তবে সেই ত্যাগ তামসিক হয়। যদি শারীরিক কষ্টের ভয় বা দুঃখ মনে করিয়া কর্ম ত্যাগ করা হয়, তবে সেই ত্যাগ রাজসিক হয় এবং তাহার ফল কখনও পাওয়া যায় না। নিয়মিত কর্মকে নিজের কর্তব্য মনে করিয়া, ফল ও আসক্তি ত্যাগ করিয়া যে কর্ম করা হয়, সেই ত্যাগই শুভ ও মহান্ সাত্ত্বিক বলিয়া গণ্য।

যে ব্যক্তি অশুভ কর্মকে দ্বেষ করেন না এবং শুভ কর্মে লীন হন না, সেই সংশয়হীন ত্যাগীই সত্ত্বনিষ্ঠ এবং দক্ষ হন। দেহ ধারণকারী ব্যক্তির পক্ষে সকল কর্ম ত্যাগ করা সম্ভব নয়। অতএব, যে ব্যক্তি কর্মফলকে ত্যাগ করে, তাহাই ত্যাগী বলিয়া কথিত হয়।

সকামী (কামনাকারী) ব্যক্তিরা দেহ ত্যাগ করিয়া শুভ, অশুভ এবং মিশ্রিত—এই তিন প্রকার ফলই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ত্যাগী পুরুষকে এই তিন প্রকার ফল কখনও স্পর্শ করে না।

কর্মের কারণ ও ত্রিবিধ ভেদ

কর্মের কারণ: সকল কর্ম সংঘটিত হওয়ার জন্য পাঁচটি কারণ জানিও। সাংখ্য সিদ্ধান্তে যেগুলি বলা হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করো: আধার (দেহ), কর্তা (অহংকার), করণ (ইন্দ্রিয়াদি), বিবিধ চেষ্টা এবং দৈব (বিধিলিপি/ঈশ্বর)। এই পাঁচটিই কারণ। মন, বাক্য ও দেহ দ্বারা মানুষ জগতে যে সকল কর্ম করে, তাহা ঠিক বা ভুল—এই পাঁচটিই তাহার কারণ। কিন্তু যে মূঢ় ব্যক্তি নিজের

অহংকারকেই কর্তা বলিয়া মনে করে, তাহার বুদ্ধি শুদ্ধ নয় এবং সে যথার্থ কিছুই জানে না। যে ব্যক্তি অহংকারহীন এবং যাহার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না, সে হত্যা করিয়াও বস্তুত হত্যা করে না এবং সে বন্ধনেও থাকে না।

কর্মের প্রবর্তক (প্রেরণা): জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়। কর্মের সংগ্রাহক (সমাপ্তি): করণ (উপকরণ), কর্ম ও কর্তা।

গুণ অনুসারে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা তিন প্রকারের হয়:

ভেদ	সাত্ত্বিক (সাত্ত্বিক)	রাজসিক (রাজসিক)	তামসিক (তামসিক)
জ্ঞান	সকল ভিন্ন ভূতে এক, অবিভক্ত, অনশ্বর ভাব দর্শন করে।	সকল প্রাণীতে ভিন্নতা দেখে এবং অনেক ভাব দেখে।	যে জ্ঞান এক ক্ষুদ্র কার্যে আসক্ত, নিঃসার ও যুক্তিহীন।
কর্ম	নিয়মিত কর্ম, রাগ-দ্বেষহীন, আসক্তি ও ফলের আশা ত্যাগ করে করা হয়।	ফলের আশা লইয়া অহংকৃত বুদ্ধি দ্বারা অতি পরিশ্রমে করা হয়।	যে কর্মের মূলে অজ্ঞান, যাহা পরিণাম, পৌরুষ, ক্ষতি ও হিংসার প্রতি অমনোযোগী।
কর্তা	অহংকারহীন, অনাসক্ত, ধীর, উৎসাহী, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে অবিকৃত।	বিষয়-আসক্ত, ফলকামী, লোভী, হিংসুক, হর্ষ-বিষাদযুক্ত, মলিন।	অশিক্ষিত, চঞ্চল, দাম্ভিক, শঠ, বিষাদী, অলস, দীর্ঘসূত্রী, অন্যের ক্ষতিকারক।

গুণ অনুসারে বুদ্ধি ও ধৈর্যের ভেদ:

ভেদ	সাত্ত্বিক	রাজসিক	তামসিক

বুদ্ধি	প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, বন্ধন, মোক্ষ, কার্য, অকার্য, ভয় ও অভয়—সবকিছুর যথার্থ নির্ণয় করে।	যে বুদ্ধি কার্য-অকার্যের মধ্যে যথার্থ নির্ণয় করিতে পারে না এবং ধর্ম-অধর্মকে জানে না।	যে বুদ্ধি তমোব্যাপ্ত হইয়া অধর্মকেই ধর্ম বলিয়া মানে এবং অর্থকে উল্টো জানে।
ধৈর্য (ধৃতি)	যোগের দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের সকল ক্রিয়াকে অচল ধারণ করে।	আসক্তি ও ফল-কামনার কারণে ধর্ম, অর্থ ও কামকে ধারণ করে।	যে ধৈর্যের দ্বারা দুর্বুদ্ধি মানুষ স্বপ্ন, ভয়, উন্মাদ, শোক ও বিষাদ ত্যাগ করে না।

গুণ অনুসারে সুখের ভেদ:

- সাত্ত্বিক সুখ: যাহা অভ্যাস দ্বারা লাভ হয়, আরম্ভে বিষের মতো কিন্তু পরিণামে মধুর, এবং আত্মার বুদ্ধি-প্রসন্নতা হইতে উৎপন্ন।
- রাজসিক সুখ: যাহা ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগে উৎপন্ন হয়, আগে অমৃতের মতো কিন্তু শেষে বিষের তুল্য।
- তামসিক সুখ: যাহা আরম্ভে ও অন্তে মোহ সৃষ্টি করে এবং আলস্য, নিদ্রা ও প্রমাদ হইতে উৎপন্ন।

বর্ণধর্ম ও মোক্ষ

এই পৃথিবীতে, আকাশে বা দেবতাদের মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা প্রকৃতির এই তিনটি গুণ হইতে মুক্ত। হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্মও তাহাদের স্বভাবজাত গুণের অনুসারে ভাগ করা হইয়াছে।

- ব্রাহ্মণের স্বভাবজ কর্ম: শম (শান্তি), দম (সংযম), তপ, শুদ্ধি, ক্ষমা, আস্তিক বুদ্ধি, জ্ঞান ও বিজ্ঞান এবং সরলতা।
- ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ কর্ম: ধৈর্য, শূরতা, তেজস্বিতা, যুদ্ধ হইতে পিছু না হটা, চাতুর্য, দান ও নেতৃত্বের ভাব (স্বামীভাব)।
- বৈশ্যের স্বভাবজ কর্ম: কৃষি, পশু পালন ও বাণিজ্য করা।
- শূদ্রের স্বভাবজ ধর্ম: লোকসেবা করা।

যে ব্যক্তি নিজের নিজ কর্মে রত থাকে, সেই সিদ্ধি লাভ করে। নিজের কর্ম দ্বারা মানুষ কীভাবে সিদ্ধি পায়, তাহা শ্রবণ করো। যাঁহা হইতে সকল জীব উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাঁহা দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত, সেই ঈশ্বরকে নিজের কর্মের দ্বারা পূজা করিয়া মানুষ সিদ্ধি লাভ করে। অন্যের সহজলভ্য ধর্ম অপেক্ষা নিজের ধর্ম গুণহীন হইলেও শ্রেষ্ঠ। স্বভাবের অনুসারে করা নিজের কর্ম দ্বারা পাপ হয় না। নিজের নির্দিষ্ট কর্ম দোষযুক্ত হইলেও ত্যাগ করা উচিত নয়, কারণ সকল কর্মই ধোঁয়ার দ্বারা আগুন আবৃত হওয়ার মতো দোষ দ্বারা আবৃত।

সন্ন্যাস ও ব্রহ্ম প্রাপ্তি

মনকে বশে আনিয়া, আসক্তি ত্যাগ করিয়া, কামনা হইতে মুক্ত হইলে, সেই মহান নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি তখন সন্ন্যাস দ্বারা প্রাপ্ত হয়। কীভাবে সিদ্ধি লাভ করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়, হে অর্জুন! সংক্ষেপে জ্ঞানের সেই পরা-নিষ্ঠা শ্রবণ করো।

ধৈর্য দ্বারা আত্মসংযম করো, অত্যন্ত শুদ্ধ বুদ্ধিতে লীন হও। শব্দাদি বিষয় ত্যাগ করো, সর্বদা রাগ-দ্বেষহীন হও। একান্তে বাস করো, অল্প ভোজন করো, মন, বাক্য ও দেহকে বশ করো। সর্বদা ধ্যানযুক্ত হও এবং বৈরাগ্যের আশ্রয় নাও। বল, অহংকার, দম্ভ, সঙ্গ, ক্রোধ, কামনা হইতে মুক্ত হইয়া, মমতাহীন ও শান্ত হইলে মানুষ ব্রহ্ম-বিহারে (ব্রহ্মে স্থিত হওয়ার) উপযুক্ত হয়।

যে ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপ (ব্রহ্মভূত), সে প্রসন্নচিত্ত হয়, আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তা হইতে মুক্ত হয়। সকলের প্রতি সমভাব রাখিয়া সে ভক্তির মধ্যে লীন হয়। ভক্তি দ্বারা সে জানিতে পারে যে আমি কে এবং কতটুকু। যখন তত্ত্ব দ্বারা সে আমাকে চিনে, তখন সে আমাতে লীন হয়।

চরম উপদেশ ও উপসংহার

সর্বদা আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সকল কর্ম করিতে থাকো। আমার কৃপায় সে অব্যয় সনাতন পদ প্রাপ্ত হয়। মন দ্বারা সকল কর্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া, মৎপরায়ণ হইয়া নিরন্তর আমাতে চিত্ত স্থির করো এবং সমবুদ্ধিতে তৎপর হও।

আমাতে চিত্ত রাখিলে আমার কৃপায় তুমি সকল দুঃখ পার হইয়া যাইবে। যদি অভিমানের বশে আমার কথা না শোনো, তবে কেবল বিনাশ লাভ করিবে। মোহে তল্লীন হইয়া তুমি যাহা করতে চাইছো না, তোমার স্বভাবজাত কর্ম তোমাকে তাহা করাইবে।

ঈশ্বর সর্বদা প্রাণীদের হৃদয়ে বাস করেন। তিনি মায়া দ্বারা সকল জীবকে যন্ত্রের উপর আরূঢ়ের মতো ঘুরাইতে থাকেন। এই কারণে সকল প্রকারে এবং সব দিক হইতে তাঁহারই শরণ গ্রহণ করো। তাঁহার কৃপার ধারা হইতে তুমি শুভ শান্তি এবং নিত্য পদ লাভ করিবে।

এই অতি গোপনীয় জ্ঞান আমি তোমাকে বিস্তারিতভাবে বলিলাম। হে পার্থ! পূর্ণ বিচার দ্বারা তুমি যেরূপ চাও, তাহাই করো।

এখন অন্তে হে কৌন্তেয়! আমি তোমাকে অতি গোপনীয় কথাটি বলিতেছি। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তাই তোমার হিতের কথা বলিতেছি। আমাতে মন রাখো, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা করো, আমাকে বন্দনা করো। তুমি আমাতেই লীন হইবে। আমি তোমার কাছে সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কারণ তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়।

সকল ধর্ম (কর্ম) ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ করো। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব; তুমি চিন্তাগ্রস্ত হইও না।

যাহার ভক্তি নাই, যে শুনতে চায় না এবং যাহার তপস্যার শক্তি নাই, আর যে আমার নিন্দা করে, তাহাকে এই জ্ঞান দিও না। যে ব্যক্তি মহান্ ভক্তদের কাছে এই গোপন জ্ঞান বলিবে, সে আমার ভক্তি লাভ করিয়া নিঃসন্দেহে আয়াতেই লীন হইবে। পৃথিবীতে তাহার চেয়ে প্রিয় কর্মকর্তা আমার আর কেহ নাই। তাহার চেয়ে প্রিয় আমার আর কেহই হইবে না।

যে ব্যক্তি তোমাদের ও আমার এই ধর্ম-চর্চাটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবে, আমি মনে করি সে জ্ঞান-যজ্ঞের বিধান দ্বারা আমার পূজা করিল। যে ব্যক্তি দোষ না খুঁজিয়া নিত্য শ্রদ্ধাপূর্বক ইহা শ্রবণ করিবে, সে পাপমুক্ত হইয়া পুণ্যবানদের পরম শুভ লোক প্রাপ্ত হইবে।

হে অর্জুন! বলো, তুমি মনোযোগ সহকারে এই সব জ্ঞান শ্রবণ করিলে তো? সেই মোহময় অজ্ঞান হইতে তুমি এখনও মুক্ত হইয়াছ, নাকি হও নাই?

অর্জুন কহিলেন: হে অচ্যুত! আপনার কৃপায় আমার সকল মোহ দূর হইয়াছে। আমি সংশয়হীন, আমার স্মৃতি (জ্ঞান) ফিরিয়া আসিয়াছে। আমি আপনার আদেশ পালন করিব।

সঞ্জয় কহিলেন: হে মহারাজ! এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের মধ্যে এই রোমাঞ্চকর এবং শ্রেষ্ঠ রহস্যপূর্ণ সংবাদ আমি সবই শ্রবণ করিলাম। ব্যাসদেবের কৃপায় আমি স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বর্ণিত এই শ্রেষ্ঠ যোগ-রহস্য সবটা শুনিতে পাইলাম।

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের এই অতুলনীয় পবিত্র সংবাদ যখনই আমার মনে পড়ে, তখনই বারংবার আনন্দ হয়। যখন সেই অনুপম রূপের বিস্তার আমার মনে আসে, তখনই বিস্ময় এবং আনন্দ বারংবার হয়।

আমাদের মত অনুসারে, যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং যেখানে ধনুর্বাণধারী অর্জুন, সেখানেই ঐশ্বর্য, বিজয়, শ্রী (সম্পদ) এবং নীতি (ধর্ম) সর্বদা বর্তমান থাকিবে।